চন্দ্রনাথ দর্পণ।

৺প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

বৃহৎ-সংস্করণ।

প্রকাশক

শ্রীহরকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়।

সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

৭৩পৃষ্ঠা হইতে ১২০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ৪৫ নং গৌরীবেড় লেন 'সূর্য্য প্রেসে'

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ নাথ দ্বারা মুদ্রিত, কলিকাতা।

সন ১৩১৭ সাল।

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষের অন্তর্গত চট্টগ্রাম জিলার শ্রীশ্রী৺ চন্দ্রনাথ তীর্থ অতি পুরাতন তীর্থ। ইহা একান্নমহাপীঠের একটী মহাপীঠস্থান,এই তীর্থের পুরাতন ইতিহাস পরলোকগত তীর্থ পুরোহিত ৺ প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়া প্রথম সংস্করণ ছাপাইয়াছিলেন উক্ত তীর্থে শম্ভুনাথ, চন্দ্রনাথ, বিরূপাক্ষ ও বাড়বাকুণ্ড ও লবণাক্ষকুণ্ড সহস্রধারা জ্যোতির্ম্ময় প্রভৃতি তীর্থ বিরাজমান আছে। উক্ততীর্থে জলে অগ্নি অনবরত জ্বলিতেছে, অষ্টশক্তি, অষ্টমূর্ত্তি, গৌরীপীঠ গঙ্গাধারা সহিত স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বিরাজমান, ভারতে কুত্রাপি এই-রূপ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ দৃষ্ট হয় না। এখানে চন্দ্রনাথ ১১০০ ফুট উচ্চ পর্ব্বতো-শৃঙ্গোপরি বিরাজমান আছেন। উক্ত শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি লবণাম্বু সমুদ্র দর্শন করিলে মনে এক অভুতদৃষ্ট আনন্দের উদয় হয়। এখানকার তরুলতা ইত্যাদি দৃশ্য বড়ই আনন্দজনক এই তীর্থে মন্মথ নামক নদ আছে, তাহাতে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিলে শত গয়া শ্রাদ্ধ জনিত ফললাভ হয়। ৺ চন্দ্রনাথ এই তীর্থের একমাত্র তীর্থ গুরু তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া তীর্থে যাত্রিগণ দর্শনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। আমরা যাত্রিদের দর্শনাদি পূজা হোম, গয়াশ্রাদ্ধাদি যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া থাকি। এই তীর্থে কোনও ব্রহ্মকল্পিত পাণ্ডা নাই। যাহারা পাণ্ডা আছেন, তাহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন গোত্র সম্ভূত। হিন্দুমাত্রেই সকল এতদ্বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন। পুস্তকখানির ২য় সংস্করণ ছাপাইতে পারি নাই। এইবার পুস্তকখানি পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া উদ্ধৃত করিলাম, এই পুস্তক আমার ঠিকানায় পাইবেন, ইতি।

গ্রন্থ প্রাপ্তির ও তীর্থযাত্রীর বিশেষ
সুবিধাপূর্ণ আশ্রমের ঠিকানা—
পোষ্ট সীতাকুণ্ড, ৺ চন্দ্রনাথ ধাম
জেলা চট্টগ্রাম।

প্রকাশকস্য

শ্রীসূর্য্যকুমার অধিকারী।

প্রকাশকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

—:*:—

আমরা চিরকৃতজ্ঞ-হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে ময়মনসিংহ আঠার বাড়ী নিবাসী দানশীলা স্বধর্ম্মনিরতা ভূম্যাধিকারিণী শ্রীযুক্তা জ্ঞানদা সুন্দরী চৌধুরাণীর সম্পূর্ণ অর্থানুকুল্যেই এই গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্য শেষ করিতে সক্ষম হইলাম। আমরা একান্ত মনে প্রার্থনা করিতেছি যে ভগবান ক্রমদীশ্বর তাঁহার এই শুভানুষ্ঠানের জন্য তাঁহার মস্তকে অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

প্রকাশক।

এই সঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত মহানুভব ব্যক্তিগণের প্রতিও এই গ্রন্থ প্রকাশে তাঁহাদের অশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী বলিয়া স্বীকার করিতেছি :—

শ্রীযুক্ত সুশীল গোপাল বসু বি, এ,
,, প্রবোধ গোপাল বসু ম্যানেজার, "সমাজ"
,, শ্যামাচরণ সেন, ম্যানেজার "আর্য্যাশ্রম"
,, চন্দ্রকুমার দাস বি, এল।
,, অর্পণাচরণ সেন বি, এল।

———

উৎসর্গপত্র।

শ্রীশ্রী৺ক্রমদীশ্বর শম্ভূনাথ দেবের

অনন্ত শ্রীচরণ সরোজেষু ঃ—

বাবা !

আমার অতি যতনের ধন চন্দ্রনাথ-দর্পণ নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তক বহুদিনের পর তোমারই কৃপায় প্রকাশিত হইল। ইহা সংসারে আর কাহাকে উপহার দিব, কাহার হস্তে অর্পিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে স্থির করিতে না পারিয়া তোমার শ্রীচরণে অতি ভক্তিভরে অর্পণ করিলাম। যদিও ইহা তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্য, তথাপি ইহা এই অধমের অতি পরিশ্রমের ধন। তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া ইহা লিখিয়াছি, ইহা তোমার শ্রীচরণেই অর্পণ করিলাম। এই হতভাগার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক যদি ইহা শ্রীচরণে স্থান দাও, তবে আমার সাধন সফল হইল মনে করিব।

চিরসেবক ঃ—

স্বর্গীয় প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

আমার অতি সাধনের ধন চন্দ্রনাথ-দর্পণ বহু অনুসন্ধানে বহু দিনের পর প্রকাশিত হইল। আমি চন্দ্রনাথ তীর্থের মাহাত্ম্য কি বলিব। তবে কি না আমি এই পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পর্ব্বত, চূড়া, গহ্বর প্রভৃতি দুর্গম ও দুরারোহ স্থান সকল এবং ব্যাসাশ্রম বাটি প্রভৃতি পরমার্চ্চনীয় মহাত্মা শ্রীযুক্ত নারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য সাধুদের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। এমন কি পর্য্যায়ক্রমে অনেক রাত্রি ঘুমাই নাই; কখন বাবার শ্রীচরণ প্রান্তে, কখন জ্যোতিশ্বরে, কখন সীতাকুণ্ডের গহ্বর প্রভৃতি স্থানে বসিয়া অনেক রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। উক্ত ব্রহ্মচারির কৃপায় ও বাবার আশীর্ব্বাদে কোনরূপে সফল মনোরথ হইয়াছি। যখন আমি সংসারে অশান্তি সাগরে ভাসমান ছিলাম, তখন শান্তির জন্য বাবার শ্রীচরণ প্রান্তে বসিয়া কতই কাঁদিতেছি।

শেষে একদিন রাত্রিতে আদেশ হইল "তুই আমার মাহাত্ম্য প্রচার কর, তাহলে তোর সহসা শান্তি হইবে। আদেশ হওয়া মাত্রেই আমি এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করি। বাস্তবিক সেই হইতে আমার মনে শান্তি হইয়া থাকে। এই পুস্তকখানি প্রণয়ণ করিয়া শীঘ্র ছাপাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ স্বধর্ম্মনিরত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায়ের কোন গুরুতর কার্য্যে আবদ্ধ হওয়াতে কিছু কাল আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। তথায় মনে আমার অশান্তি আসে এবং আমার শরীর নিতান্ত অসুস্থ হয়; সেই অসুস্থাবস্থায় আমি সীতাকুণ্ডে আসিলাম। তথায় আসিয়া পুস্তক মুদ্রিত করিতে কলিকাতা যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আমার ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা নিষেধ করিতে লাগিলেন।

তখন তাহাদের কথায় একান্ত বাধ্য হইয়া তিনমাস কাল ব্যাসাশ্রমে পুরশ্চরণ করিবার বাসনা করিয়া দুইজন সাধুর সহিত আমি তথায় অবস্থান করিলাম। ব্যাসাশ্রমে বিল্ব বৃক্ষমূলে বসিয়া জপে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু পুরশ্চরণ করিতে বসিবামাত্র আমার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইতে লাগিল। হাত হইতে বরাখের মালা স্খলিত হইতে লাগিল, কে যেন বলপূর্ব্বক আমার হাত হইতে ফেলিয়া দিতেছে বোধ হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মচারী মহাশয় ক্ষান্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন, তবুও আমি জপ করিতে লাগিলাম। রাত্রিতে আমি একবারে অজ্ঞান হইয়া পড়ি। তখন আমাকে আদেশ হইল, তুই পূর্ব্বে যে সঙ্কল্প

করিয়াছিলি, তাহাই কর্। তাহাতে তোর মনোভিষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই আদেশ হওয়া মাত্রেই আমি সেই নিতান্ত দুর্ব্বল অবস্থায় কাহাকে কিছু না বলিয়া কলিকাতা আসিয়া ৯৯ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীটস্থ জমিদার শ্রীযুক্তা জগত্তারিণী দেবীর বাটীতে অবস্থান করি।

ইনি আমার চন্দ্রনাথের যাত্রী। ইনি প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে আমার সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহার বাটীতে অবস্থান করিয়া কিছু সুস্থ হইলে পর পুস্তকখানি লইয়া স্বধর্ম্মনিষ্ট শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া মনোবাসনা ব্যক্ত করা মাত্রেই তিনি নিতান্ত আগ্রহের সহিত পুস্তকখানি প্রকাশের ভার লইলেন। এমন কি তিনি অর্থ সাহায্যও করিলেন। তাঁহারই উপদেশ মতে আমি পুস্তকখানি লইয়া সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি এই পুস্তকের জন্য যথেষ্ঠ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক নিতান্ত আগ্রহের সহিত প্রুফ ও অশুদ্ধ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য আমি উক্ত মহাত্মার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। পুস্তকখানি যাহাতে ছোট বড় সকলের আদরণীয় এবং যাহাতে সকল শ্রেণীর লোকে ভাব অনুসারে বুঝিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিয়াছি।

আমি ইহাতে নিজের মনগড়া কোন কথা লিখি নাই, তাই সাধারণের বিশ্বাস জন্য প্রথম ভাগে তন্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি হইতে কতিপয় শ্লোক সন্নিবেশিত করিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ ভ্রমেও ইহা বিশ্বাস করিবেন না যে আমি মনগড়া খেলা খেলিলাম। যে খেলা স্বয়ং ভগবান খেলিয়াছেন ব্যাসদেব যে খেলার প্রধান নায়ক স্বরূপে অভিনয় করিয়াছেন তাহার পূর্ব্বাভাষমাত্র লিখিলাম। দেবী পুরাণ, চৈত্রমাহাত্ম্যখণ্ড ও বারাহী তন্ত্র প্রভৃতি দেখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। আমি ঐ সকল হইতে কয়েকটী শ্লোক মাত্র একবারে উদ্ধৃত করিলাম, বারান্তরে সম্যক প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল এখন যদি এই পুস্তকখানি সর্ব্ব সাধারণে আদৃত হয় তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

স্বর্গীয় প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়।

চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড ৺চন্দ্রনাথ ধাম।

গ্রন্থোপোদ্ঘাত।

প্রাচীন সনাতন আর্য্য সভ্যতার ললামভূত ভারতবর্ষে পরম-আত্ম-প্রীতি-প্রদ প্রসিদ্ধ তীর্থ চন্দ্রনাথ ধাম। প্রকৃতি-রাণীর অতীব স্নেহ-পাত্রী চির-শরন্নির্ম্মল-ব্যোম-চন্দ্রাতপা, সুনীলোত্তুঙ্গ-শৈলকিরীটিনী, সুদীর্ঘ বিশালবক্ষশ্চঞ্চলোর্ম্মি-নদী-মেখলা ও উত্তালসিন্ধু-তরঙ্গ বিধৌত-চরণা-সুরম্যা চট্টলমাতার অঙ্কদেশ অলঙ্কৃত করিয়া বহুকাল যাবৎ এই তীর্থ-ক্ষেত্র অসংখ্য জ্ঞানী, যোগসিদ্ধ মুমুক্ষুঃ মহাত্মজন কর্ত্তৃক চির-নিষেবিত হইয়া ভগবান্ স্বয়ম্ভু বাবার অনন্ত মহিমা বিঘোষিত করিয়া আসিতেছে,—

"যদধ্যাসিত মহদ্ভি শুদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষ্যতে।"

বাস্তবিকই এই তীর্থ বহু কুণ্ড বা স্বভাবপুষ্টতোয় শীতোষ্ণ প্রস্রবণের মধ্যে অন্যতম কুণ্ড নামখ্যাত, সীতাকুণ্ড স্থানটি দাবানল জলপ্রপাতাদি ভীমকান্ত বিবিধ সুদৃশ্য পূর্ণ পর্ব্বতমালা, শস্য-শষ্পশ্যামল দিগন্তাস্তীর্ণ সমতলভূমি কল-প্রবাহিনী, খরবেগাস্রোতস্বতী, সুখস্পর্শ বাড়বানল-প্রদীপ্ত হ্রদাবলী ; বিশেষতঃ চির-বসন্ত-সুলভ, কাকলীকূজন-মনোহর, নানাবর্ণ বিহঙ্গমদলে অহর্নিশ মুখরিত হইয়া মানব-হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমোদ্দীপক নিখিল নৈসর্গিক উপকরণে চির-বিভূষিত ও চির-পরিপূরিত,—"সত্য-শিব-সুন্দরৈর্হি ভগবৎপ্রেম জায়তে।"

আধুনিক সভ্যতায় কতকাংশে পশ্চাৎপদ হইলেও লুপ্তপ্রায় আর্য্য হিন্দু-ধর্ম্মের শেষ গৌরবের নিদর্শনলীলা-নিকেতন বহুল বর্ণাশ্রম-পরিপূর্ণ চট্টগ্রামে অপার্থিব-সুদৃশ্যজাত অতি রমণীয় এই তীর্থধামটি প্রাকৃত ও কৃত্রিমতঃ সর্ব্বতো-ভাবেই ধর্ম্মানুষ্ঠান, ঈশনাম-সংকীর্ত্তন, ভগবদারাধণা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন সন্ধ্যাথ তপোজপোপাসনা এবং সর্ব্বোপরি ঊর্দ্ধাধ শ্চতুর্দ্দিকেই "হর হর ওম্" রবে এমনই চির-প্রতিধ্বনিত থাকে যে ইহার শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক ইতিবৃত্ত (history of its classical & traditional origin) যাহাই হউক না কেন যাত্রি ঃ ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে স্বতই দর্শন মাত্র ইহা কলিযুগে একটি অদ্বিতীয় ভৌম স্বর্গ (বেদোক্ত স্বর্গস্থান * ইলাস্থান = Altae ইলাবৃতবর্ষ বা Elysium) বলিয়া প্রতিভাত করিয়া দেয়,—

"বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে।"

স্বগ্রামবাসী পূজ্য স্বর্গত গ্রন্থকার এই তীর্থরাজের স্বর্গীয় শোভাবলী কবিজনোচিত মনোরম মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বিশদরূপে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তাই আমার নীরস কর্কশ বায়সারাবে তাহার পুনরাবৃত্তি করা কদাপি সমীচীন নহে। আমি কেবল এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-গবেষণার প্রাচুর্য্যযুগেও সব প্রকৃতির বিভিন্নরুচি লোকই গ্রন্থবর্ণিত তীর্থ ধামটী দর্শনে যথেষ্ট পুত্যাত্মা পুলকিতচিত্ত ও ভূমানন্দে উৎফুল্লহৃদয় হইবেন; এই দৃঢ় আশার ও স্থির বিশ্বাসের প্রগাঢ় ঐকান্তিক আশ্বাসবাণীতে তাঁহাদিগকে সপরিজনে অন্ততঃ একবার ইহা অদ্যোপান্ত পাঠ করতঃ নখ-দর্পণ-দৃষ্টবৎ তীর্থবর চন্দ্রনাথের যাবতীয় জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া চরিতার্থ হইতে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি। ইত্যলং বহুবিজল্পিতেন।

কলিকাতা;
১লা আশ্বিন, ১৩১৭। } শ্রীচন্দ্রকুমার দাসস্য।

চন্দ্রনাথ দর্পণ।

প্রথম অঙ্ক।

চন্দ্রশেখর তীর্থের বিবরণ।

দেবী পূরাণ চৈত্র মাহাত্ম্য চণ্ডিকা খণ্ডোক্ত ॥

ঋষয়ঊচুঃ।

কলৌ কুত্র চ বিপ্রেন্দ্র! ভগবান্ বৃষবাহনঃ।
কস্যাং দিশি নি বসতি তদ্বদ জ্ঞানভাস্কর ॥ ১ ॥
অধর্ম্মেনাবৃতং সর্ব্বং কলৌ কলিকলাযুতং।
অতং পৃচ্ছামহে তুভ্যং তত্র গচ্ছামহে দ্বিজাঃ ॥ ২ ॥

একদা ঋষিগণ সূত মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জ্ঞান প্রকাশক! কলিযুগে ভগবান শিব কোথায় বাস করিবেন। যেহেতু কলিকালে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে পাপাচারিগণ বিচরণ করিবে। অতএব যেস্থানে ভগবান শিব বিরাজিত থাকিবেন আমরাও তথায় বাস করিতে ইচ্ছা করি। এইজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ২ ॥

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং পরমং বাক্যং বিস্মৃতং গুরুভাষিতং।
অধুনা মাং পৃণীধ্বং বৈ যূয়ঞ্চাজ্ঞাননাশকাঃ ॥ ৩ ॥

সূত মুনি কহিলেন—আমি গুরুবাক্য ভুলিয়াছিলাম অদ্য আপনারা আমাকে স্মরণ করাইয়া পবিত্র করিলেন ॥ ৩ ॥

বদামি তস্য মাহাত্ম্যমাদৌ সাধুবরাঃ শুভং।
যুষ্মাভিঃ সহ গচ্ছামি যদ্বনে শ্রীগুরুর্ম্মম ॥ ৪ ॥

হে সাধুগণ! আদৌ আমি তাঁহারই মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি। যে বনে আমার গুরুদেব বাস করিতেছেন আমিও তোমাদের সহিত তথায় প্রস্থান করিব ॥ ৪ ॥

দেশপ্রাক্ দক্ষিণেপ্রাস্তি স্বয়ম্ভু লিঙ্গমদ্ভূতং।
পাষাণত্বং স্বয়ং ভূত্বা চন্দ্রশেখরমূর্দ্ধনি ॥ ৫ ॥
বিরুপাক্ষাগ্নি কোণে চ বারুণে বিল্বকোটরে।
সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে বর্ত্ততে পার্ব্বতীপতিম্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গদেশের পূর্ব্ব-দক্ষিণে লবণাম্বু সমুদ্রের উত্তর তীরে বিরুপাক্ষের অগ্নিকোণে চন্দ্রশেখরের শিখরদেশে বারুণ বিল্বকোটরে পাষাণরূপী হইয়া স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

তস্য দক্ষিণতশ্চাস্তি বাড়বাগ্নি র্মনোহরঃ।
উত্তরে লবণাক্ষঞ্চ পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ডকং ॥ ৭ ॥
পূর্ব্বে মন্দাকিনীচাস্তি বেষ্টিতা মধুরাম্বুনা।
তস্য মধ্যে নীলকণ্ঠো বৃষারূঢ়স্ত চিন্ময়ম্ ॥ ৮ ॥

তাহার দক্ষিণে মনোহর বাড়বানল উত্তরে লবণাক্ষ, পশ্চিমে ব্যাসকুণ্ড, পূর্ব্বে মিষ্ট বারি মন্দাকিনী, তন্মধ্যে চিন্ময় বৃষবাহন নীলকণ্ঠ শিব বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

শরচ্চন্দ্রাং শুজালেনপ্রাবৃতং ক্ষেত্রপূণ্যদম্।
যস্যার্দ্ধাচন্দ্রাকারেণ বেষ্টিতং লবণাম্বুনা ॥ ৯ ॥

লবণাম্বু সমুদ্র সেই পূণ্য ক্ষেত্রকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পরিবেষ্টন করিয়া বহিতেছে ॥ ৯ ॥

প্রায়োম্মৃগগণাঃ সর্ব্বে ভাষন্তেজ্ঞানিবৎপরং।
তত্রৈব পক্ষিণঃ সর্ব্বে জ্ঞানিনশ্চোপদেশকাঃ ॥ ১০ ॥

সেই ক্ষেত্রে মৃগগণ জ্ঞানির মত, পক্ষিগণ উপদেশকের মত বিচরণ করিতেছে ॥ ১০ ॥

তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং ন ময়া গদিতুং ক্ষম।
এবং সর্ব্বর্ত্তুষু তত্র সমভাবৈ র্বিরাজতে॥ ১১॥

সেইখানে সকল ঋতুই সমভাব, সেই স্থান আমার বর্ণনাতীত॥ ১১॥

নগমধ্যে নগশ্রেষ্ঠশ্চাহিত্যেনসহ দ্বিজা।
তন্মধ্যে চম্পকারণ্যং কোকিলাদিনিনাদিতম্॥ ১২॥
যত্র চানিলসঙ্ঘৈস্তরাঙ্কিতং মুখরোদিতং।
নানামৃগাদিসংকীর্ণং জ্ঞানিভিস্তৎ বিরাজিতং॥ ১৩॥

পর্ব্বত মধ্যে সেই পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ, তথায় কোকিলের ধ্বনি ও সুবাতাসযুক্ত এবং মৃগাদি পরিপূর্ণ চম্পকারণ্য আছে॥ ১২॥ ১৩॥

আত্যন্তিকং সুদুর্দ্ধর্ষং বাড়বাগ্নিপ্রকাশিতং।
হুতাশনস্বরূপেন ভর্গচক্ষুঃ প্রমোচিনা॥ ১৪॥
ব্যাপ্তমভ্যন্তরং যত্র বাহ্যঞ্চৈব চ জিজ্বিতং।
ব্যাপ্ত্বাস্তে নীলকণ্ঠঞ্চ পরিবারগণার্চ্চিষা॥ ১৫॥
জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপেণ জজ্জ্বালাহর্নিশং স চ।
বালসূর্য্যপ্রতীকাশং সপ্তজিহ্বাং পীনাঙ্গকম্॥ ১৬॥
ভিন্না পাষাণতস্তেন উত্থিতং তস্যমব্য তঃ।
যত্র চপ্লাবিতং তোয়ৈঃ শীতশীকরবারিণা॥ ১৭॥

তাহার দক্ষিণদিকে প্রস্তর ভেদ করিয়া শিব নেত্র জাত সূর্য্য তুল্য সাপ্ত জিহ্বাযুক্ত বাড়বানল জ্যোতির্ম্ময়রূপে পরিবারসহ নীলকণ্ঠকে তুষ্ট করিয়া চারিদিকে দশ দণ্ড পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া দিবানিশি জ্বলিতেছে॥ ১৫॥ ১৬॥ ১৭॥

তস্যাধোদৃশ্যতে গঙ্গা সা চ পাতালবাসিনী।
নাভিগঙ্গাস্তি তত্রৈব কুণ্ডরূপেণতো দ্বিজাঃ॥ ১৮॥

তাহার নিম্নদেশে পাতাল গঙ্গা, এবং সেই স্থানেই কুন্তরূপিণী নাভিগঙ্গা বিরাজমান আছেন॥ ১৮॥

অশোকচম্পকবকৈঃ ঝিণ্টি কাঞ্চনমল্লিকৈঃ।
জাতিযূথিলবঙ্গৈশ্চ মালূ রৈশ্চ বিরাজিতৈঃ॥ ১৯॥

রসালতালহিন্তালৈর্ব্বেষ্টিতং দশদণ্ডকং।
কণ্টকাদিপাদপৈশ্চ রঞ্জকাদিসুপুষ্পিতৈঃ ॥ ২০ ॥
যত্রৈব পাদপাগ্রৈস্তু সপুষ্পৈঃ কীর্য্যতেমধু।
ক্রৌঞ্চখঞ্জন কহ্লারাঃ শিবইত্যক্ষরৈঃ সহ ॥ ২১ ॥
চুকুজুঃ রপমাহ্লাদৈহৃষ্টান্তঃ করণৈঃসদা।
লবণাম্বুধিতোয়ৈস্তু জজ্জ্বাল বাড়বানলঃ ॥ ২২ ॥
যস্য সংসর্গতোজাত স্তীর্থরাজস্বয়ং দ্বিজাঃ।
অদ্যাপি দৃশ তেতত্র তোয়োত্থো বাড়বানলঃ ॥ ২৩ ॥
তত্র স্নাত্বা চ দৃষ্ট্বা চ ন পুনর্ব্বর্ত্ততে ভুবি
তদুপদেশং মে চাদ্য স্মরণং ভবতি ধ্রুবং ॥ ২৪ ॥
গচ্ছাম স্তত্র বিপ্রেন্দ্রাঃ শ্রীগুরোরন্তিকং বয়ম্ ॥ ২৫ ॥

যেস্থানে অশোক, চম্পক, বক, ঝিন্টিকা, কাঞ্চন, মল্লিকা, যাতি, যুতি, লবঙ্গ, মালূর, রশাল, তাল, হিন্তাল, রজক কণ্টকাদি নানা বৃক্ষশ্রেণী দশদণ্ড ব্যাপিয়া ফুলের সহিত মধু ছড়াইতেছে। যেস্থানে ক্রৌঞ্চ, খঞ্জন প্রভৃতি পক্ষীগণ শিবনাম উচ্চারণ করিয়া রব করিতেছে, যেস্থানে লবণাম্বু জলোত্থিত বাড়বানল জ্বলিতেছে যাহার সঙ্গলাভে তীর্থরাজ লবণাম্বু স্বয়ং আসিয়াছেন, যেস্থানে জলোত্থিত বাড়বানল দেখিতেছে এবং যে স্থানে স্নানাদি করিলে পুনঃজন্ম হয় না, হে বিপ্রগণ! আমরা গুরুদেবের নিকটে সেই পবিত্র স্থানে যাই সেই গুরুবাক্য অদ্য আমার স্মৃতিপথে আসিতেছে ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

ঋষয় উচুঃ।

বদ বিপেন্দ্র! তৎসর্ব্বঃ কথং গূঢ়ত্বমাগতঃ।
বিহায় কাশীং কৈলাসং কস্মাৎ শ্রীচন্দ্রভূষণঃ ॥ ২৬ ॥
কলৌ তিষ্টামি ইত্যুক্তং শ্রীচন্দ্রশেখরে নগে।
কথন্তে গুরুস্তত্রৈব চান্তেহন্যৎ সকলং ত্যজন্ ॥ ২৭ ॥

তখন ঋষিরা জিজ্ঞাসিলেন হে বিপ্রেন্দ্র! কাশী কৈলাস প্রভৃতি পুণ্য তীর্থ ত্যাগ করিয়া কেনইবা ভগবান কলিকালে গুপ্তভাবে চন্দ্রশেখরে বাস করিতে

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন? কেনইবা আপনাদের গুরুদেব সকল তীর্থ ত্যাগ করিয়া তথায় আছেন, তাহা আমাদিগকে বলিয়া কৃতার্থ করুণ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

সূতউবাচ।

পুরো দধিসলিলেন ব্যাপ্তং ত্রিভুবনং বরং।
কারুণ সলিলে মগ্নং স ব্রহ্মাণ্ডং চরাচরম্ ॥ ২৮ ॥
দৃষ্ট্বা তথাবিধং সর্ব্বং ভগবান্ ভূত ভাবনঃ;
সসৃজে ব্রহ্মবিষ্ণুশ্চসৃষ্ট্যর্থং ত্র্যম্বকঃ স্বয়ং ॥ ২৯ ॥

সূত মুনি বলিলেন, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাণ্ড যখন জলমগ্ন ছিল, তখন ভগবান ত্র্যম্বক সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণুকে স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

ভূত্বাতৌ তস্য নিকটেঽহঙ্কারেণ বিমোহিতা।
কৃতবন্তৌ স গর্ব্বঞ্চ শ্রেষ্ঠাবিতৌবভূবতুঃ ॥ ৩০ ॥
জল্পন্তৌ তস্য প্রমুখে ততঃসোঽপি ন দৃশ্যতে।
অন্তর্হিত্বা তদা সোপি জ্যোতির্লিঙ্গং তদাভবৎ ॥ ৩১ ॥

তাহার উৎপন্ন হওয়া মাত্রেই অহঙ্কারে মোহিত হইয়া তাহার নিকট নানারূপ বাক্যপ্রয়োগ করিয়া আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন তাহা দেখিয়া ভগবান্ অন্তর্দ্ধান হইয়া জ্যোতির্লিঙ্গ হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

অজ্ঞাতবন্তৌ তং তৌচ উবাচ গগনস্থিতঃ।
যেষু যেষু চ স্থানেষু মল্লিঙ্গং স্থাপিতংময়া ॥ ৩২ ॥
ত্রয়োদশ বিভাগেন কাশ্যাদিষু চ পদ্মজ।
দ্বাদশং কথিতং তুভ্যং লিঙ্গমেকং জুগোপহ ॥ ৩৩ ॥

তাহারা ভগবানকে না দেখিয়া শূন্যপথ আশ্রয় করিলেন। পূর্ব্বে ভগবান শিব ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন আমি কাশী প্রভৃতি যে যে স্থানে যে যে লিঙ্গ ত্রয়োদশ ভাগে ভাগ করিয়া স্থাপন করিয়াছি তন্মধ্যে দ্বাদশ লিঙ্গের কথা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি। কেবল একটী লিঙ্গ গুপ্তভাবে ছিল ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

কলৌ তিষ্টামি তত্রৈব পার্ব্বত্যা নাত্র সংশয়ঃ।
যূয়ংগচ্ছথতত্রৈব গমিষ্যাম্যহং তত্র চ ॥ ৩৪ ॥

গমিষ্যথ ততঃ পশ্চাদমরৈ স্তত্র পদ্মজ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতঃ শম্ভুস্তত্রাগাদুময়া সহ ॥ ৩৫ ॥

আমি কলিকালে পার্ব্বতীর সহিত যাইয়া সেই লিঙ্গে অবস্থান করিব। হে ব্রহ্মন্! তোমরা দেবতাদিগের সহিত তথায় যাও আমিও তথায় যাইব। এই বলিয়া ভগবান অদৃশ্য হইয়া তথায় আসিলেন ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

অদ্যাপি দৃশ্যতে লিঙ্গং হরগৌরীতি সজ্ঞকং।
তৎ ত্রিযুগে চাতিগুহ্যমাসীত্তীর্থঞ্চ চানঘং ॥ ৩৬ ॥
কলৌ প্রকাশরূপেণ লোকানাস্তু হিতায় বৈ।
সকলৌ শ্চামরৈস্তীর্থে বসন্তি তং বৃষাসানং ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বত্রিযুগে সেই পূণ্যতীর্থ গুপ্তছিল, কলিকালে লোক মঙ্গলের জন্য ভগবান শিব অমরদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে তথায় বাস করিতেছেন শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

একদা ব্যাস দেবোঽপি কাশী ক্ষেত্র নিবাসিভিঃ।
তপঃ কর্ত্তুং সমারেভে পারাশর্যঃ পরন্তপ ॥ ৩৮ ॥
মহানন্দনিমগ্নৈস্তৈর্জটামণ্ডলধারিভিঃ।
তপসাধৌতক লুষৈঃ ব্রহ্মবিদ্ভির্ব্বিবেকিভিঃ ॥ ৩৯ ॥

একদা ব্যাসদেব কাশীক্ষেত্রবাসী মহানন্দ মগ্ন জটামণ্ডলধারী মহর্ষিদিগের সহিত কাশীক্ষেত্রে তপস্যা করিতেছিলেন ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

শিবজ্ঞানাৎ পরং জ্যোতিঃ প্লাবিতং জঙ্গমাদিকং।
দৃষ্ট্বাতৈস্তং মহাপ্রাজ্ঞং নারায়ণমিবাপরং ॥ ৪০ ॥
জাতিশীলবিহীনং তং মৎস্য গন্ধাত্মজং শুচিং।
একাসনসমায়াতং একক্ষেত্রনিবাসিনম্ ॥ ৪১ ॥
কুলহীনং কৃশস্তাঞ্চ মুনীনামিব তিলকম্।
ক্রিয়তেচ তদা কোপো ব্যাসায় ক্ষেত্রবাসিভিঃ ॥ ৪২ ॥
ততো ভৃগুপতিস্তস্থ প্রোবাচের্য্যাযুতং বচঃ ॥ ৪৩ ॥

সেই মুনিগণ! অজ্ঞাত কুলশীল দ্বিতীয় নারায়ণ সদৃশ মহাপ্রাজ্ঞ মৎস্যগন্ধা পুত্র ব্যাসদেবকে একাসনে আসীন দেখিয়া কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

ভৃগুরুবাচ।

কস্ত্বং ? কুত ইহায়াতঃ কস্যসূনুঃ ? কুলঞ্চ কিং ?
কস্মিন্নিবসতি ? পূর্ব্ব বদ সত্যং বচশ্চনঃ ॥ ৪৪ ॥

তুমি কোথা হইতে কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ তুমি কাহার পুত্র! তোমার নাম কি ? তুমি কোন বংশজাত ? পূর্ব্বে কোথায় বাস করিতে ? তাহা আমাদের নিকট বল ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

পরাশরসুতোঽহং বৈ মৎস্যগন্ধোদরোদ্ভবঃ।
যুষ্মান্ দ্রষ্টুমাগতোঽহং বিশ্বনাথস্য সেবয়ৈঃ ॥ ৪৫ ॥
যুষ্মাভিস্ত সহবাসং করোমি মুনিপুঙ্গবাঃ।
সাধুভিঃ কৃতকর্ম্মভির্দীয়স্তাং স্থিতি মুত্তমাং ॥ ৪৬ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন আমি মৎস্যগন্ধার গর্ভজাত পরাশর মুনির পুত্র ? আমি বিশ্বেশ্বর দর্শনার্থ ও আপনাদের সেবার্থ এইস্থানে আসিয়াছি, হে মুনি শ্রেষ্ঠগণ! আমি আপনাদের সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করি, আমায় স্থান প্রদান করুন ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

ইত্যেবং বাচ্যমানস্তং বচোভিস্ত সমন্বিতৈঃ।
নিরস্তং ভৃগুনা ব্যাসং কাম ক্রোধবিবর্দ্ধিভিঃ ॥ ৪৭ ॥
মৎস্যগন্ধাসূতস্ত্বং হি শৃণুবাচং কুলোজ্‌ঝিতঃ ॥
শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে অস্য জন্মপ্রকীর্ত্তনম্ ॥ ৪৮ ॥

ভৃগুমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া ক্ষণমাত্রও তথায় অবস্থিতি করিতে দিলেন না ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥

যদা তে জননী ক্বচিৎ যমুনায়াং ক্ষেপেশ্বরী।
মীনজাতা গন্ধযুতা তরণী গৃহীতা সতী ॥ ৪৯ ॥

দৈবাৎ পরাশরস্তত্র চাগত্য যমুনাতটং।
আরুহ্যতরণে তস্যা মুনের্দ্দর্শনতঃক্ষণাৎ ॥ ৫০ ॥
সুমধ্যাসুরসা সাতি বভূবাতিমনোরমা।
সুগন্ধাসৌ যোড়শীয়া রূপলাবণ্য সংযুতা ॥ ৫১ ॥

তোমার জননী যখন নৌকারূঢ়া হইয়া যমুনায় পার করিত, তখন পরাশর মুনি যমুনাতটে আসিয়া পার হইবার জন্য তোমার জননীর নৌকা আরোহণ করিয়া ছিলেন, তাঁহার দেখামাত্রেই তোমার জননী অতি মনোরমা যোড়শ-বর্ষীয়া যুবতীর তুল্য রূপ লাবণ্য সংযুক্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ হইতে মৎস্যগন্ধা দুরীকৃত হইয়া সুগন্ধ বহিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

দৃষ্ট্বাতাং সচ কামান্ধঃ রতিমগ্ন কৃতস্তয়া।
তত্রোস্তবোহসি সঃ প্রাজ্ঞ নকুণ্ডো নচ জারজঃ ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি তাহাকে এরূপ দেখিয়া দর্শনাক্ষম হইয়া তাহার সহিত ক্রীড়ায় মগ্ন হইয়াছিলেন, তাহা হইতে তোমার উৎপত্তি হয়; তুমি কুণ্ডনও, গোলকত্ত নও অর্থাৎ ভর্ত্তার জীবদ্দশায় জারজাত পুত্রকে কুণ্ড বলে ভর্ত্তার পরলোক হইলে জারজাত পুত্রকে গোলক বলে তুমি তাহার কোনটাই নও ॥ ৫২ ॥

সোহস্মাভিস্ত্বং তপঃকর্ত্তুং শক্নোসি ? কথমত্রচ।
গন্তব্যং তব স্বস্থানং ন স্থেয়ং কালমত্র চ ॥ ৫৩ ॥

তুমি সেই মৎস্য গন্ধার পুত্র অতএব এস্থানে কিরূপে আমাদের সহিত তপস্যা করিতে সমর্থ হইবে ? তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। ক্ষণমাত্র ও এই স্থানে থাকিও না ॥ ৫৩ ॥

শ্রুত্বা পরাশরসুতো বচস্তদাত্মনিন্দকং।
বধং শিবায় দাস্যামি চেতসীদং বিভাব্যচ ॥ ৫৪ ॥
অহো শিবাশিবং মে চ বর্ত্ততে শূলধৃক্ পুনঃ।
কথং বিড়ম্বনং মে তে নীলকণ্ঠাজীনাম্বর ॥ ৫৫ ॥
ইতোগচ্ছামি অদ্যৈব পামরাজ্ঞানবঞ্চক।
অমর্ষাবিষ্ট ইত্যুক্ত্বা ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥ ৫৬ ॥

ক্ষেত্রাদ্বহির্যদা গন্তুং মনশ্চক্রে পরন্তপঃ।
তদা বৃষাসনঃ সাক্ষাদভবৎ তস্য পূর্ব্বতঃ ॥ ৫৭ ॥
উবাচ তং জ্ঞানিবরং নীলকণ্ঠো বৃষধ্বজঃ।
মদং শস্তং মুনিবর শৃণুবাচং পরন্তপঃ ॥ ৫৮ ॥

ব্যাসদেব ঋষিমুখে এই প্রকার আত্মনিন্দা শুনিয়া মহাদেবকে আপন বধভাগী বিবেচনা করিয়া বলিলেন; রে পামর জ্ঞান বঞ্চক শিব; তুই কেন বার বার আমাকে বিড়ম্বনা করিয়া অনিষ্ট করিতেছিস? আমি অদ্যই এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি। এই বলিয়া যখন তিনি ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইবার বাসনা করিলেন, তখন ভগবান বৃষধ্বজ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, হে তপোধন! তুমি আমার অংশ সম্ভূত, ইহাতে সন্দেহ করিও না ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

ক্ষেত্রং মেঽস্তীহ গুহ্যং তদ্দেবানামপি দুর্লভং।
মহারম্যং মহাগুহ্যং শ্রীচন্দ্রশেখরো মুনে ॥ ৫৯ ॥
দেবাভিলষিতং ক্ষেত্রং ক্ষমাগ্নিকোণেঽস্তি তত্ত্ববিৎ।
সদাকলৌ চ স্থাস্যামি উময়া চন্দ্রশেখরে ॥ ৬০ ॥

হে মুনিবর পৃথিবীর অগ্নি কোণে পরম সুন্দর অতি গোপনীয় শ্রীচন্দ্রশেখর তীর্থ বর্ত্তমান আছে, আমি কলিকালে উমার সহিত সেই চন্দ্রশেখরে চট্টলে বাস করিব ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

সর্ব্বক্ষেত্রাধিকং বিদ্ধি শ্রীচন্দ্রশেখরং মুনে।
সর্ব্বতো দ্রুমশাখাভিশ্ছাদিতং বারিতাতপং ॥ ৬১ ।
বনপ্রিয়াদিভিস্তত্র কূজিতং মধুরৈঃ স্বরৈঃ।
জ্ঞানিভিস্ত মদৃষ্টৈশ্চ স্থীয়তে গহনান্তরে ॥ ৬২ ॥
যত্র ব্রহ্মাদিভিস্তত্র স্নানং চক্রে অহর্নিশং।
ঋষয়শ্চ সগন্ধর্ব্বা যক্ষাশ্চ ভৈরবাস্তথা ॥ ৬৩ ॥
সিদ্ধামহর্ষয়ো যত্র নিত্যমাসত আশ্রমে।
ষড়্ঋতুফলপুষ্পাদ্যৈঃ পাদপাঃ সন্তিতদ্বনে ॥ ৬৪ ॥

অপ্রকাশঞ্চা তি গুহ্যং বনং সর্ব্বর্ত্তু শোভনং।
অন্যং নগবিশিষ্ঠং যৎপ্রত্যাসন্নার্দ্ধচন্দ্রবৎ॥ ৬৫॥
তস্যদক্ষিণতঃ সিন্ধুস্তীর্থরাজঃ পরন্তপ।
যস্য সংসর্গমায়াতিগঙ্গা ভাগীরথীদ্বিজ॥ ৬৬॥
যথা হিমাদ্রির্মে শ্লাঘ্যঃ তথা শ্রীচন্দ্রশেখরঃ।
শ্রীচন্দ্রশেখরে দেবৈঃ সদা স্থাস্যামি হে মুনে॥ ৬৭॥

হে মুনে! তুমি সেই চন্দ্রশেখর সকল তীর্থ হইতে অধিক জানিও। কলি-কালে সেই পরম রমণীয় ক্ষেত্র আমার প্রিয় বাসস্থান, সেস্থানে তত্ত্বদর্শী পরম জ্ঞানী, ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মাদি দেবগণ মুনিসিদ্ধ গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ ভৈরবগণের সহিত অহোরাত্র তপস্যা করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছেন। তাহার দক্ষিণে তীর্থরাজ লবণাক্ত সমুদ্রের সঙ্গলাভ করিতে ভাগীরথী গঙ্গা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। সেই চন্দ্রশেখর আবার হিমালয়ের মত আমার আনন্দদায়ক। হে মুনে আমি তথায় অমরদিগের সহিত সর্ব্বদা বাস করিব॥ ৬১॥ ৬২॥ ৬৩॥ ৬৪॥ ৬৫॥ ৬৬॥ ৬৭॥

কৃত্বোপদেশন্তস্মৈ চ স বভূব পরন্তপঃ।
শুদ্ধস্ফটীককুন্দেন্দুপ্রতিমঃ কুণ্ডলোজ্জ্বলঃ॥ ৬৮॥
জটাভির্ব্বেষ্টিতশিরাঃ ফণিভিশ্চবিরাজিতঃ।
শবাবতং সশ্চার্দ্ধেন্দু লসিতঃসুমনোহরা॥ ৬৯॥
ভুজঙ্গে নোরসি যস্য রাজিতং পরমাদ্ভুতং।
চতুর্ভুজো মহারম্যো মুখপদ্মবিরাজিতঃ॥ ৭০॥
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানো ডমরু শূলধুক তথা।
বিশাল ব্রহ্মসূত্রঞ্চ ধারয়ঞ্চ ত্রিপুণ্ড্রকং॥ ৭১॥
সদা ভস্মোপবীতাভ্যাং শোভতে শরদিন্দুবৎ।
বৃষঃ সর্ব্বগুণোপেতঃ বাহনস্তু শিবস্য তু॥ ৭২॥
পাদয়োর্নূপুরাভ্যাস্তু রাজতে কিঙ্কিণীস্বরৈঃ।
ভৈরবানাং স্বনৈশ্চৈব পশুপক্ষিনিনাদিতৈঃ॥ ৭৩॥

তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া ভগবান হরদিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার দেহের আভা বিশুদ্ধ, স্ফটিক, কুন্দ ও ইন্দুর ন্যায় শুভ্র এবং কুণ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ হইল। মস্তকে ফণিমণ্ডল বেষ্টিত জটাজাল, কর্ণে শবাভরণ, ললাটদেশে সুমনোহর চন্দ্রকলা, বক্ষস্থলে অদ্ভুত ভুজঙ্গদল শোভা পাইতে লাগিল। তিনি চতুর্ভূজ ধারণ করিলেন ও তাঁহার মুখমণ্ডল কমলের ন্যায় শোভামান হইল, তাঁহার কটীতটে পরিধেয় দীপিচর্ম্ম, হস্তে ডমরু ও সুদীর্ঘ ত্রিশূল, স্কন্দে বিশাল জজ্ঞোপবীত ও ললাটে ত্রিপুণ্ডক রেখা বিরাজিত হইল এবং তিনি সর্ব্বদা ভস্ম ও জজ্ঞোপবীতের দ্বারা সুশোভিত থাকায় তাঁহাকে শরদকালীয় শশীমণ্ডলের ন্যায় দেখা গেল। আর তাঁহার সকল গুণ মুক্তবাহন বৃষভ রাজের পদদ্বয়ে ভৈরব-পশু পক্ষী নিঃস্বল সম্মিলিত এবং কিঙ্কিণী বর মিশ্রিত শব্দাবমান নূপুর বিরাজ করিতেছিল॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥

এতৈঃ রূপবিশিষ্টৈস্তু ভগবানুময়া সহ।
বসামি তত্র ইত্যুক্তং ব্যাসায় মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৭৪ ॥
তত্র গচ্ছ মুনিশ্রেষ্ঠ! মল্লিঙ্গাগ্রে পরন্তপ।
সর্ব্বাভীষ্টং প্রাপস্য সি চেৎ সত্যং সিদ্ধিনসংশয়ঃ ॥ ৭৫ ॥

তিনি এইরূপ শোভা সম্পন্ন হইয়া ব্যাসদেবকে বলিলেন, হে মুনিবর! আমি এইরূপে তথায় উমার সহিত বাস করিব; তুমি সেইস্থানে আমার লিঙ্গ সমীপে গমন কর, তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই জানিও॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥

মৎক্ষেত্রং শিবদং স্বস্থমন্তেচ মোক্ষদায়কং।
অন্নপূর্ণা নিবসতি সদান্নরূপধারিণী ॥ ৭৬ ॥
এবম্ভূতং সিদ্ধপীঠে বসন্তং পার্ব্বতীপতিং ॥ ৭৭ ॥
ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে শম্ভুর্মুনয়ে জ্ঞানশালিনে ॥ ৭৮ ॥

সেই মঙ্গলকর মদীয় ক্ষেত্র অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, পবিত্র ও মোক্ষপ্রদ। সেই স্থানে অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা বাস করিতেছেন। ঈদৃশ সিদ্ধপীঠে আমি পার্ব্বতীর সহিত বাস করিব, বলিয়া ভগবান অদৃশ্য হইলেন॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥

ততঃ সত্যবতীসূনু শ্রুত্বাবাক্যং হরস্যতু।
যযৌ শ্রীচন্দ্রশেখরং শ্রীশৈলং নারদো যথা ॥ ৭৯ ॥

তদনন্তর সত্যবতী পুত্র ব্যাস শিব বাক্য শুনিয়া নারদ মুনি যেরূপ শ্রীশৈল পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন তিনি ও সেইরূপ চন্দ্রশেখরে প্রস্থান করিলেন ॥ ৭৯ ॥

গত্বা তপঃসমারেভে সদা চ ধ্যানমানসঃ।
হিমজালাবৃতঃ কশ্চিদ্ধুতাশনসমীপতঃ ॥ ৮০ ॥
নিরাহারঃকদাশেষে তদ্ভাবভাবনাগতঃ।
প্রাণায়ামগতঃ কশ্চিৎ পঞ্চাক্ষরমনুং জপন্ ॥ ৮১ ॥

ব্যাসদেব, তথায় আসিয়া ধ্যানাশক্ত; কখন বা হিমজালাবৃত, কখন বা কখন বা হুতাশন সমীপস্থ হইয়া, কদাপি বা নিরাহারে শয়ন করিয়া, কখন বা প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ পুরঃসর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥

দৃষ্ট্বা তপরতন্তঞ্চ স্বয়ম্ভুর্হর্ষমাগতঃ।
ভুত্বাপ্রত্যক্ষমভবৎ বরং গৃহ্ণ পরন্তপ ॥ ৮২ ॥

ভগবান তাঁহাকে তপোমন্ত্র দেখিয়া সাক্ষাৎ হইয়া বলিলেন, তুমি বর গ্রহণ কর ॥ ৮২ ॥

তং শ্রুত্বা ভগবান্ ব্যাসঃ কৃতাঞ্জলিপুটোঽব্রবীৎ ॥ ৮৩ ॥
গর্হিতো হং যদা দেব! মুনিভিঃ কাশীবাসিভিঃ।
তবোপদেশাদ্গন্তব্যমত্রৈকেন ময়া বিভো ॥ ৮৪ ॥

তখন ব্যাসদেব তাহা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন কাশীবাসী আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন তখন ভবদুপদেশাধিন হইয়া আমি একাকীই এই বনে আসিয়াছি ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥

কৃতং যথোপদেশো মে কাশীস্থেন মহাত্মনা।
তথা ভবাত্র গিরিশো দেহি চৈবং বরং সুহৃৎ ॥ ৮৫ ॥

হে গিরিশা! আপনি পূর্ব্বে কাশীতে আমাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন এই স্থানে আপনি সেইরূপ অবস্থান করুন, এ বরই আমাকে দিন ॥ ৮৫ ॥

সমস্ত তীর্থৈস্ত্বঞ্চাত্র তীর্থাধিষ্ঠিত বিগ্রহঃ।
তিষ্ঠ সিন্ধুসমীপে চ শ্রী চন্দ্রশেখরে মুনে! ॥ ৮৬ ॥

গয়াদিনীহতীর্থানি যানি সন্তীহ ভূতলে।
তান্যত্র স্থাপয়িত্বা তু ত্রৈলোক্যতারণং কুরু ॥ ৮৭ ॥
সিদ্ধির্ভবতু তেহভীষ্টমিত্যুক্তাস্তে কৃপানিধিঃ।
সুতসা পশ্যতঃ সম্ভূস্ত্রিশূলেন বিখল্যতে ॥ ৮৮ ॥

ভগবান কহিলেন পৃথিবীতে গয়াদি যে সকল তীর্থ বর্ত্তমান আছে, সে সকলকে এই সিন্ধু সমীপে চন্দ্রশেখরে পর্ব্বতে করিয়া সেই সমুদায় তীর্থের সহিত তুমি তীর্থাধিষ্ঠিত বিগ্রহ হইয়া ত্রিলোক পরিত্রাণ কর। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া ভগবান তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে ত্রিশূল নিংক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥

সোহপি কুণ্ডাকৃতিভূত্বা বারিপূর্ণং বভূবহ।
তস্যান্তরেহগ্নিনা দীপ্তিঃ ক্রিয়তে ধূমবেষ্টিত ॥ ৮৯ ॥

সেই ভূমিখণ্ড কুণ্ডরূপে পরিণত হইয়া জলপূর্ণ হইলে তন্মধ্যে ধূমাবৃত শিখা উঠিতে লাগিল ॥ ৮৯ ॥

দৃষ্ট্বানন্দ গতঃ ব্যাসস্তস্য পশ্চিমতঃ স্বয়ং।
পরং ধ্যান গতশ্চান্তে ধৃত্বা পাষাণবিগ্রহঃ ॥ ৯০ ॥

ব্যাসদেব সন্তুষ্ট হইয়া কুণ্ডের পশ্চিমাংশে পাষাণ দেহ ধারণ করতঃ ধ্যানে মগ্ন হইয়া আছেন ॥ ৯০ ॥

দ্বিভুজমুপবীতঞ্চ জটামণ্ডলধারিণং।
চর্ম্মাম্বরপরিধানং কবিন্দ্রৈঃ সেবিতং স্বয়ং ॥ ৯১ ॥

অদ্যাপি কবীন্দ্র সেবিত অজিনাম্বর সৌন্দর্য্য দ্বিভূজোপবীত জটামণ্ডলধারী ব্যাসদেবকে কুণ্ডের পশ্চিমাংশে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৯১ ॥

যস্য ভাষাখিলমিদং বেদমার্গস্থিতং জগৎ।
বেদাগমো মহাসিন্ধুং নির্ম্মথ্যং জ্ঞানদণ্ডকৈঃ ॥ ৯২ ॥

যে ব্যাসদেবের বাক্যেতে চতুর্ব্বেদ আগমাদি গ্রন্থস্থিত রহিয়াছে; এই সংসার সমুদ্রে জ্ঞানরূপ দণ্ড দ্বারায় সেই ব্যাস সমুদয় শাস্ত্র নির্ম্মাণ স্থান করিয়াছেন ॥ ৯২ ॥

পুনাতু সতু ত্রৈলোক্যং ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রকাশকঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে ব্যাসং কুণ্ডপশ্চিমতো দিশি ॥ ৯৩ ॥
চতুর্ভুজাং শরূপেণ পবিত্রঞ্চ ভূমণ্ডলং।
দুর্ল ভং ত্রিষু লোকেষু স্বয়ম্ভু লিঙ্গমদ্ভুতম্ ॥ ৯৪ ॥
মালূরবেষ্টিতং তঞ্চ লোকমেব বিধায়কং।
ত্রিপুরা ভৈরবী শ্যামা তথা কাত্যায়ীনতি চ ॥
চতুর্ভুজা মহাকালী চাস্তে তস্য সমন্ততঃ।
একোনকোটিলিঙ্গস্তু যদ্বনে ভগবানভূৎ ॥ ৯৬ ॥
পাষাণকোটরান্তস্থ ঞ্চাতিশূক্ষ্মং বরপ্রদং।
মৎস্যঃ কূর্ম্মোবরাহশ্চ নরসিংহাদি বিগ্রহাঃ ॥ ৯৭ ॥
সন্তি তত্র মহাপ্রাজ্ঞা শ্রীচন্দ্রশেখরে দ্বিজ ॥ ৯৮ ॥

সেই কুণ্ডের পশ্চিমাংশে ধর্ম্মধর্ম্ম প্রকাশক বেদব্যাস চারিদিকে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে যে চতুর্ভুজাংশরূপে অবতীর্ণা হইয়া ভূমণ্ডল পবিত্র করিতেছেন। কোন-স্থানে চতুর্ভুজাংশরূপে মহাকালী, কোনস্থানে বা শ্রীবৃক্ষ বেষ্টিত নরামরত্ব বিধায়ক ত্রিলোক দুর্লভ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, কোথাও ত্রিপুরা ভৈরবী কোথাও বা কাত্যায়নী শক্তি, কোনস্থানে বা এ কোণ কোটী শিবলিঙ্গ কোন স্থানে পাষাণ কোটরস্থ মৎস্য, কুর্ম্ম বরাহ নরসিংহাদি দশাবতার বিরাজ করিতেছেন ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥ ৯৭ ॥ ৯৮ ॥

রামচন্দ্রঃ স্বয়ং যত্র সীতায়া সহ লক্ষ্মণং।
দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভূং সোহপি সংলেভে সর্ব্বমনোরথং।
যত্র চট্টেশ্বরী দেবী চান্ন পূর্ণা বভূবহ ॥ ৯৯ ॥
দুষ্টানাং প্রাণনাশায় সাধূনাং রক্ষণায় চ।
লিঙ্গরূপং সমাস্থায় শ্রীচন্দ্রশেখরে বসন্ ॥ ১০০ ॥
বিরূপাক্ষে কদাদেবো বভান্যাচ ভূতেশ্বরঃ।
কদাচ চম্পকারণ্যে কদাচ বাড়বানলে ॥ ১০১ ॥
কদা মন্দাকিনীগতঃ সচদেবস্মরান্তকঃ।
বভ্রাম কাননে রম্যে লবণাম্বুসমীপতঃ ॥ ১০২ ॥

হে দ্বিজগণ! সেইস্থানে রামচন্দ্র এবং সীতা স্বয়ম্ভুলিঙ্গ দর্শন করিয়া সকল অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। সেইস্থানে চট্টেশ্বরী অন্নপূর্ণারূপে সাধুদিগের রক্ষার্থ ও দুষ্টগণের বিনাশের নিমিত্ত কখন বিরূপাক্ষে কখন চম্পকারণ্যে কখন বা বাড়বানলে কদাচিৎ মন্দাকিনীতে কোন সময় বা লবণাম্বু সমীপবর্ত্তী রম্য কাননে ভগবান ভূতেশ্বর সারান্তকারী লিঙ্গরূপী শিব পার্ব্বতীর সহিত বিহার করিতেছেন॥ ৯৯॥ ১০০॥ ১০১॥ ১০২॥

ভূচরাঃ খেচরাঃ সিদ্ধা মানবা দান বাদয়ঃ।
নিত্যমাসন্তু যত্রৈবতস্যদর্শন কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১০৩॥
মহাসিদ্ধমিবহরো যত্রাসীদুময়া সহ।
আদিদেবো মহাদেবো গণেশজনকঃ শিব॥ ১০৪॥

মহাসিদ্ধ শ্বেতবর্ণ বামদেব শিব যেস্থানে উমার সহিত বর্ত্তমান থাকিতেন তথায় দর্শনার্থী হইয়া ভূচর, খেচর, সিদ্ধ, মানব দানবাদি আসিয়া থাকিতেন॥ ১০৩॥ ১০৪॥

ফল্গু বল্গু পরাং প্রাপ্য যশ্চ পিণ্ডং প্রদাপয়েৎ।
কিং বদামি ফলং তস্য পিণ্ডদানস্য ভোদ্বিজা॥ ১০৫॥

হে দ্বিজগণ! যে সেই চন্দ্রশেখর পর্ব্বতস্থ ফল্গুতীর্থে পিণ্ডদান করে, তাহার ফল আমি কি বলিব॥ ১০৫॥

যদি কদাচিৎ পুরুষঃ পুণ্যবান্ স্বকুলোদ্ভবঃ।
গত্বা চ ম্রিয়তে তত্র সগচ্ছেচ্ছিবসন্নিধিং॥ ১০৬॥

যদি কোন পুণ্যবান্ পুরুষ তথায় গমন করিয়া পঞ্চত্ব পায় সে শিবলোক প্রাপ্ত হয় এমন কি দেহ ও অস্থি ফেলাইলেও তাহার মুক্তি হয়॥ ১০৬॥

শ্রীচন্দ্রশেখরে রম্যে লোকামর বিধায়িনে।
মানবাঃ পতগা ব্যাঘ্রা মৃগাশ্চ শশকাদয়ঃ॥ ১০৭॥
অথাত্মনা স্বয়ং ভূত্বা তেষাং মোক্ষায় কল্পতে।
শিবো জীবগতঃ সাক্ষাৎ যদ্বনে মোক্ষদায়কঃ॥ ১০৮॥

শালগ্রামগতঃ কশ্চিৎ মন্দাকিন্যান্তু ভাসিত।
ভুজঙ্গাঃ সন্তিযত্রৈব শিব মুৰ্দ্ধি প্রবাসিনঃ ॥ ১০৯ ॥
ভৈরবা যত্র গচ্ছন্তি ভৈরবং শাভূতাদয়ঃ।
স্বর্গঙ্গাপ্লাবিতং যস্য জটামণ্ডলবেষ্টিতা ॥ ১১০ ॥
কদাপ্রাণং বিমুঞ্চামি শ্রীচন্দ্রশেখরে গিরৌ।
ইত্যেবং ত্রিষু লোকেষু গীয়তে প্রাণধারিভিঃ ॥ ১১১ ॥

সেই চন্দ্রশেখরে মানব, পতঙ্গ, ব্যাঘ্র, মৃগ, শশক, প্রভৃতি জীবগণের যদি মৃত্যু হয় তাহাদেরও মোক্ষ হইয়া থাকে। যে তীর্থে শিবের সাক্ষাৎ সৰ্ব্ব জীবগণ কোন সময়ে মন্দাকিনীতে ভাসমান থাকে, যেস্থানে হরশীর্ষ নিবাসী সর্পগণ আছে, যেক্ষেত্রে ভৈরবগণ এবং তাঁহার শরীর সম্ভূত দেবগণ বিরাজ করিতেছেন, যেস্থানে শিব জটাবৃত স্বর্গঙ্গা কর্তৃক প্লাবিত হয় সেই চন্দ্রশেখর কখন পঞ্চত্ব লাভ করিব এই বলিয়া ত্রিলোকবাসী প্রাণিরা গান করিয়া থাকেন ॥ ১০৭ ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥ ১১০ ॥ ১১১ ॥

যত্রকাশীং প্রায়গঞ্চ ভুবনেশং সরিৎপতিং।
গঙ্গাঞ্চ নৈমিষারণ্যং চৈকত্র দর্শনম্ভবেৎ ॥ ১১২ ॥
সূক্ষ্মং পবিত্রপুরুষং লিঙ্গরূপেণ রাজতে ॥ ১১৩ ॥

যে তীর্থে কাশী, প্রয়াগ, ভুবনেশ্বর, সমুদ্র, গঙ্গা এবং নৈমিষারণ্য একত্র বৰ্ত্তমান আছে, সেই তীর্থে সদানন্দ স্বভপ্রদ অতি সূক্ষ্ম পরম পবিত্র ভগবান লিঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১১২ ॥ ১১৩ ॥

সৰ্ব্বমূর্ত্তিঃ ক্ষিতিপতে পৃথিবী পরিপালিতে।
ভবমূর্ত্তিশ্চ পাতালে বহ্নিরূপী চ বাড়বে ॥ ১১৪ ॥
উগ্রমূর্ত্তির্জীবগতো নীলরূপেণ ভাসতে।
ভীমমূর্ত্তিশ্চ ব্যোম্নি তু যজমানোহর্চ্চনে জনে ॥ ১১৫ ॥
মহাদেব চন্দ্রমূর্ত্তি সুধারূপেণ কাশতে।
ঈশানমূর্ত্তি সূর্য্যোসৌ জ্যোতিরূপেণরাজতে ॥ ১১৬ ॥

তাঁহার সকল মূৰ্ত্তি পৃথিবীতে, ভীমমূর্ত্তি পাতালে, রুদ্রমূর্ত্তি অগ্নিরূপে বাড়বে উগ্রমূর্ত্তি সর্ব্বজীবগত হইয়া নীলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আকাশে ভীমমূর্ত্তি

অর্চ্চনাতে যজমান মূর্ত্তি অমৃতে সোমমূর্ত্তি এবং ঈশান মূর্ত্তি জ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১১৪ ॥ ১১৫ ॥ ১১৬ ॥

এতা মূর্ত্তির্ভর্গশম্ভোঃ প্রকাশ জনকো মহান
ক্ষিত্যপ্তেজাদিরূপেণ চন্দ্রশেখর মূর্দ্ধনি ॥ ১১৭ ॥

এই অষ্ট মূর্ত্তি অনুগ্রহেই অনাদি চিন্ময় পরম পুরুষ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত ব্যাপি ভগবান যোগী হৃদয় চিন্তিত হইয়া, মহাবাড়বানল সমীপে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১১৭ ॥

লবণাক্ষোর্দ্ধদেশে তু স্বর্গঙ্গা শ্রবণং গতা ॥ ১১৮ ॥
তস্যোর্দ্ধেচ ব্যোমকেশঃ পার্ব্বত্যাশক্তমানসঃ।
প্রত্যক্ষমাস্তে স্থানস্তু মানবে দর্শনেস্থিতঃ ॥ ১১৯ ॥

লবণাক্ষের উর্দ্ধদেশে প্রস্রবণ লতা স্বর্গঙ্গা তাহার উর্দ্ধদেশে ভগবান মানবা-দৃশ্য হইয়া পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়াশক্ত আছেন ॥ ১১৮ ॥ ১১৯ ॥

তস্য দক্ষিণতঃ শ্যামাং পাষাণরূপিণীং গতাং।
চতুর্ভুজাং মুক্তকেশীং লোলজিহ্বারুণাধরাং ॥ ১২০ ॥
শবাসনাং শূলভৃতাং খট্বাঙ্গাসিভৃতাং পরাং।
শবমুরণ্ডকাং ভীমাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং ॥ ১২১ ॥
চন্দ্রার্দ্ধশোভিতাং তাস্তু পীনোন্নতপয়োধরাং।
চম্পকারণ্যমধ্যস্থাং জটামণ্ডলধারিণীং ॥ ১২২ ॥
ব্রহ্মাদ্যাস্তাং নিশায়াং বৈ অর্চ্চয়ন্তি ক্রমাদ্বিজা ॥ ১২৩ ॥

তাহার দক্ষিণাংশে চম্পকারণ্য মধ্যস্থা পাষাণরূপিণী লোলজিহ্বা মুক্তকেশী চতুর্ভূজা শূল, খট্বাঙ্গ অসি নরমুণ্ড হস্তা মুণ্ডমালিনী অর্দ্ধচন্দ্র শোভিতা পীনোন্নত-পয়োধরা জটামণ্ডলা ধারিণী শবারূঢ়া শ্যামাকে ব্রহ্মাদি দেবগণ নিশীথ সময়ে পরমানন্দে অর্চ্চনা করিতেছেন ॥ ১২০ ॥ ১২১ ॥ ১২২ ॥ ১২৩ ॥

যদি তাং মানবঃ পশ্যেৎ কদাচিচ্ছিবমানসঃ।
দর্শনাৎ কিং নসিদ্ধেত সাক্ষাচ্ছিবসমো ভবেৎ ॥ ১২৪ ॥

হে দ্বিজগণ! যদি কোন শুদ্ধচিত্ত মানব কখন তাঁহার দর্শন পায় তাঁহার দর্শনে কিনা সিদ্ধ হয়? সে সাক্ষাৎ শিবত্ব লাভ করে॥ ১২৪॥

ইতি জীবগতঃ শুদ্ধস্ফটিকাভঃ সমন্ততঃ।
চরন্তি বনমধ্যে চ সিদ্ধগন্ধর্ববকিন্নরাঃ॥ ১২৫॥
কলুষতরণহেতুর্নিন্দকানঞ্চ কেতুঃ।
পরমপূরণহেতুঃ শোভতে লিঙ্গরাজঃ॥ ১২৬॥

এই প্রকারে সর্ব্ববেষ্টিত শুদ্ধ স্ফটিক সন্নিভ কলুষত্রাতা নিন্দক বিনাশক সর্গাদিশক্তি হেতু ভগবান্ লিঙ্গরাজ সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরগণের সহিত সেই পর্ব্বতে বিরাজ করিতেছেন॥ ১২৫॥ ১২৬॥

ইতি দেবীপুরাণে চৈত্রমাহাত্ম্যে স্বয়ম্ভূরহস্যকথনে
চণ্ডিকাখণ্ডোক্ত সপ্তোদশোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

সূত উবাচ।

শ্রীচন্দ্রশেখরে দেবশ্চাস্তে পাষাণবিগ্রহঃ।
তস্য দক্ষিণতশ্চাপি সিদ্ধা মুনিগণাঃ দ্বিজা॥ ১॥
দেবলোকাশ্চ গায়ন্তি সর্ব্বে শিবসমাঃ শুভাঃ।
কঠোরতপসামগ্নাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ২॥

সূত মুনি বলিলেন, হে ঋষিগণ! চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে ভগবান পাষাণরূপী হইয়া বর্ত্তমান আছেন। তাহার দক্ষিণাংশে শিবতুল্য শত সহস্র মুনিগণ লোকান্তর হইয়া কঠোর তপস্যা নিমগ্ন আছেন॥ ১॥ ২॥

পুণ্যবান্মানবঃ কশ্চিৎ কুলকাশঃ কুলাবকঃ।
তেঽস্তেযদি দর্শনংস্যাৎ তদাচ খেচরো ভবেৎ॥ ৩॥

তস্য প্রাচ্যাং কৃত্তিবাসঃ শিবলিঙ্গঃ শুভপ্রদঃ।
নিত্যং তং পূজয়ন্তি তে মুনয়ঃ পরমপাবিতাঃ ॥ ৪ ॥

যদ্যপি কুল প্রকাশক কুল রক্ষক মানব তাঁহাদের দর্শনলাভ করেন, তবে সে তৎক্ষণাৎ অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁহার পূর্ব্বাংশে সুভদ কৃত্তিবাস শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। পরম পবিত্র মুনিগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা পূজা করেন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

তস্য দক্ষিণতঃ পশ্যেৎ কালেশং লিঙ্গমদ্ভূতং।
তস্যাপশ্চিম তশ্চন্তে কালঃ কাল গতঃ শুভঃ ॥ ৫ ॥
তৎপুরীং পরমাং দিব্যাং পাষাণাট্টালশালিনীং।
তত্র পাষাণতশ্চাগ্নি র্জ্জজ্জ্বাল বাড়বানলঃ ॥ ৬ ॥

তাঁহার দক্ষিণে পরমাশ্চার্য্য কালেশলিঙ্গ, তাহার পশ্চিমে শুভপ্রদ কাল। তাঁহার পুরী অত্যন্ত সুন্দর এবং পাষাণ নির্ম্মিত; সেই পাষাণ থেকে, বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

তত্রৈককুণ্ডে জুহ্বন্তো হবীং সিদ্ধানবাদয়ঃ।
সিদ্ধামহর্ষয়ো দেবা ভৈরবা ভূতজাতয়ঃ ॥ ৭ ॥
স্নানং কুর্ব্বন্তি তত্রৈব তর্পয়ন্তি তু দেবতান্।
মানবাদর্শনং স্থানং দর্শনান্মোক্ষদায়কং ॥ ৮ ॥

সেই স্থানে এক কুণ্ডে দেবগণ আহুতি দান করেন, অতএব সিদ্ধ মহর্ষি ভৈরব ভূতগণ এই কুণ্ডে স্নান করিয়া পিতৃ দেবতা সমুদয়কে তর্পণ দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন। সেইস্থান মানবগণের অদৃশ্য, যদ্যপি কেহ নয়নগোচর করে, শীঘ্র মুক্তি লাভ করে ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

কুণ্ডানি তত্র বৈ সন্তি নানাবর্ণকৃতানি চ।
তস্য সমন্তাৎ দৃশ্যন্তে লিঙ্গানি বিবিধানি চ ॥ ৯ ॥
সুবর্ণ বর্ণাঃ শোভন্তে কেচিদ্রজতভা দ্বিজা।
সুবর্ণ বর্ণমমলঞ্চাগ্নিরূপং মনোরমং ॥ ১০ ॥

সেই স্থানে নানাপ্রকার কৃত বিশিষ্ট অনেক কুণ্ড আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে

নানাবর্ণ অনেক শিবলিঙ্গ দেখা যায়, কোনটী সুবর্ণবর্ণ, কোনটী রজতনিভ, কোনটী বা সুন্দর অগ্নিবর্ণ॥ ৯॥ ১০॥

প্রত্যক্ষমাস্তে তত্রৈব জটাপিঙ্গলধারিণং।
সপ্তজিহ্বাং সাক্ষসূত্রং শক্তিমন্ত্রং বিভূষিতং॥ ১১॥
পীণাঙ্গ পিঙ্গলাক্ষঞ্চ চতুর্ভুজমসিকরং।
তুঙ্গভঙ্গললিতাঙ্গং জ্যোতিষা শোভতে পরং॥ ১২॥
অজস্থং দেবসাকারং দৃশ্যতেঙ্গানিভির্মুদা।
বালসূর্য্যপ্রতিকাশং স্বয়ম্ভূ রক্ষিজং পরং॥ ১৩॥

সেই স্থানে জটাপিঙ্গলধারী বালসূর্য্য তুল্য সপ্তজিহ্বা অজারূঢ় কুবলয়াকার অগ্নি জ্যোতিরূপে প্রত্যক্ষীভূত রহিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠে অক্ষসূত্র হস্ত চতুষ্টয়ে অসি শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র; দেহস্থূল, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ; জ্ঞানিগণ তাঁহাকে পরমানন্দে দর্শণ করিতেছেন॥ ১১॥ ১২॥ ১৩॥

মানবানাং কর্ম্মফলং ভোগস্তত্রনবিদ্যতে।
দেবাভিলষিতং ক্ষেত্রং আশ্চর্য্যঞ্চ মনোহরং॥ ১৪॥
নানাতরুসমূহেন সমন্তাদাবৃতস্তু তৎ।
বাড়বস্য তু পূর্ব্বশ্যাং জ্বালামুখী পরাৎ পরা॥ ১৫॥

সেই স্থানে মানব সমূহ কর্ম্মজ জন্য ফলভোগ করে না, সেই দেবাভিলষিত ক্ষেত্র জলোত্থিত অগ্নিদ্বারা পরমাশ্চর্য্য দৃশ্য এবং নানাপ্রকার পাদপশ্রেণী দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত॥ ১৪॥ ১৫॥

আদি শক্তিঃ সুপ্রসন্না ভুজাষ্টপরিশোভিতা।
সিংহস্থা শুভদা শুভ্রা নীলকণ্ঠপ্রিয়া সতী॥ ১৬॥
তস্য দক্ষিণতশ্চাস্তে লিঙ্গানি কতিচিদ্বিজাঃ॥
ব্রহ্মেশমিন্দ্র লিঙ্গঞ্চ ভৈরবং ক্ষৈত্ররক্ষকং॥ ১৭॥
রুরুনামং ভৈরবোঽপি খট্বাঙ্গশূলভৃৎ দ্বিজা॥
তুঙ্গবক্ষপিঙ্গলাক্ষ পীনজানু পয়োধরং॥ ১৮॥
আরক্তবর্ণমঙ্গঞ্চ জটাপিঙ্গলধারিণং।
দ্বিপীচর্ম্মপরিধানং শৃঙ্গারাদিবিলাসিনং॥ ১৯॥

অদ্ভূতাকারমাস্থায় রক্ষতি দক্ষিণং দিশং।
স্বয়ম্ভূং পরমং লিঙ্গং সুন্দরং জ্ঞানদং দ্বিজা ॥ ২০ ॥

বাড়বের পূর্ব্বাংশে সিংহারূঢ়া অষ্টভূজা সুপ্রসন্না শুভদা শুভ্রবর্ণা নীলকণ্ঠপ্রিয়া পরাৎপরা আদ্যাশক্তি জ্বালামুখী তাহার দক্ষিণাংশে কতিপয় শিবলিঙ্গ আছেন। ব্রহ্মেশলিঙ্গ, এবং ইন্দ্র লিঙ্গ ভৈরবগণ ক্ষেত্রক, অন্যদিগে তুঙ্গ রক্ষ, পিঙ্গলাক্ষ, পীনজানু আরক্তবর্ণ, জটাপিঙ্গলধারী শৃঙ্গারবিলাসী চর্ম্মাম্বর পরিধায়ী রুরু নাম ভৈরব খট্টাঙ্গ শূল ধারণ করিয়া দক্ষিণদিগ রক্ষা করিতেছেন॥ ১৬॥ ১৭॥ ১৮॥ ১৯॥ ২০॥

চন্দ্রশেখরমধ্যস্থং বাড়বানলবেষ্টিতং।
ভাতি সর্ব্বত্র জীবস্থং ব্রহ্মাণ্ড সচরাচরং ॥ ২১ ॥
যোগীনাং পার্ব্বতীকান্তং দেবানামভি বাঞ্ছিতং।
পূর্ণচন্দ্রপ্রতিকাশং ডমরুশূলধারিণং ॥ ২২ ॥
জীবস্থঞ্চ জীবলয়ং জীবঞ্চ জীবনৌষধং।
কাশীনাথং পরং ধাম জগদ্ধামগতং শুভং ॥ ২৩ ॥
আদিনাথং গুণাতীতং গুণবিগ্রহধারিণং।
গুরাবাসং নীলকণ্ঠং শুদ্ধপদনিবাসিনং ॥ ২৪ ॥
যঃ পশ্যতিচ তং লিঙ্গং শ্রীচন্দ্রশেখরে স্থিতং।
ন পুনঃ কল্পতে বিপ্রা ঘোরসংসারবন্ধনং ॥ ২৫ ॥

বাড়বানল ব্যাপিত চন্দ্রশেখর মধ্যস্থ অত্যন্ত মনোহর, স্বয়ম্ভুলিঙ্গ একত্রাবস্থিত হইয়া চরাচর ব্যাপিয়া দীপ্তি পাইতেছেন, সেই যোগীশ্রেষ্ঠ দেবারি নাশক পূর্ণচন্দ্র-তুল্য জীবনৌষধ স্বরূপ জগন্নিবাস ডমরু শূলধারী অনাদি জীবের অন্তর্যামী নির্গুণ পুনর্বিগ্রহধারী গৃহবাসী শুদ্ধপদ্ম নিবাসী পার্ব্বতীকান্ত মহাদেবকে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে কোন নর দর্শণ করে, তবে পুনর্ব্বার ঘোর সংসার বন্ধনে লিপ্ত হইতে হয় না॥ ২১॥ ২২॥ ২৩॥ ২৪॥ ২৫॥

এতত্তু ব্যাসদেবেন লোকানাস্তু হিতায় বৈ।
প্রসংশ্যতে লিঙ্গমাহাত্ম্যং পূণ্যদং পাবনং পরং ॥ ২৬ ॥

এই পরম পবিত্র পূর্ণ্যদলিঙ্গ মাহাত্ম্য, ব্যাসদেব লোকের হিতার্থে প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

যেষু যেষু পুরাণেষু যৎকৃতং চরিতং মহৎ।
গোপিতং তেষু তেষু চ রহস্যং পরমাদ্ভুতং ॥ ২৭ ॥

যে যে পুরাণে যে সমুদয় চরিত্র কথিত হইয়াছে, সেই সেই পুরাণে এই পরমাশ্চর্য্য রহস্য গোপিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

যুষ্মভ্যন্তু প্রবক্ষ্যামি স্নেহাচ্চঞ্চলমানসঃ।
গুহ্যাতিগুহ্যং সর্ব্বেষাং রহস্যং দেবকীর্ত্তিতং ॥ ২৮ ॥

অদ্য আমি স্নেহে চঞ্চলাচিত্ত হইয়া গুহ্যাতি গুহ্য সেই রহস্য তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম ॥ ২৮ ॥

এতস্য লিঙ্গরাজস্য চরিত্রং বিস্ময়ং গতঃ।
প্রকাশিতঞ্চ তন্ত্রেষু ব্যোমকেশো জীনাম্বরঃ ॥ ২৯ ॥
উত্তিষ্ঠধ্বং দ্বিজব্যাঘ্রা গচ্ছামস্তস্য চান্তিকং।
ইত্যুক্ত্বা নৈমিষারণ্যাৎ মুনয়ঃ শিবমানসাঃ ॥ ৩০ ॥

এই পরমাদ্ভুত লিঙ্গরাজ চরিত্র শিবতন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! গাত্রোত্থান কর, আমরা তথায় গমন করিব ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

কমণ্ডলুধরাঃ সর্ব্বে তপসা ধৌতকিল্বিষাঃ।
জটাধরাজিনবাসাঃ স্বয়ম্ভোদর্শনার্থিনঃ ॥ ৩১ ॥
ষষ্ঠি সহস্রাঃ মুনয়োঃ ধ্বান্তবিধ্বংসসংজ্ঞকাঃ।
আগত্য চন্দ্রশেখরে ব্যাসেন কৃত সৎকৃতাঃ ॥ ৩২ ॥
দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভুং তেচাপি লেভিরে পরমাং গতিং।
শ্রীচন্দ্রশেখরস্যান্তে দক্ষিণে গিরি কন্দরে ॥ ৩৩ ॥

এই বলিয়া কমণ্ডলুধারী তপোনিরত কল্মষহারী সূত মুনি ষষ্টি সহস্র ঋষি সমভিব্যাহারে স্বয়ম্ভু দর্শনার্থী হইয়া সেই নৈমিষারণ্য হইতে চন্দ্রশেখরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে ব্যাস কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া স্বয়ম্ভু দর্শন করতঃ পরম গতি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

সন্তি সর্ব্বে মহাপ্রাজ্ঞা লোকাদর্শনতঃ স্থিতাঃ ।
যদি পূণ্যবসাত্তত্র মানবঃ পূণ্যবান্ ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

সেই মুনিগণ মানবের অদৃশ্য হইয়া চন্দ্রশেখরের দক্ষিণদিকে গিরিকন্দরে বাস করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

গত্বা শ্রীচন্দ্রশেখরে অনশো মানবঃ সুধীঃ ॥
শ্রীনাথস্যোপদেশস্তু লভ্যতে ভাগ্যযোগতঃ ॥ ৩৫ ॥
তত্রৈব সিদ্ধিমাপ্নোতি পূরশ্চর্য্যাদিভির্ব্বিনা ।
তেজয়ন্তি মহাদেবং বিরুপাক্ষন্ত্রিলোচনং ॥ ৩৬ ॥

ভূমণ্ডলে কোন পূণ্যশীল লোক পূণ্যবসাৎ চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে যাইয়া অনশন ব্রত পরায়ণ হইয়া শ্রীনাথের উপদেশ লাভ করে, তবে পুরশ্চরনাদি বিনাও তাহার সিদ্ধ হয় ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

চর্ম্মাম্বরপরীধানং ঢক্কাভীতিবরপ্রদং ।
বাড়বানলসংযুক্তং ধ্যানপ্রাপ্তং মহর্ষিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

সেই মহর্ষিগণ চিন্তাপরায়ণ হইয়া বাড়বানল ব্যাপিয়া চর্ম্মাম্বরধারী বরপ্রদ ত্রিলোচন বিরূপাক্ষ শিবকে অর্চ্চনা করিতেন ॥ ৩৭ ॥

ঋষয় উচুঃ।

সীতাকুণ্ডং শ্রুতং পূর্ব্বং ত্রিলোকজনপাবনং ।
চন্দ্রশেখরমধ্যস্থং ভারতাক্ষসমন্বিতং ॥ ৩৮ ॥
যদিতেঽস্তিকৃপা নাথ তদ্বদজ্ঞানভাস্কর ।
অস্মাকমজ্ঞানহরং লোকেপৃচ্ছাযদীদৃশী ॥ ৩৯ ॥

মুনিগণ আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জ্ঞান প্রকাশক ! হে চন্দ্রশেখর মধ্যস্থ ত্রিলোক পাবন ভারতাখ্য সমন্বিত সীতাকুণ্ড বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া আমাদের অজ্ঞতা দূর করুন যে হেতু লোকে তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

স্থত উবাচ।

সীতাস্নানবিধানার্থং লোকানাং পাবনায়বৈ ।
মহাগুহ্যং মহারম্যং তৎ কুণ্ডস্তু বিনির্ম্মিতম্ ॥ ৪০ ॥

বাড়বাগ্নিবিমিশ্রস্তু নিম্নমুষ্ণোদকং দ্বিজাঃ।
আতপত্রান্বিতং দ্রুমৈঃ সর্ব্বোপঘনসম্বৃতং ॥ ৪১ ॥

সূত মুনি বলিলেন, হে দ্বিজগণ! সীতার স্নানার্থ ও জগতের হিতার্থ বাড়বাগ্নি মিশ্রিত উষ্ণোজল বিশিষ্ট রমণীয় কুণ্ড ভার্গব মুনি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই কুণ্ডের পাদপ শ্রেণী দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত থাকায় আত পত্র বিশিষ্ট বোধ হইত ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

যত্র সীতা পৃথিবীজা স্বামিনা দেবরণে বৈ।
স্নাত্বা তত্র হ্রদে দেবমিষ্টং সন্তর্প্য যত্নতঃ ॥ ৪২ ॥

সেই অযোনী সম্ভবা সীতা স্বামী ও দেবরের সহিত স্নান করিয়া পিতৃদেবতা সমুদয়কে তর্পণ করিতেন। সেই কুণ্ডের উত্তরাংশে দেবসিদ্ধ ঋষিগণ বাস পূর্ব্বক তথায় স্নান করেন ॥ ৪২ ॥

স্নানং চক্রু দ্বিজব্যাঘ্রা মুনিবৃন্দারকাস্তথা।
সিদ্ধামহর্ষয়ঃ সন্তি তস্যোত্তরনিবাসিনঃ ॥ ৪৩ ॥

তথায় মুনিগণ, সিদ্ধ অমরদিগের সহিত ব্যগ্রমনা হইয়া নিত্য স্নান করত তাঁহারা উত্তরদিগে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

কিম্বক্তব্যং কুণ্ডবৃত্তং মহাপুণ্য বিধায়কং।
বক্ষ্যামি তস্যমাহাত্ম্যং শৃণুধ্বং দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৪৪ ॥

হে দ্বিজগণ! সেই মহাপুণ্য বিধায়ক কুণ্ডের মাহাত্ম্য আমি কি বলিব? তথাপি কিছু মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন ॥ ৪৪ ॥

রাজ্যভ্রষ্টো যদারামঃ শরভঙ্গাশ্রমং যযৌ।
তদুপদেশং ধৃত্বা তু পূর্ব্বোত্তরপুরীমগাৎ ॥ ৪৫ ॥

রামচন্দ্র যখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে ছিলেন সেই সময়ে তাঁহার উপদেশ মতে পূর্ব্বোত্তর পুরী গমন করেন ॥ ৪৫ ॥

পশ্যেৎ পূজ্যং মহাবাহুঃ জটামণ্ডলধারিণং।
পীতবস্ত্রপরীধানং তং তীর্থে জ্ঞানসাগরং ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্ট্বা নত্বা চ পপ্রচ্ছ ভক্ত্যাবিনয়মানসঃ।
কথমত্রস্থিতং দেবমত্বৈতং বিভূতিপরং ॥ ৪৭ ॥

সেই পুরীতে মহাবাহু জটামণ্ডল শোভিত পীতবস্ত্রধারী পরমজ্ঞানি এক মহর্ষিকে দেখিয়া রাম বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, হে দেব! আপনি কি নিমিত্ত এখানে বাস করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

ততোক্ষমুন্মীলয়িত্বা দৃষ্ট্বা রামং সনাতনং।
জানকীলক্ষ্মণাভ্যাস্তু পবিত্রং পুরুষোত্তমং ॥ ৪৮ ॥
অবোচত্তং রঘুবরং সমুনির্ব্বিভূতিধরঃ।
শ্রুতং রাজন্যবংশে তু জন্মমাত্রে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪৯ ॥
অস্মান্ পবিত্রকরণে ঘোর সংসারবন্ধনাৎ।
জ্ঞানংকুর্ব্বন্‌ভবেম্মুক্তিং লোকে জন্মপ্রকাশিতং ॥ ৫০ ॥

তখন মুনি চক্ষু মেলিয়া জানকী লক্ষ্মণসহ সনাতন পবিত্র পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন। হে ভগবন্! আমি শুনিয়াছি সংসার বন্ধন হইতে আমাদিগকে ত্রাণ করিবার জন্য রাজন্যবংশে জন্মিয়াছ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥

ইয়ং সীতা পৃথিবীজা কস্মিং শ্চিচ্ছিবসংহিতা।
হরারাধ্যা মুক্তকেশী চাপবর্গ প্রদায়িনী ॥ ৫১ ॥
যস্যানুগামিনী দেবি তস্যভাগ্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫২ ॥

এই শিবরাধ্যা মুক্তকেশী সীতা যাঁহার অনুগামিনী তাঁহার কি সৌভাগ্য ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে ভারতাখ্যেসমন্বিতে ॥ ৫৩ ॥

ভারতাখ্য সমুদ্রের উত্তরতীরে সীতা নামে ত্রিলোক পাবন এক কুণ্ড আছে ॥ ৫৩।

অস্যনাম্না কুণ্ডমস্তি ত্রিলোকজনপাবনং।
ন তবগৃহিণী রাম যোগনিদ্রেয়মিষ্যতে ॥ ৫৪ ॥
তবাশক্যং কর্ম্মযদ্বা অনয়ানীলয়াকৃতং।
তবাভিমানে নষ্টে তু বিধিনৈষানিযোজিতা ॥ ৫৫ ॥

হে রাম! ইনি তোমার গৃহিণী নহেন, ইনি ত্রিলোকজন পাবন, যোগনিদ্রা স্বরূপা; ইনি অবলীলাক্রমে তোমার অসাধ্য কার্য্য করিতে পারেন। তোমার দর্পচূর্ণ করিতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযোজিত হইয়াছেন। হে রামচন্দ্র! আমার ভাগ্য বশতঃ ইনি এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন॥ ৫৪॥ ৫৫॥

মমভাগ্যবশাদ্রাম্ অনয়াসমুপস্থিতং।
প্রাচীদক্ষিণয়োর্ম্মধ্যে শ্রীচন্দ্রশেখরে গিরৌ॥ ৫৬॥
ভার্গবস্তত্র তন্নাম্না কুণ্ডমেকং নিযোজিতং।
স্বয়ম্ভূঃ পশ্চিমে বিপ্রাস্তদ্বায়ু গিরিদক্ষিণে॥ ৫৭॥
নাভিগঙ্গোত্তরে চৈব ফল্গুপশ্চিমতঃ স্থিতঃ।
জ্যোতির্ম্ময়রিতঃ প্রাচ্যাং বাড়বাগ্নি সমন্বিতঃ॥ ৫৮॥

পূর্ব্বদেশের দক্ষিণাংশে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে ভগবান ভার্গব সীতার নামে একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমি বাড়বাগ্নি শোভিত সেই মহাকুণ্ডকে স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গের পশ্চিমে বায়ু পর্ব্বতের দক্ষিণে নাভি গঙ্গার উত্তরে ফল্গুর পশ্চিমে জ্যোতি-র্ম্ময়ের পূর্ব্বে নিম্নভাগে অবস্থিত দেখিয়াছি॥ ৫৬॥ ৫৭॥ ৫৮॥

পশ্যেহন্তু মহাকুণ্ডং সীতানাম্না নিযোজিতং।
সীতাশীতলমুক্তায়া সেবন্তে সহচারিণী॥ ৫৯॥

সেই সীতা অদ্য তোমার সহচারিণী। এই বাক্য বলিয়া সেই মুনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন॥ ৫৯॥

ইত্যুক্ত্বা তং মুনিবরং পরস্পরং বিলোকয়েৎ।
উবাসরজনীমেকাং রামচন্দ্রোহতি বিস্মৃতঃ॥ ৬০॥
প্রভাতায়াস্তু সর্ব্বষ্যাং ভ্রাতৃজায়াসমন্বিতঃ।
যযৌ শ্রীচন্দ্রশেখরং মুনিনা প্নরমেষ্ঠিনা॥ ৬১॥
গত্বা মুনির্বরস্তত্র কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
সূর্য্যাভিমুখমাস্থায় জপন্ মন্ত্রঞ্চ ত্র্যক্ষরং॥ ৬২॥

তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এক রাত্রি তথায় বাস করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত সেই মহর্ষির সঙ্গে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে গমন করিলেন॥ ৬০॥ ৬১॥ ৬২॥

রামং বিদায় সা সীতা কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতা।
নীলজীমূতসঙ্কাশা ভুজাষ্টপরিশোভিতা ॥ ৬৩ ॥
কৃশাবলম্বিনীদেবী অরুণাধরসঙ্গিনী।
লোচনত্রয়সংযুক্তা ধ্বজচামরবেষ্টিতা ॥ ৬৪ ॥

সেই সময়ে আদ্যাশক্তি ব্রহ্মপীট বাসিনী নীল জীমূত সঙ্কাশা অরুণাধরা ধ্বজ চামর বেষ্টিতা ত্রিনয়নী অষ্টভূজা হইয়া সীতা ও রামের অজ্ঞাতসারে স্নানার্থ কুণ্ডে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

অনন্তাদিভিরানন্দো ব্রহ্মপীঠপ্রকাশকঃ।
আদিশক্তিঃ সুপ্রসন্না মহাবাড়বরূপিণী ॥ ৬৫ ॥
তটস্থো রাঘবঃ পশ্যেৎ সীতাং কুণ্ডনিবাসিনীং।
মম প্রাণহরং কুণ্ডং বিভাব্য রঘুবংশজঃ ॥ ৬৬ ॥
সংভাষ্য তং মুনিবরমিদং বচন মব্রবীৎ।
কলেশ্চতুঃসহস্রাণি বর্ষাণি লক্ষণাযুতং।
স্থিতং কুণ্ডগুপ্তমাসীন্মানবাদর্শনং ভবেৎ ॥ ৬৭ ॥

রাম কুণ্ডের তীরবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, সীতাকুণ্ড উঠিতেছেন না; তথা হইতে উত্তীর্ণ হইবেন না, এই ভাবিয়া তাঁহার উত্থিত হওয়ার অপেক্ষা না করিয়া সেই মুনিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনিবর! এই কুণ্ড আমার প্রাণ হরণ করিল অতএব আমি ইহাকে শাপ প্রদান করিতেছি যে কলিকালের চারি-সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই কুণ্ড প্রকাশিত থাকিয়া পরে মানবের অদৃশ্য হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিবে ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥

ভক্তিং কৃত্বা তু সা তোয়ং যঃ কশ্চিদ্বা জলং পিবেৎ ॥ ৬৮ ॥
কুণ্ডস্নানফলং প্রাপ্য ন পুনর্ব্বর্ত্ততে ভুবি।
ইত্যুক্তোঽসৌ রাবণারিঃ মণিপর্ব্বত মূর্দ্ধনি ॥ ৬৯ ॥
গত্বাদৃষ্ট্বা শিবলিঙ্গং লবণাব্ধৌ নিমর্জ্জ্যচ।
আগত্য চন্দ্রশেখরং প্রাসাদমুনির্মীশ্বরং।
সন্তুষ্টং কারয়ামাস রামেন বিনয়ান্বিতা ॥ ৭০ ॥

সীতামাদায় সভ্রাতা ভিন্নাঞ্জনচয়োপমাং।
জগাম পরমাহ্লাদঃ পুনর্গোদাবরীং প্রতি ॥ ৭১ ॥

সীতাকে ভক্তি করিয়া যে ব্যক্তি জলপান করে, সে কুণ্ড স্নান জন্য ফল-প্রাপ্ত হইয়া পুনশ্চ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। এই বাক্য বলিতে না বলিতেই সীতাকুণ্ড হইতে উঠিলেন। তখন রাম পুলকিত হইয়া মণি পর্ব্বত শেখরে আসিয়া শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। পরে লবণাম্বু সমুদ্রে স্নান করিয়া চন্দ্রশেখরে পুনঃ আসিয়া মুনিবরকে সন্তুষ্ট করিলেন। তদনন্তর সীতা এবং লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া পুনশ্চ গোদাবরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

ইতি গদিতমশেষং ক্ষেত্রমাহাত্ম্যমাদ্যং।
শৃণুত মমসকাশাল্লিঙ্গরাজস্য কিঞ্চিৎ ॥
সুরকুলমুনিসঙ্গৈর্ধ্যায়তে যং মহেশঃ।
বসতি ভুবন মধ্যে চট্টলে মুক্তিকেশঃ ॥ ৭২ ॥

হে মুনিগণ! এই অনন্ত পূণ্যদায়ক পরম গুহ্য অনন্ত লিঙ্গ রাজ চরিত্র তোমাদের নিকট কিছু বর্ণনা করিলাম, সেই ভগবান শিব সুর মুনি কর্ত্তৃক চিন্তিত হইয়া এই ভুবন মধ্যে চট্টলে বাস করিতেছেন ॥ ৭২ ॥

ইতি দেবী পুরাণে চৈত্র মাহাত্ম্যে চণ্ডিকাখণ্ডে
চন্দ্রশেখর প্রাপ্তিরষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ খণ্ড সমাপ্তঃ।

তৃতীয় অঙ্ক।

—:০:—

চন্দ্রনাথ খণ্ড।

নারায়ণ্যুবাচ।

ব্রহ্মাদিদেববৃন্দেশ সর্ব্বেষাং চিন্ময় প্রভো।
কুত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে বসন্তি হর্ষসংকুলাঃ ॥ ১ ॥
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রুহি দেব জগদ্গুরো।
জম্বুদ্বীপে কলৌ ব্রহ্মন্ কেন সিদ্ধিঃপ্রজায়তে ॥ ২ ॥

নারায়ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো, হে ব্রহ্মাদিদেবতা কুলেশ্বর, সেই ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, এসময়ে পুলকিত হইয়া কোনস্থানে অবস্থিত করিতেছেন, কলিতে জম্বুদ্বীপে কি প্রকারে বা মানবের সিদ্ধি হইতে পারে, আমার নিকট বলুন। হে জগদ্গুরু সে সকল জ্ঞাত হইবার জন্য আমার অত্যন্ত বাসনা হইয়াছে ॥ ১ ॥ ২ ॥

ততঃ পূর্ব্বপথাবৃত্যা বায়ু পর্ব্বতসন্নিধৌ।
সমীপে বিষ্ণুদেবস্য ক্রমদীশ্বর পশ্চিমে ॥ ৩ ॥
পঞ্চকুণ্ডান্বিতং স্থানং পরমং ব্রহ্মদায়কং।
বৃষকুণ্ডং পরং যস্যপ্রাগ্ তৎ জ্যোতীশ্বরাত্মকং ॥ ৪ ॥

তাহার পূর্ব্বাংশে বায়ু পর্ব্বতের সন্নিকট হরির পাদপ্রান্তে ক্রমদীশ্বর নামক স্বয়ম্ভূলিঙ্গের পশ্চিমে পঞ্চ কুণ্ডান্বিতা পরম ব্রহ্মপদস্থান আছে। তাহার পূর্ব্বে জ্যোতীশ্বরাত্মক পরম বৃষকুণ্ড বিদ্যমান আছে ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ততঃ ব্রহ্মাদয়ঃসূরাঃ নিত্যং তিষ্ঠন্তি চানঘে।
পাতালাদুত্থিতা দেবী গঙ্গা তৎপূর্ব্বতঃক্রমাৎ ॥ ৫ ॥
তজ্জলং স্পর্শনাদ্দেবী সর্ব্বপাপাং প্রমুচ্যতে।
তস্যোত্তরদেশস্থং নাভিকুণ্ডং মনোহরং ॥ ৬ ॥

তস্যোত্তর সমীপেচ রামকুণ্ড মনোহরং।
লক্ষ্মণস্য ততো দিচ্যাং সীতায়াঃ কুণ্ডমুত্তমং।
চতুর্ব্বর্গফলং তত্র স্নানদানে লভেন্নরঃ ॥ ৭ ॥

সেই তীর্থে ব্রহ্মাপ্রমুখ সুরদেবগণ নিত্য অবস্থিত করিয়া থাকেন। তৎপূর্ব্বদিগে পাতাল হইতে ভাগীরথী উদ্ভূত হইয়াছেন। হে দেবি! তাহার জল স্পর্শ করিবামাত্র মানবগণ পাপ হইতে মুক্ত হয়। তাহার উত্তরদিগে সুন্দর নাভিকুণ্ড। তদুত্তরে রাম, লক্ষণ, সীতাদেবীর তিনটী কুণ্ড বর্ত্তমান আছে। এ সকল কুণ্ডে স্নান ও দান করিলে অনায়াসে চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

হরপুত্র নদশ্রেষ্ঠ গৌরীহৃদয়নন্দন।
মর্জ্জতো মে হতং পাপং হরজন্মশতার্জ্জিতং ॥ ৮ ॥
শিবলোকং লভেৎ স্নানে গয়া শ্রাদ্ধং ততোত্তরম্।
অক্ষয়তৃপ্তিতাং যান্তি তর্পণে পিতরঃ সদা ॥ ৯ ॥
তত্র প্রয়াগতীর্থানাং জলং শিবপ্রদংনৃণাম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্নানেস্পর্শে নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

হে হরপুত্র পার্ব্বতী হৃদয়ানন্দ নদশ্রেষ্ঠ মন্মথ! আমি তোমার পবিত্র জলে স্নান করিতেছি আমার শত জন্মার্জ্জিত পাপ দূর কর। তাহার কতদুর উত্তরে স্নান করিলে নরগণের শিবলোক প্রাপ্তি হয় আর গয়াশ্রাদ্ধ তর্পনাদি করিলে পিতৃ-দেবগণ সর্ব্বদা অক্ষয়তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়। তাহাতে মানবের মঙ্গলপ্রদ প্রয়াগতীর্থের জল বর্ত্তমান আছে সেই জলে স্নান ও স্পর্শ করিলে মানবগণ নিঃসন্দেহে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

সুভগাসঙ্গমে তত্র মন্মথে মজ্জনংভবেৎ।
গঙ্গাস্নানফলং প্রাপ্য শিবপ্রীতিকরো ভবেৎ ॥ ১১ ॥

সেই স্থানে সু-ভগা ও মন্মথের সঙ্গমস্থলে যে স্নান করিয়া থাকে, সে গঙ্গা স্নানের ফলভোগী হয়, তাহার প্রতি শিব প্রসন্ন হয়েন ॥ ১১ ॥

ততঃ পশ্যেৎ মহাদেবং জ্যোতির্লিঙ্গং মনোহরম্।
অস্টমুর্ত্তি সমাযুক্তং সৌন্দর্য্যালিঙ্গিতং মহৎ ॥ ১২ ॥

তাহার পরে মহাদেবের মনোহর জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইবে। এই স্বয়ম্ভূলিঙ্গ তাঁহার অষ্টমূর্ত্তি অষ্টশক্তি একত্র সমাবেশ অত্যন্ত সৌন্দর্য্য, স্বয়ম্ভূলিঙ্গ এস্থানে ক্রমদীশ্বর নামে জগৎ বিখ্যাত॥ ১২॥

ক্রোশার্দ্ধপূর্ব্বতঃ পিণ্ডা শীলা স্বরস্বতীস্থিতা।
তত্র সংলিখনং নাম্নো যমদ্বারং ন গচ্ছতি॥ ১৩॥
অষ্টধারানদী তত্র মাহাদেবপ্রসাদিনী।
তত কামঞ্চবিষ্ণুঞ্চ বহ্নিসংক্ষয়কামতঃ॥ ১৪॥
শ্রাদ্ধে চৈবাক্ষয়ং পুণ্যং পূজয়িত্বা প্রদক্ষিণং॥ ১৫॥

ইহার অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে স্বরস্বতী নামে এক শিলা অবস্থিত আছে। ইহার উপর নাম লিখিতে পারিলে, মানবের পরকালে নরক ভোগ করিতে হয় না। এইখানে অষ্টধারা নামে এক নদী প্রবাহিত আছে। তাহা মহাদেবের অত্যন্ত স্নেহের বস্তু। ইহাতে পুষ্পকেতু কাম, হরি ও ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত আছেন এবং ইহাতে শ্রাদ্ধ পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া মানবেরা অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়া থাকে॥ ১৩॥ ১৪॥ ১৫॥

জপাদি শাশ্বতং সিদ্ধির্ব্বিরূপাক্ষ প্রদর্শনে।
আরোহণে মহাদেবি ভীমপর্ব্বতবাহিনী॥ ১৬॥
সীতারণ্যঞ্চ তত্রৈব নানাকুণ্ডমনোহরং।
কামাখ্যা যোনিরূপা চ গোমুখপ্লাবনী নদী॥ ১৭॥
অনেক ভৈরবস্তত্রাপ্যনেক কুণ্ডমুত্তমং।
তস্য দক্ষিণতো গৌরী শঙ্কর লিঙ্গরূপধৃক্॥ ১৮॥
অনেকচক্রশীলা চ উত্তরস্যাং প্রবাহিনী।
দর্শনেস্পর্শনে তস্যসর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৯॥

আর বিরূপাক্ষ দর্শনে সেই ভীম পর্ব্বতস্থিতা ছত্রশিলায় আরোহণ করিলে তাহার জপাদির জন্য সিদ্ধিলাভ হয়। সেখানে সীতানামে এক পর্ব্বত আছে, সে স্থানে ২ কুণ্ডস্থিত রহিয়াছে, সেখানে যোনীরূপা কামাখ্যা ও গোমুখ প্লাবনী নামে নদী বহিতেছে। সেস্থানে অনেকজন ভৈরব ও সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্য বহুবিধ কুণ্ড অবস্থিত আছে। তাহার দক্ষিণদিগে গৌরীশ্বয়ং মহাদেবের লিঙ্গ অধিষ্ঠিত

আছে। তথায় বহুবিধ চক্রশিলা ও উত্তরবাহিনী একটী গঙ্গা আছে। তাহা দর্শন স্পর্শন করিলে মানবের সকল পাপ মুক্ত হয়॥ ১৬॥ ১৭॥ ১৮॥ ১৯॥

তস্যোত্তরে লবণাক্ষং কুণ্ডং জ্ঞেয়ং মনোহরং।
শিবসারূপ্যমাপ্নোতি স্নানেদানে ন সংশয়ঃ॥ ২০॥
চম্পকারণ্যমধ্যস্থং লিঙ্গরূপিমহেশ্বরঃ।
তস্যোপর মহাদেবমুক্তিকেশ্বরসংজ্ঞকঃ॥ ২১॥
স্বর্গদ্বারং ততো দেবি চম্পকারণ্যমুত্তমং।
কৈলাসপ্রতিমোহরণ্যে শিবলোকঃ সএব হি॥ ২২॥
মহৌষধিনীলপদ্মনীলচম্পকবেষ্টিতঃ।
গোষ্পদো বর্ত্ততে তত্র পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ॥ ২৩॥
অতীবনির্জ্জনং রম্যং দেবানামপি দুর্লভং।
তুলসীচিত্রকং ধুস্তং কৃষ্ণবর্ণং মহৌষধং॥ ২৪॥
অনন্তফলদং পূণ্যং লভতে স্পর্শনান্নরঃ॥ ২৫॥
তদূর্দ্ধে সূর্য্যবর্ণাভং লিঙ্গনামসমীপতঃ॥ ২৬॥
তদধোগামিনী যাতু সা নদী ব্রহ্মরূপিণী।
মহাজ্যোতিশ্বরো স্তত্র ব্যাসাশ্রমসমীপতঃ॥ ২৭॥
সূর্য্যকুণ্ডজলং দেবি সর্ব্বরোগহরং শুভং॥ ২৮॥

তাহার উত্তরে লবণাক্ষ কুণ্ড অত্যন্ত মনোহর। তাহা লবণাক্ষ কুণ্ডে স্নান ও দান করিলে মানব নিশ্চয়ই শিবত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার পর চম্পকারণ্য পর্ব্বত বর্ত্তমান আছে। তাহার স্থানে মহাদেবের একটী লিঙ্গ ও ঊর্দ্ধদেশে মুক্তিকেশ্বর নামক মহাদেব স্বয়ং অধিষ্ঠিত আছেন। তাহাতে স্বর্গের একটী দ্বার বর্ত্তমান আছে। সেই বনরাজ অতিশয় মনোহর। কৈলাস প্রতিম মর্ত্ত্যধামে শিবলোক বলিয়া প্রাপ্ত এবং মহৌষধি সমস্ত বর্ত্তমান আছে। তাহাতে নীলোৎপল নীল চম্পকের সুগন্ধিতে পূর্ণ হইয়াছে তথায় গোষ্পদ ও পার্ব্বতীসঙ্গে শঙ্করঃ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাহাতে অতি নির্জ্জন, মনোরম্য এবং দেবতাদিগের দুর্লভ তাহাতে চিত্রক তুলসী কৃষ্ণবর্ণ ধুতুরা অনেক মহৌষধি বর্ত্তমান আছে। তাহা স্পর্শ করিলে, মানব ঐশ্বর্য্য ফলপ্রদ পূণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।

তাহার অধোদেশে যে নদী বহিতেছে তাহা ব্রহ্মরূপী সেখানে ব্যাসাশ্রমের সমীপে জ্যোতীশ্বর নামে অন্যান্য শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছে। দেখি তাহার নিকটস্থিত সূর্য্যকুণ্ডের জল অতি পবিত্র, সকলকে পাপহারক ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি রক্ষামন্ত্রং মহেশ্বরি।
বালানাঞ্চৈব বৃদ্ধানাং বয়স্থানাং যথা তথা ॥ ২৯ ॥
নারীণাং পুরুষাণাঞ্চ রক্ষা পরমশোভনা।
রক্ষাদ্বারে কমলাক্ষি রক্ষোজ্যোতিস্বলিঙ্গকঃ ॥ ৩০ ॥
কেশে জটাধরো দেবঃ কপালে শশিশেখর।
ধ্বনিচৈব ভ্রুবোর্মধ্যে নেত্রঞ্চৈব ত্রিলোচনঃ ॥ ৩১ ॥
পুরন্দরো দক্ষকর্ণে বামে চ কলিসূদনঃ।
নাসিকায়াং মহাদেবো মুখে চ পরমেশ্বর ॥ ৩২ ॥

হে মহেশ্বরী সম্প্রতি বালক, বৃদ্ধ এবং যুবা ব্যক্তিদের নিমিত্ত যথাযথ রক্ষামন্ত্র বলিব। পরম শোভনা নারী এবং পুরুষদের রক্ষা মন্ত্র করিয়া থাকেন, সলিঙ্গ জ্যোতি কমলাক্ষী রক্ষাদ্বারে জটাধরকেশে এবং কপালদেশে শশিশেখর ধ্বনি ভ্রুবদ্বয় নেত্র ত্রিলোচন দক্ষ কর্ণে পুরন্দর বামকর্ণে কলিসূদন, নাসিকায় মহাদেব এবং মুখে পরমেশ্বর রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

পুনর্জ্জন্মজয়েত্তত্র স্পর্শেল্লিঙ্গং মনোহরং।
ততো দেবং পূজয়েচ্চ স্বস্তিবাচন পূর্ব্বকং ॥ ৩৩ ॥
সঙ্কল্প্য বিধিবদ্দেবি যথালাভং তথাচরেৎ।
ধনধান্য প্রহৃষ্টা চ লক্ষীস্তস্য গৃহে বসেৎ ॥ ৩৪ ॥
প্রাপ্নুয়াৎপূজনেতস্য সমিদ্ধিং মানসেপ্সিতাং।
শ্রীবৃক্ষোদ্ভবপঙ্কেন গন্ধেন পদ্মমুত্তমং ॥ ৩৫ ॥
অষ্টাদশং লিখেত্তত্রাপ্যঙ্গন্যাসং সমাচরেৎ।
অর্ঘপাত্রঞ্চ সংস্থাপ্য জলে মুদ্রাংপ্রদর্শয়েৎ ॥ ৩৬ ॥
তত্রাষ্টধা প্রজপ্তব্যা দত্তোপকরণানিচ।
সংপ্রেক্ষ্য চ যথাধ্যানং বক্ষ্যামি শৃণু সাম্প্রতং ॥ ৩৭ ॥

তাহার উপরিভাগে মহাদেবের একটী সুন্দর লিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছে, তাঁহাকে স্পর্শ করিলে লোকের পুনর্জ্জন্ম ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। তাহার যথালাভ দ্রব্য দ্বারা সঙ্কল্প এবং স্বস্তিবাচন করিয়া পূজা করিলে তাহার গৃহে লক্ষী হয়েন তাহার ঐশ্বর্য্য হয়। চন্দনদ্বারা অষ্টাদশদল পদ্ম চিত্রিত করিয়া অঙ্গন্যাস অর্ঘপাত্র সংস্থাপন জলে মুদ্রা প্রদর্শন তৎপরে উপকরণাদি প্রদান করিয়া অষ্টবার জপ করিবে, তাঁহার ধ্যান ও রূপ বর্ণনা পূজাতে দেওয়া হইয়াছে॥ ৩৩॥ ৩৪॥ ৩৫॥ ৩৬॥ ৩৭॥

যথা লাভং সুসং পূজ্য তত আবরণা ন্ জযেৎ।
মণ্ডলস্থ তু বামে চ রেখায়াং মর্ত্তবাসিনাম॥ ৩৮॥
তত্র কামপ্রসিদ্ধার্থং বিল্বপত্র শতং দদেৎ।
ততো বৈরিবিনাশার্থং কৃষ্ণবর্ণাপরাজিতা॥ ৩৯॥
তথাপামার্গপাত্রেণ শত্রোরুচ্চাটনং ভবেৎ।
তথাধূস্তুরপত্রেণ রাজাদিবশমানয়েৎ॥ ৪৭॥
বিদ্বেষণং শিরীষেণ মোহনং ভস্মরেণূ না।
ষট্‌কর্ম্ম সাধয়েদ্ধীরো রক্তপদ্ম প্রদানতঃ॥ ৪১॥

মন্ত্রোচারণ পূর্ব্বক যথালাভ দ্রব্য দ্বারা শঙ্করের অর্চ্চনা করিলে নর সকল আবরণ অন্যথাচরণ করিতে পারে। মণ্ডলের বাম রেখায় একশতটী বিল্বপত্র প্রদান করিলে সমুদয় কামনা সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণবর্ণ অপরাজিতা প্রদান করিলে বৈরি সকলের বিনাস হয়; তথা অপমার্গে অরি সকলের উৎপাদন, এবং ধুতুরা পত্রে রাজাদিগকে বশতাপন্ন করে। আর শিরীষ পুষ্প বিদ্বেষণে ভস্মরেণু দ্বারা মানব সকলকে মোহন করা যায়। রক্তপদ্ম দিয়া মানব ষট্ কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকে॥ ৩৮॥ ৩৯॥ ৪০॥ ৪১॥

তস্য তৃতীয়রেখায়াং স্বর্গলোক নিবাসিনং।
ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞানশ্চ ততশ্চ পরমেশ্বরং॥ ৪২॥
দেবান্ যক্ষান্ খগান্ সিদ্ধান্ গন্ধর্ব্বাসুরগাংস্তথা।
রাক্ষসাংশ্চ তথা ভূতান্ গুহ্যকাংশ্চ পিশাচকান্॥ ৪৩॥

বিদ্যাধরান্ মুনিংশ্চৈব ত্রিলোকবশগাংস্ততঃ।
প্রণবাদিনমোহন্তে যথাশক্তিং প্রপূজয়েৎ॥ ৪৪॥
পদ্মমধ্যে ততো দেবি শিবং ভীমং সরুদ্রকম্।
ভবং সর্ব্বমভয়ঞ্চ চণ্ডেশ্বরমতঃ পরং॥ ৪৫॥
বৃষধ্বজং পিণাকিনং শূলধারিণমেব চ।
কপালিনঞ্চ সংপূজ্য ততস্তং চন্দ্রশেখরং॥ ৪৬॥
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ জ্যোতি র্লিঙ্গংমহেশ্বরং।
উমাপতিং যজেদ্দেবি ততো বসুন্ধরং যজেৎ॥ ৪৭॥
অন্ধকার স্বরূপঞ্চ ততোপিতৃপুরান্তকং॥ ৪৮॥
নীলকণ্ঠং উগ্রকণ্ঠং মহাবলমতঃ পরং॥ ৪৯॥
নানারূপং সুসংপূজ্য পুষ্পাঞ্জলি এয়ং দদেৎ।
ভগবন্তং ত্রিরেখাঞ্চ তন্মন্ত্রং শক্তিতো জপেৎ॥ ৫০॥
নমস্কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন কুর্য্যাচ্চোর্দ্ধপ্রদক্ষিণং॥ ৫১॥

তাহার তৃতীয় রেখায় মধ্যস্থানে ধর্ম্মার্থ ও জ্ঞান মানব, পরমেশ্বর সর্গবাসি অন্যান্য দেবতা যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ভূত, পিশাচকাদি, ও মুনিগণের প্রণবাদি করণান্তর যথাশক্তি পূজা করিবে; দেবি তাহার পদ্মের মধ্যে স্বরুদ্র মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া চণ্ডেশ্বর, বৃষধ্বজ, পিনাক, শূলী, কপালি, তথা চন্দ্র-শেখর পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র মহেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ পার্ব্বতীপতি বসুন্ধরার পূজা করিবে। তৎপরে অন্ধকার স্বরূপ ত্রিপুরান্তক, নীলকণ্ঠ উগ্রকণ্ঠ, মহাবলের নানারূপে পূজা ও তাহাদিগকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। তৎপরে তিনটী রেখা হইতে শক্তিমতে ভগবানের মন্ত্র ও জপাদি যত্ন পূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্রে নমস্কার এবং প্রদক্ষিণ করিবে॥ ৪২॥ ৪৩॥ ৪৪॥ ৪৫॥ ৪৬॥ ৪৭॥ ৪৮॥ ৪৯॥ ৫০॥ ৫১॥

বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ॥ ৫২॥
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরং।
ক্রমদীশেশ্বরং তত্র সংহারেণ বিসর্জ্জনং॥ ৫৩॥
ততো বরাটকাদীনি + তত্তৎফলবিধানতঃ।
দানানি শক্তিতো দদ্যাৎ নমস্কুর্য্যান্মহেশ্বরঃ॥ ৫৪॥

শিরীষমূলচূর্ণেন তথা তণ্ডুব লড্ডুকৈঃ।
দ্রোণপুষ্পস্য দানেন শ্রীফলেন ফলদ্রবৈঃ॥ ৫৫॥
আশু সম্মারয়েচ্ছত্রুং শক্রতুল্যপরাক্রমং।
পুনঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা ততশ্ছিদ্রাবধারণং॥ ৫৬॥
তত শ্রাদ্ধে চ হোমে চ দানে চাক্ষয়জং ফলম্।
তদুত্তরে সহস্র ধারাস্নানে শিব গতির্ভবেৎ॥ ৫৭॥
তত্র শ্রীপাদুকাং গত্বা তত্র বিষ্ণুং সনচ্চর্য়েৎ।
সীতাকুণ্ডস্যোত্তরস্যাং রামমুক্তিং প্রদর্শয়েৎ॥ ৫৮॥
দেবানাং দুর্লভং লোকে ফলমাপ্নোতি মানবঃ।
বাড়বকুণ্ড পূর্ব্বে তু ত্রিকোণে কুণ্ডমুত্তমং॥ ৫৯॥
অগ্নিকুণ্ডেতিবিখ্যাতং তস্য পার্শে দ্বয়ং ত্রয়ং।
ধর্ম্মকুণ্ডমুদীচ্যাঞ্চ শক্তিকুণ্ডং তথাপরং॥ ৬০॥
চন্দ্রকুপেতি বিখ্যাতং দুল্লর্ভং ভূবনত্রয়ং।
স্নানে দানে চ দেবেশি শিবপ্রীতিকরং পরং॥ ৬১॥

তাহার পর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সংহার মুদ্রাদ্বারা তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিবে। ফল অনুসারে শক্তিমতে বরাটকাদি দান ও মহেশ্বরকে নমস্কার করিবে। শিরীষ মূলের চূর্ণ তথাতদুৎপর্ণ লড্ডু ও দ্রোণ পুষ্প এবং শ্রীফল প্রদানে, মানব ইন্দ্রতুল্য শত্রুকে সত্তর বিনাস, আর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহার অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে, তাহাতে শ্রাদ্ধ হোম ও দান করিলে লোকের অক্ষয় ফলপ্রাপ্ত হয়। তাহার উত্তরদিগে সহস্রধারা পবিত্র জলে স্নান করিলে মানবের শিবগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইখানে শ্রীপাদুকাতীর্থে গমন করিয়া, নারায়ণের পূজা করিবে। সীতাকুণ্ড উত্তরদিগে রামমুক্তি নামে পুণ্যক্ষেত্র দেখা করিলে লোকের দেবতাদিগের দুল্লর্ভ ফল প্রাপ্ত হয়। বাড়ব কুণ্ডের পূর্ব্বে তাহার পার্শ্বে তিনটী কুণ্ড বর্ত্তমান আছে। সেইখানে ধর্ম্মকুণ্ড, শক্তিকুণ্ড, চন্দ্রকুণ্ড, নামে ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ তাহাদের বিমল জলে স্নান ও দান করিলে চন্দ্রমৌলী মহাদেব আনন্দিত থাকেন॥ ৫২॥ ৫৩॥ ৫৪॥ ৫৫॥ ৫৬॥ ৫৭॥ ৫৮॥ ৫৯॥ ৬০॥ ৬১॥

ততোপি ব্যাসকুণ্ডস্য চাগ্নিকোণে মহেশ্বরি।
মুক্তকেশী করালাস্যা দক্ষীণা দক্ষীণাংশতঃ ॥ ৬২ ॥
অমরাণামদৃশ্যা চ যত্র বক্রা বহেন্নদী।
তত্রৈব মানসং কাম্যং প্রলভেদ্দর্শনাজ্জনঃ ॥ ৬৩ ॥
অথ বক্ষ্যামি গুহ্যান্তং ধর্ম্মাগ্নৌ হরণান্মম।
পদং দাস্যামি দেবেশি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ৬৪ ॥

মহাদেবি! ব্যাসকুণ্ডের অগ্নিকোণে মুক্তকেশী করালবদনী স্থিত আছেন। তিনি অমরদিগের অদর্শনীয়, সেইথানে একটী কুটীলবাহিনী নদী বর্ত্তমান আছে, সেস্থানে নরগণের দর্শনপ্রান্তে সমুদয় মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। তৎপর ধর্ম্মাগ্নি হরণের গুহ্যফল বলিতেছি শুন। মানব সেখানে গমন করিলে তাহার শোক সন্তাপ পরিত্যজ্য হয় আমি তাহার নিকট মোক্ষফল প্রদান করি॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

ততঃ স্বয়ম্ভুবং পশ্যেৎ বৃষকুণ্ডস্য দক্ষিণে।
অষ্টমূর্ত্তিসমাযুক্তং সর্ব্ববাঞ্ছাফলপ্রদং ॥ ৬৫ ॥
সর্ব্বতীর্থফলং দেবি লভতে দর্শনে শুভে।
পুরুষাণাং সহস্রস্য মোচনঞ্চাত্মনাভবেৎ ॥ ৬৬ ॥
রুদ্রলোকং সমাপ্নোতি যত্র গত্বা নশোচতি ॥ ৬৭ ॥
তস্য দক্ষিণতো দেবি ব্যঘ্ররূপিমহেশ্বরং ॥ ৬৮ ॥
দৈবাদ্দৃষ্টানরঃ সোপি জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ।

তৎপর বৃষকুণ্ডের দক্ষিণদিগে অধিষ্ঠিত স্বয়ম্ভুর চরণ দর্শন করিবে, তিনি অষ্টমূর্ত্তি সমাযুক্ত তাঁহার দর্শনে নর সকল মনোবাসনা পূর্ণ ও সকল তীর্থের ফলপ্রাপ্ত হয়। সে সহস্র পুরুষের সঙ্গে মুক্তিলাভ করিয়া রুদ্রলোকে গমন করে। দেবি ও তাহার দক্ষিণাংশে ব্যাঘ্ররূপ মহেশ্বর অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে দৈববশত দর্শন করিলে নরের জীবন্মুক্তি হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥

পূর্ব্বে মন্দাকিনী দেবী শিবপাদসমুদ্ভবা।
তজ্জলং ভক্ষণাদ্দেবি শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৯ ॥

স্নানং দানঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ সুসমাহিতঃ।
তৎসর্ব্বং ভাস্করাশ্রুসৌ সর্ব্বত্র চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ৭০ ॥
সর্ব্বত্রৈব মাহেশানি স্নানে দানে চ স্পর্শনাৎ।
দর্শনে পূজনে হোমে শিবপ্রীতিফলং মহৎ ॥ ৭১ ॥

তাহার পূর্ব্বদিগে পাদউদ্ভবা মন্দাকিনী দেবী বহিতেছেন। তাহার জল পান করিলে শিব নির্ব্বাণ লাভ করে, যে কোন ব্যক্তি সুসমাহিত চিত্ত হইয়া স্নান, দান ও শ্রাদ্ধাদি করিলে সে সকল ভাস্করদেব সাক্ষী হন্, তাহার অক্ষয় হয়। তাহার যে কোন স্থানে স্নান্ দান্ স্পর্শন্ পূজন্ ও হোম করা যায় মহাদেব সেই কর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত হর্ষ হন ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

এতস্মিন্নন্তরে সন্তি কুণ্ডান্যন্যা ন,ন্ সর্ব্বতঃ।
সুগোপ্যানি প্রযত্নেন মমপ্রীয়করানি চ ॥ ৭২ ॥
দেবাঙ্গনানাং সর্ব্বেষাং নানাহস্তচতুষ্টয়ং।
চতুর্ব্বক্ত্রঞ্চ বাহুঞ্চ নানাবর্ণাকৃতানি চ ॥ ৭৩ ॥
এতেষাং কারণং দেবি শৃনুষ্ব তব সাম্প্রতং।
সংক্ষেপতঃ প্রবক্ষ্যামি কিংভূয়ো ভুবিমুক্তিদাং ॥ ৭৪ ॥

এই ক্ষেত্রমধ্যে গুপ্তভাবে বহুবিধ কুণ্ড বর্ত্তমান আছে, সে সকল আমার অত্যন্ত প্রীতিকর, এইস্থানে বহুবিধ সুরঙ্গনা বাস করিতেছে ইহাঁরা সকলে চতুর্ভুজা চতুর্মুখী নানারূপ বিশিষ্টা দেবি! সামান্যতে ইহার বৃত্তান্ত প্রকাশ। করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥

ইতিশ্রীবারাহীতন্ত্রোক্ত চন্দ্রশেখর বর্ণনা নামক ষষ্ঠ পটলঃ।

চতুর্থ অঙ্ক।

—:০:—

নারায়ণ্যুবাচ।

কথংবা চম্পকারণ্যং দেবানামপি দুর্লভং।
অনেক কুণ্ড সঙ্গেচ লবণাক্ষং বিরাজিতং ॥ ১ ॥
যত্রোর্দ্ধ বাহিণী গঙ্গা মন্দাকিনীতি বিশ্রুতা।
মৃদং ভিত্বা কথং দেব ধর্ম্মাগ্নি লোক বিশ্রুতা ॥ ২ ॥
জ্বালদেবি কথং তত্র কুণ্ডমধ্যে বিরাজিতঃ।
কথংবা বাড়বো বহ্নিজজ্বাল দক্ষিণে হ্রদে ॥ ৩ ॥

নারায়নী বলিলেন! হে প্রভো, চম্পকারণ্য পর্ব্বত, কি জন্য দেবতাদিগের দুর্ল্লভ কোথায় মন্দাকিনী দেবি আবির্ভূতা আছেন। কিজন্য ধর্ম্মাগ্নি লোষ্ট্রভেদ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, জ্বালাদেবী কুণ্ডের কোন স্থানে বিরাজিত আছেন এবং বাড়বাগ্নি কেন দক্ষিণ হ্রদে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, এ সমস্ত গুহ্য গোপনীয় আমার সমীপে ব্যক্ত করুন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

অধুনাসংপ্রবক্ষ্যামি তুভ্যং দেবি সমাহিতঃ।
ন বক্তব্যং মহাদেবি রহস্যং কুত্র মোক্ষদং ॥ ৪ ॥
সত্র ব্রহ্মাদয়োদেবা অমরৈঃ পার্শদৈর্মুদা।
ক্রীড়ন্তি সর্ব্বদা তত্র পার্ব্বত্যাচ সদাশিবঃ ॥ ৫ ॥
তত্র কুণ্ডলিনী সর্ব্বেদেবরূপাণি শাশ্বতঃ।
শিবেন লবণাক্ষেন বিষ্ণু কুণ্ডাদিভিঃ সদা ॥ ৬ ॥
তৎস্থানং পরমং রম্যং কৈলাস সদৃসংস্মৃতং।
অমরাঃ মৃত্যু মিচ্ছন্তি তত্র দেবি কিমদ্ভুতং ॥ ৭ ॥

পার্ব্বতী বলিলেন! এখন আমি সে সকল সতর্কতার সহিত নাম করিতেছি তাহা শ্রবণ কর। তাহারা গুহ্যভাবে পবিত্র ধামে লোক ব্রহ্মা অমরদিগের

সহিত হর্ষচিত্তে বিরাজ করিতেছেন, তথা মহেশ্বর পার্ব্বতীর সঙ্গে সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকেন তথায় দেবরূপী নানাস্থানে কুণ্ড, তদ্ব্যতীত মহাদেব বিষ্ণু, লবণাক্ষ কুণ্ড বর্ত্তমান আছে। তাহা স্থানে কৈলাস পর্ব্বতের তুল্য রমণীয় কি আশ্চর্য্য, সেইস্থানে দেবতারা মৃত্যু কামনা করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

জিহ্বালোলং গদালোলং শিবপর্ব্বত দক্ষিণে।
তৎস্থানং গমনে দেবি সসাক্ষাৎ শিবতাং ব্রজেৎ ॥ ৮ ॥
নীলাদ্রি বর্ত্ততে তত্র যত্র দেবো জলন্ময়।
জগন্নাথেতি বিখ্যাতো যংদৃষ্ট্বা ব্রহ্মসংলভেৎ ॥ ৯ ॥
তস্য দক্ষিণতো দেবি কাশী কুণ্ডং প্রচক্ষতে।
মনিকর্ণিকয়া সঙ্গে যত্র ক্রীড়ন্তি শঙ্করঃ ॥ ১০ ॥
অদ্যাপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্মভোগাদিকং সদা।
নরনঞ্চ মহাদেবি যত্র ব্রহ্মাদয় স্থরাঃ ॥ ১১ ॥
তত্রোত্তর বাহিনী তীরে রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ।
কপিলে নরসিংহশ্চ যত্র নির্ব্বান তাং ব্রজেৎ ॥ ১২ ॥

শিব পর্ব্বত দক্ষিণে জিহ্বালোল, গদালোল নামে দুইটী পর্ব্বত আছে, দেবি সেস্থানে গমন করিলে লোকের অনায়াসে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, তথায় নীলাদ্রি নামে এক পর্ব্বত স্থিত আছে, সেস্থানে দেব জগন্ময় অধিষ্ঠিত আছেন তদ্দর্শনে নরের ব্রহ্মলাভ হয়। দেবি! তাহার দক্ষিণে কাশীকুণ্ড অবস্থিত আছে, তথায় শঙ্কর মনিকর্ণিকার সহিত খেলা করিয়া থাকেন সেখানে দেবতারা জন্ম, মৃত্যু ও ভোগাদির সর্ব্বদা স্নেহ করিয়া থাকেন, তথায় উত্তরবাহিনী তীরে একাদশ রুদ্র স্থিত আছেন। এইস্থানে কপিল ও নরসিংহদেব নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

ক্ষিতিরূপো মহাদেবো বিরূপাক্ষ মহেশ্বরঃ।
অগ্নিরূপো মহাদেবো মৃদংভিথা বিরাজিতঃ ॥ ১৩ ॥
জলমূর্ত্তি দেবেশি সহস্রধারা কৃতিঃ শুভে।
শ্রীচন্দ্রশেখরো দেব খ মূর্ত্তিশ্চ বিরাজতঃ ॥ ১৪ ॥
রাজ্য রাজক ভাবশ্চ স্বয়ম্ভূর্লিঙ্গরূপকঃ ॥ ১৫ ॥

সোমমূর্ত্তিস্তথা জ্বালা সূর্য্যরূপিচ বাড়বঃ।
মুক্তিপ্রদ স্বয়ং রাম সীতা কুণ্ডোত্তর স্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
দৈত্যানং যুধিসংক্রুদ্ধা গলদ্রক্ত নিবাননা॥
নিশ্বাসাজ্জায়তে বহ্নিঃসাজ্বালা পরিকীর্ত্তিত ॥ ১৭ ॥
পাতালান্তর্গতো:বহ্নির্জ্জল্যং ভিথা প্রকাশিত।
শতশিখো মহাতেজো বাড়বস্যোত্তরে হ্রদে ॥ ১৮ ॥

দেবি, বিরূপাক্ষ মহাশয় ক্ষিতিরূপে মহেশ্বর পৃথিবীর অন্তরাল হইতে স্বীয় জ্বলন্ত বহ্নিরূপে বিরাজ করিতেছেন আর জলমূর্ত্তি সহস্রধারার রজত আভায ও চন্দ্রশেখর অনন্ত আকাশ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন তথা রাজ রাজেশ্বররূপে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, সোমমূর্ত্তিতে জ্বালাদেবী সূর্য্যমূর্ত্তিতে বাড়ব প্রকাশিত আছেন। সীতা-কুণ্ডের উত্তরদিগে মুক্তিপ্রদ স্বয়ং রামকুণ্ডো অবস্থিত আছেন। দৈত্যরণে উন্মত্তা গলদ্রক্তাভ মহাকালীর নিশ্বাস হইতে যে বহ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা জ্বালাদেবি নামে পরিকীর্ত্তিতা হইয়াছে। শতশিখা ও মহাতেজস্বী পাতাল বহ্নি :বাড়বের উত্তর হ্রদের জল রাশিতে প্রকাশ আছে॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

যোগেশ্বরো মহাদেবো বিতলে ধ্যান তৎপরঃ।
তস্য শিরসি দেবেশি কটাহাগ্নি রহর্নিশং ॥ ১৯ ॥
সবহ্নি বাড়বো নাম বিধানং দ্বিতীয় শৃণু।
যোগ নেত্রান্ত সঞ্জাতো জলমধ্যে চ বাড়বঃ ॥ ২০ ॥
কামো ভস্মঞ্চ সংনিতোযেন নেত্রাগ্নিনা পুরা।
ত্রিলোকং দহ্যতে যৈন সমুদ্রশ্চৈব শোষ্যতে ॥ ২১ ॥
যুগান্তেদহ্যতে যেন ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
স সাক্ষাদ্বাড়বো বহ্নিঃ সর্ব্বপাপহরঃ শুভঃ ॥ ২২ ॥
তস্যোত্তরে বসেদ্দেবি আদিদেবো নিরঞ্জনঃ।
সাগ্নিকোণে মুক্তকেশী পূর্ব্বে নক্রেশ্বরোমহা ॥ ২৩ ॥
মহাতেজময়ো বহ্নিঃ সর্ব্বপাপ বিনাশনঃ।
তেনাগ্নিনা জগৎ সর্ব্বং জুগান্তে দহ্যতে ধ্রুবং ॥ ২৪ ॥

রসাতলে যোগেশ্বর সয়ম্ভু সুগভীর ধ্যানে মগ্ন আছেন। দেবি! তাঁহার শিরোপরি প্রচণ্ড কটাহাগ্নি অহর্নিশি প্রজ্বলিত আছে। তাহা বাড়বনামে খ্যাত ও তাহার দ্বিতীয় বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর। যে প্রজ্জ্বলিত বহ্নি যোগনেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এখন জলমধ্যে বাড়বরূপে প্রকাশিত আছে। যদ্দারা পূর্ব্বকালে কামদেব ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন, যাহা ত্রিভুবনদাহন এবং অনন্তসাগর শোষণক্ষম ও প্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ডে নিঃসন্দেহ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

সার্দ্ধ ক্রোশান্তরে দেবি কুণ্ডমেকং বিরাজতে।
প্রলয়াগ্নি সমস্তত্র নিত্যং জ্বলতি পাবকঃ।
গঙ্গাস্নানে সমং তত্র রুদ্রলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥ ২৫ ॥

ক্রোশার্দ্ধের মধ্যস্থানে একটী মহাকুণ্ড বিরাজিত আছে। তাহার অনল প্রলয়াগ্নির তুল্য প্রচণ্ড ও সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত। তাহাতে স্নান করিলে মানবের গঙ্গা স্নানের সমান ফল হয়, সে ব্যক্তি অনায়াসে রুদ্রলোকে গমন করে ॥ ২৫ ॥

কুণ্ডস্তত্র মহেশানি চতুরস্রং সমন্ততঃ।
তত্রজ্বলাগ্নি রূপচ পাতালাদুর্থিতা সতী ॥ ২৬ ॥
জলংভিথা মহেশানি শতজিহ্বাত্মিকাপরা।
তস্যোত্তরে চৈকশিখা বহ্নিরূপ বিলোপগ ॥ ২৭ ॥
দক্ষিণে ভৈরবস্তত্র তন্নদীতীর বাসকঃ।
তস্য দক্ষিণতো দেবী কুণ্ডং বাড়ব সংজ্ঞকং ॥ ২৮ ॥
ক্রোশান্তে বিদ্যতে কুণ্ডং চতুর্হস্তং সুশোভনং।
সপ্তজিহ্বাত্মকো বহ্নি মুক্তিকেশ্বর সন্নিধৌ ॥ ২৯ ॥
তজ্জলনীশতুষ্কস্তত্রাগ্নিঃ শিব রূপকঃ।
যত্রনক্রেশ্বরো লিঙ্গং ধর্ম্মাগ্নিরূপ শোভিতং ॥ ৩০ ॥
তত্র স্নানে চ দানে চ শিব প্রীতিকর পরং।
অনন্তফল মাপ্নোতি তর্পণে পিতৃসংপ্রদে ॥ ৩১ ॥

দেবি! তত্রত্যকুণ্ড চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ও তাহাতে পরমেশ্বরী জ্বালাগ্নিরূপিনী হইয়া জলাভ্যন্তর হইতে শত সহস্র জিহ্বায় দীপ্তিমান আছেন। তাহার উত্তরে

একস্থানে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি এক শিখা বিশিষ্ট চঞ্চলা তদ্দক্ষিণদিগে নদীতীরে ভৈরব বাস করিতেছেন। তদ্দক্ষিণে এক কুণ্ড অধিষ্ঠিত আছে, তাহা বাড়বনামে বিখ্যাত তাহার একক্রোশ স্থানে চতুর্হস্ত পরিমিত এক কুণ্ড বর্ত্তমান আছে। তথা মুক্তিকেশ্বরের সন্নিকট সপ্ত প্রচণ্ড অগ্নিদেব প্রকাশিত আছেন। তাহার জল ঈষৎ উষ্ণ ও তদগ্নি শিবরূপী। যেস্থানে ধর্ম্মাগ্নিরূপী নক্রেশ্বরের লিঙ্গ বিরাজ আছেন, সেখানে স্নান ও দান করিলে মহাদেব অত্যন্ত প্রীতি হন; পিতৃদেবের তর্পণ করিলে অনন্ত ফললাভ হয় ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

ক্রোশার্দ্ধ পূর্ব্বতঃ পিণ্ডাশীলা সরস্বতী স্থিতা।
তত্র সংলিখনং নাম্নো যমদ্বারং নগচ্ছতি ॥ ৩২ ॥
অষ্টধারা নদী তত্র মহাদেব প্রসাদিনী।
তত কামঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ বহ্নি সংক্ষয় কামতঃ ॥ ৩৩ ॥
শ্রাদ্ধেচৈবাক্ষয়ং পুণ্যং পূজয়িত্বা প্রদক্ষিণং ॥ ৩৪ ॥

অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে সরস্বতী নামে একটী শীলা অবস্থিত আছে। তাহার উপর নাম লিখিলে মানবের অন্তিম সময়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। এখানে অষ্টধারা এক নদী বহিতেছে। কিন্তু মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু ইহাতে কুসুমাঞ্জন কাম, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা অবস্থিত আছেন, এইস্থানে শ্রাদ্ধ, অর্চ্চনা ও প্রদক্ষিণ করিলে মানবের অক্ষয় পূণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

ততোদক্ষ পথাগচ্ছেৎ সংপশ্যেৎ কর্করী নদীং।
যস্য পার্শ্বেস্থিতা সর্ব্বে ভৈরবাঃ শিবরূপিনঃ ॥ ৩৫ ॥
ক্ষত্রপালঃ ক্ষত্রহন্তা শার্দ্দূলো বনজন্তুকঃ।
তেষাং পূজা প্রকর্ত্তব্যা যথা বিভব বিস্তরৈঃ ॥ ৩৬ ॥
ভৈরবানাং প্রভাবেন তীর্থানা মটনাস্তবেৎ।
মাভয়ং নচ দৌর্ভাগ্যং ন ব্যাধিনৈব সঙ্কটং ॥ ৩৭ ॥
পঞ্চক্রোশান্ স্থিতান্ দেবান্‌সংসপৃশেৎ নিরপত্রপ ॥ ৩৮ ॥

তাহার দক্ষিণ পথে যাইয়া কর্করী নদী সন্দর্শন করিবে। তাহার উভয় তীরে

ভৈরবগণ অধিষ্ঠিত আছেন। বটুকদেব, তথা ক্ষত্রপাল ক্ষত্রহন্তা ও শার্দ্দূল প্রভৃতি বনজন্তুদিগের সাধ্যমতে পূজা করিবে। ভৈরবগণের প্রভাববলে তথা হইতে ভয় ব্যাধি দৌর্ভাগ্য :এবং সঙ্কট, এককালে পলায়ন করিয়াছে; এইজন্য মর্ত্তবাসীরা নির্ভয়চিত্তে ভ্রমণ করিয়া থাকে। পঞ্চক্রোশ মধ্যদেশে যে সকল দেবতা স্থিত আছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন মাত্রে স্পর্শ করিবে॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাসকুণ্ডের অগ্নিকোণে কম্পাতীর পথ বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বকালে এই কম্পা নদীর তীরবর্ত্তি মেরুপর্ব্বতে বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া সতীর দক্ষবাহু নিপতিত হইয়াছিল। এইস্থানে শ্রুতি সুখকর দৈববাদ্য গীতি ও নাট্য নিরন্তর শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে ও এইখানে সর্ব্ব কল্যাণময়ী পরমেশ্বরী কালী অধিষ্ঠিতা আছেন। তাঁহার গলদেশে নর মুণ্ডমালা ও যজ্ঞোপবীত স্বরূপ পন্নগ সমূহ এবং ললাটে বিমল চন্দ্রার্দ্ধরেখা। তিনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা দিগ্বাসা ও উজ্জ্বল দশন বিশিষ্টা তিনি বাম হস্তে খড়্গ ও অসুর মুণ্ড ধারণ করিয়াছেন, এবং দক্ষিণ হস্তে ত্রিভুবনে অভয় দিয়া থাকেন তিনি দেবতাদিগেরও পূজ্য দেবতা, অনন্ত শক্তি সরূপিনী সেখানে বদ্ধ আকার বিশিষ্ট প্রকাণ্ড এক শিলা ক্রোশার্দ্ধ স্থান বেষ্টিত করিয়া দণ্ডায়মান আছে। তথায় সতী দেহ বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইয়াছিল। তথায় শ্রীমতী রাধিকার সহিত রাধিকাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন এবং সীতার সহিত শ্রীরাম ও অন্যান্য দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন। কম্পা নদীর দক্ষিণতীরে একক্রোশ মধ্যে তারা, তাহার বাম তীরে ভগবতী রাজরাজেশ্বরী ও তাহার পূর্ব্বাংশে ভুবনেশ্বরী তথা তাহার ঈশান কোণে ভৈরবী, কুবেরোপরি দেবী ছিন্নমস্তা সলিলোপরি ধুমাবতী তথা বরুণ কোণে সুরসুন্দরী বগলা, নৈঋতে সর্ব্বমঙ্গলা ও দক্ষিণদিগে ত্রিকোটী শক্তি সরূপিণী কমলা অধিষ্ঠিতা আছেন। আর পঞ্চবক্ত্র ভগবান মৃত্যুঞ্জয় ঊর্দ্ধমুখী হইয়া ত্রিদিব পানে দেখিয়া রহিয়াছেন। তথা বহুবিধ শিবলিঙ্গ ও অনেক শালগ্রাম বিদ্যমান আছেন। তাহাতে অনেক শক্তি ও বেতাল জম্ভক প্রভৃতি আছে তথাকার ডাকিনী ও যোগিনীরা গভীর ধ্যানে নিমগ্না। সেখানে বিহঙ্গমেরা ক্রীড়া ও অপ্সরাগণ সঙ্গীতের অমৃতময়ী লহরীতে আকাশ পূর্ণ করিতেছে আর কিন্নরীগণ নর্ত্তন করিয়া আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত করিতেছে॥

ইতি শ্রীবারাহীতন্ত্রে নারায়ণ নারায়ণী সংবাদে চন্দ্রশেখর-
দর্পণে চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তি সপ্তম পটল
দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্তঃ।

তন্ত্র চূড়ামণিধৃত।

চট্টলে দক্ষ বাহুর্ম্মে ভৈরবশ্চন্দ্র শেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ও বাণি তত্র দেবতা॥
বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে।
চন্দ্রশেখর মারুহ্য পুনঃজন্ম নবিদ্যতে॥

চট্টগ্রামস্থ চন্দ্রশেখর আমার দক্ষিণ বাহু স্বরূপ, ইনি তত্রত্য ভৈরব, আর ভৈরবী ভবানি ব্যক্তরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আরোহণ করিলে পুনঃজন্ম হয় না॥

শক্তি সঙ্গন তন্ত্রোক্ত ত্রয়োদশ পটলে।

চন্দ্রশেখর মারভপঞ্চাশ যোজনাবধি।
বহিক্ষেত্রমিদং প্রোক্তং দেবানামপি দুর্ল্লভং॥

চন্দ্রশেখর হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দিকে পঞ্চাশৎ যোজন পর্য্যন্ত পবিত্র বহিঃক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র স্থান দেবতাদিগের পক্ষেও দুর্ল্লভ॥

পঞ্চম অঙ্ক।

—:০:—

সীতাকুণ্ড খণ্ড।

কাল্যুবাচ।

হে দেব, করুণাবন্ধো ব্রুহি তত্ত্বমতঃপরং।
ত্রেতায়াং গুরুবৃত্তান্তং যদুক্তমমৃতং বচঃ॥ ১॥

কথং গুরুস্তে হে নাথ! রামএব চ মানুষঃ।
সীতা চ মানুষী দেবী কথন্তে গুরুপত্নী চ ॥ ২ ॥
তৎসর্ব্বং সারভূতঞ্চ কথয়স্ব ময়ি প্রভো ॥ ৩ ॥

কালী গবান মহাকালকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, হে, করুণাবন্ধো! আপনি ত্রেতা যুগে আমাদিগের গুরুদেবের অমৃতময়ী নাম করিয়াছিলেন, অতএব তাহাই নাম করুন। নাথ! কিরূপে মানুষ রাম আপনার গুরু ও মানুষী সীতা গুরুপত্নী হইলেন্ সে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে। হে প্রভো কৃপাপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করুন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

শৃণু পুণ্য বতি দেবি শৃণু ভাগ্যবতি মম।
অকথ্যং ত্রিষু লোকেষু রামনাম বরাননে ॥ ৪ ॥
রকারো রক্তবর্ণশ্চ আকারঃ সত্ত্বরূপকঃ।
মকার কৃষ্ণবর্ণশ্চ ত্রক্ষরস্তু ত্রিবর্ণকঃ ॥ ৫ ॥
সএব মমজীবশ্চ জীব জীব উদাহৃতঃ ॥ ৬ ॥

হে বরাননে! আমি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিতেছি শুন! ত্রিলোকে রাম নামের বিষয় অকথনীয় তিনি রকারে রক্তবর্ণ অর্থাৎ রজোগুণ আকারে সত্ত্বগুণ, এবং মকারে কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ সময় তিনি ত্রিবর্ণাত্মক নাম ধারণ পূর্ব্বক আমার সমস্ত প্রাণীর জীবন যেরূপে প্রকাশ হইয়া আছেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

বৈদেহী বৈষ্ণবীনাম্নী সীতা চ ত্রিগুণাতীতা।
বকারো ব্রহ্মরূপশ্চ ঐকারস্তামসাস্মৃতঃ ॥ ৭ ॥
দকারঃ শুভ্রবর্ণশ্চ এহিরক্তগুণস্তথা।
ত্রিগুণানামতীতশ্চ বকারো ব্রহ্মরূপিণী।
সা বসেৎ কলিযুগে চ চট্টলে চন্দ্রশেখরে ॥ ৮ ॥

আর আমার গুরুপত্নী সীতা বৈষ্ণবী নাম করিয়া ত্রিগুণাতীত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বকারে ব্রহ্মরূপ, একার ও হিকারে রজোগুণ প্রাপ্ত হইয়া বৈদেহী নাম ধারণ করিয়াছিলেন। এপ্রকারে তিনি ব্রহ্মরূপিণী হইয়া কলিযুগে চট্টলে চন্দ্রশেখরে বাস করিবেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

অতো বসামি যৎপ্রোক্তং কলৌ চ চন্দ্রশেখরে।
রামসীতা জপন্নিতং তয়াসহ মহেশ্বরি ॥ ৯ ॥

হে মহেশ্বরি আমি কলিকালে চন্দ্রশেখরে বাস করিব বলিয়া পূর্ব্বেও ব্যক্ত করিয়াছি অতএব তোমার সহিত সীতা ও রামের নাম জপ করিতে করিতে বাস করিবার অভিপ্রায় বলিয়াছি ॥ ৯ ॥

যত্র মে গুরুপত্নী সা রামেন ভ্রমিতা পুরা।
তত্র স্থানশ্চ মাং জ্ঞেয়ং তয়োর্গুর্ব্বোশ্চ রক্ষকং ॥ ১০ ॥
কাশীক্ষেত্রং যথাহঞ্চ নিবসামি বরাননে।
তথাএ পরিতিষ্টামিচন্দ্রশেখর পর্ব্বতে ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বে যে স্থানে আমার গুরুপত্নী সীতা গুরুদেব রামের সঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন, আমি সেস্থানে তাঁহাদিগের রক্ষকরূপে নিয়োজিত :হইয়াছি জানিবে। বরাননে! আমি যেরূপ কাশীক্ষেত্র তীর্থে বাস করিয়া থাকি সেরূপ চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে বাস করিব ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

রাক্ষসান্নাশয়ার্থঞ্চ রাবণাদি পরাক্রমান্।
অভূদ্রামস্তদর্থঞ্চ পৃথিবাং জনকাত্মজা ॥ ১২ ॥
রামো দাশরথীপ্রোক্তঃ সীতা চ পৃথিবীসুতা।
বিষ্ণুমায়েতি যচ্চোক্তং প্রাদুর্ভূতা সনাতনী ॥
সৈব মে পরমাগুর্ব্বী সৈব সর্ব্বে সুরেশ্বরী ॥ ১৩ ॥

জনকাত্মজা সীতা ও রাম রাবনাদি মহাপরাক্রমশালী রাক্ষসগণের বধের জন্য পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র দাসরথি, সীতা পৃথিবী সুতা বিষ্ণুমায়া নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত সেই পরমারাধ্যা সীতা আমার গুরুপত্নী, অমরদিগের ঈশ্বরী ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

রামেশ্বরশ্চ যর্চ্চোক্ত রামসেতুপ্ররক্ষকং।
একাম্বরো ভৈরবো ভূত্বা পশ্যাম্যেব জনার্দ্দনং ॥ ১৪ ॥
সীতাপদার্পণং যত্র নাস্তি কিঞ্চিৎ জগত্রয়ে।
তত্র নৈব নিবাসো মে যদি একো ন বিদ্যতে ॥ ১৫ ॥

রামচিহ্নং যত্রনাস্তি সীতায়াঃ চিহ্নমেব চ।
কুণ্ডংবা প্রতিমা বাপি ন বসামি কদাচন ॥ ১৬ ॥

আমি একাম্বর ভৈরবরূপে রামের সেতু রক্ষক রামেশ্বর জনার্দ্দনকে দর্শন করিয়াছি। ত্রিভুবনে যে কোন স্থানে সীতা পদার্পণ করেন নাই, এবং শ্রীরামের চিহ্ন পাওয়া যায় না সেস্থানে নানাকুণ্ড, নানা প্রতিমা থাকিলেও আমি বাস করিব না ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

কস্মিন্ স্থানে মহাদেব সীতাকুণ্ডাদিভির্যুতঃ।
তত্র স্থানং করোম্যেব বদ দেব মহেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

কালী বলিলেন, হে শঙ্কর! কোন স্থানে সীতাকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থ বিদ্যমান আছে, আমার নিকট বর্ণন করুন। তাহাই আমার বাসস্থান হইবে ॥ ১৭ ॥

শৃণু তত্ত্ব প্রবক্ষামি পুণ্যোহং রামনামতঃ।
ত্ব পুণ্যা চ বৈদেহ্যাং শ্রবণন্নামমুত্তমং ॥ ১৮ ॥
অহং পুণ্যো ভবাম্যেব ত্বঞ্চ পুণ্যবতী প্রিয়ে।
রামসীতা দ্বয়োর্নাম প্রবাদার্চ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৯ ॥

কালী প্রত্যুত্তর কহিলেন, হে দেবি, আমি তোমার সেই সমুদয় বিষয় প্রকাশ করিতেছি শুন। রাম সীতা পবিত্র নাম পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করাতে আমি পুণ্যবান্ হইলাম, আর তুমি পুণ্যবতী হইলে ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

রাজ্যত্যক্ত্বা রঘুশ্রেষ্ঠো ভ্রমন্ সোপি বনে বনে।
সর্ব্বতীর্থং করোত্যেব ব্যাসরূপঃ সনাতন ॥ ২০ ॥
সত্যস্থানং কাশীক্ষেত্রং বারাণসীঞ্চ বৈ তথা।
সীতারামপদস্পৃষ্টা তত্রাপি নিবসাম্যহং ॥ ২১ ॥
স্নানং কর্ত্তুং কাশীক্ষেত্রে কুণ্ডঞ্চ মৈথিলাশ্রমং।
তথা বৈকাম্বরে নাম্নি পাতালমগমৎ যথা ॥ ২২ ॥
সেতুবন্ধে চ যৎকুণ্ডং তচ্চ বৈশ্রাবনাশ্রমৌ।
পরীক্ষাকুণ্ডমিত্যুক্তং চন্দ্রনাথে বিশেষতঃ ॥ ২৩ ॥

যখন রঘুকুল শ্রেষ্ঠ রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন সর্ব্বতীর্থ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তিনি ব্যাসরূপে সনাতন হইয়া কাশীক্ষেত্রাদিতে কুণ্ড-

রূপে মৈথিলাশ্রম এবং একাম্বর বনে বৈশ্রবনাশ্রমে সেতুবন্ধে যে কুণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে সেই সীতার পরীক্ষা কুণ্ড ; তাহারপর চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী যে সীতাকুণ্ড রহিয়াছে, সে সকল কুণ্ড হইতে তাহা অধিক জানিও ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

তত্রনিত্যং বসন্ত্যেব ব্যাসকুণ্ডো দয়ঃ সমাঃ ।
সীতানাভিসমং কুণ্ডং পাতালং কুণ্ডমুত্তমং ॥ ২৪ ॥
সীতাপরীক্ষণার্থায় তৎপূর্ব্বেহগ্নিপ্রদীপ্তবান্ ।
ততঃ শশাপ সা সীতা পরিক্ষানলতাপিতা ॥ ২৫ ॥
যুগান্তেনাখিলং সর্ব্বং দহ্যন্তে তেন বহ্নিনা ।
সীতাকোপানলো যত্র কুণ্ডস্তত্র বিচক্ষণং ॥ ২৬ ॥

সেই চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আমি সর্ব্বদা বাস করি। ব্যাসকুণ্ড নিকটে সীতার নাভিসম পাতাল হইতে যে কুণ্ড উদ্ভব হইয়াছে তাহার পূর্ব্বাংশে বহ্নি দীপ্তি পাইতেছে, সেই সীতার পরীক্ষা কুণ্ড সেই কুণ্ডে সীতা পরীক্ষানল তাপিতা হইয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, কলিযুগের শেষে সেই কুণ্ড হইতে অগ্নি উঠিয়া সকল সংসার ভস্মীভূত করিবে ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

তৎপশ্চাদ্ব্যাসদেবেন নির্ম্মিতং কুণ্ডমুত্তমং ।
পূর্ব্বোত্তরস্যাং যচ্চোক্তং বৃষকুণ্ডঞ্চ সাক্ষিকং ॥ ২৭ ॥

তৎপরে ব্যাসদেব সীতাকুণ্ড নির্ম্মিত করিয়াছিলেন ; তাহার পূর্ব্বোত্তরদিকে বৃষকুণ্ড সাক্ষিস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ২৭ ॥

পাতালগামিনী সীতা দক্ষিণে পরিকীর্ত্তিতা ।
তৎকুণ্ডে চনরঃ স্নাত্বা যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ২৮ ॥

তাহার দক্ষিণে পাতালগামিনী সীতা অবস্থিত আছেন, সেইকুণ্ডে সকল মানব যাইয়া স্নান করে তাহারা অনায়াসে নারায়ণের পরম পদ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৮ ॥

তদ্দক্ষিণে চৈককুণ্ডং নাভিনাম্না উদাহৃতং ।
তৎকুণ্ডে স্নাতিসা সীতা বৈদেহী রামবল্লভা ॥ ২৯ ॥

তাহার দক্ষিণদিকে যে কুণ্ড রহিয়াছে তাহা নাভিকুণ্ড নামে বিখ্যাত এই কুণ্ডে সীতাদেবী নিত্য স্নান করিতেন ॥ ২৯ ॥

তদুত্তরে রামকুণ্ডং স্নানে ব্রহ্মপদং লভেৎ।
তদুত্তরে চ সীতায়াঃ পরীক্ষাকুণ্ডমুত্তমং ॥ ৩০ ॥
এতেষাং পূর্ব্বভাগে চ ব্যাসদেবোযথাক্রমং।
সীতাকুণ্ডং প্রতিযেহপি গচ্ছন্তি হৃষ্টমানসঃ ॥ ৩১ ॥
নৃত্যন্তি পিতরস্তেষাং মুক্তিং প্রাপ্য যথাসুখং।
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড দানেন যৎফলং লভেৎ ॥ ৩২ ॥
তৎফলং লভতে তস্য সীতাকুণ্ডগতস্য চ।
মহৌষধি মহাদানে যৎফলং মমসেবনং ॥ ৩৩ ॥
তৎফলং লভতে দেবি পদার্পণক্রমে ক্রমে।
সীতাকুণ্ডজলং দৃষ্ট্বা নৃত্যন্তি দানবাদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

তদুত্তরে রামকুণ্ডে স্নান করিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। তদুত্তরে সীতাকুণ্ডের পূর্ব্বাংশে ব্যাস মুনির ক্ষেত্র যে মানব আনন্দচিত্তে যাইয়া স্নান দান পূজা ও তর্পণ করে তবে পিতৃগণ আমোদিত মনে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। আর সীতাকুণ্ডে যাইয়া অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড দানে যে ফল প্রাপ্ত হয় সেই ফল সীতাকুণ্ডে যাইয়া নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে। বিশেষ কি মহৌষধি দানে এবং শিব সেবনে যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়, এই কুণ্ডে স্নান করিলে তদধিক ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহা দেখিয়া দানবাদি নৃত্য করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

যত্নেন নির্ম্মিতং কুণ্ডং পরীক্ষার্থং হনূমতা।
কুণ্ডপার্শ্বচরো ভূত্বা তিষ্ঠতি হনুমান্ বলিঃ ॥ ৩৫ ॥
রামএব মহাবিষ্ণুঃ সীতা ছিন্নকুলোদ্ভবা।
তয়োঃ স্বর্ণপ্রতিমা চ তত্র কুণ্ডে বিশেষতঃ ॥ ৩৬ ॥

মহাপরাক্রমশালী হনুমান যত্নের সহিত সীতার পরীক্ষাকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহার পার্শ্বচররূপে অবস্থিত আছেন, এখনও দেখা যায় সেই কুণ্ড মাজে মহাবিষ্ণু রাম ও ছিন্ন কুলোদ্ভবা সীতা স্বর্ণপ্রতিমারূপে বাস করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

এতৎ শ্রুত্বা মহাকালী ছিন্নমস্তাপ্রভা তদা।
পপাত কালপুরতো রুদিত্বা তু হিমাচলে ॥ ৩৭ ॥

হে দেব জগতাং নাথ ? দর্শয়ন্ গুরু সাদরং।
গুর্ব্বীতাং দর্শয়ামাস মহন্মন্ত্রং উবাচহ ॥ ৩৮ ॥
কেনোপায়েন সিদ্ধিস্যাৎ ছিন্নমস্তা পরাতমা।
গুরুং কেনপ্রকারেণ মন্ত্রবৃত্তং পুরাতনং ॥ ৩৯ ॥
ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা শিবস্তাং প্রত্যভাষিতঃ।
মারোদিহি প্রবক্ষ্যামি গুরুমন্ত্রং বরাননে ॥ ৪০ ॥

আমাকে আপনার গুরু ও গুরুপত্নিকে দেখিয়া যে মন্ত্রের দ্বারা আমার সিদ্ধি লাভ হইতে পারে তাহা বলিয়া দিউন। ভগবতীর বাক্য শুনিয়া মহাকাল তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে বরাননে আর কাঁদিও না সেই মহামন্ত্র বলিতেছি ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

আগচ্ছ চন্দ্রশেখরে ময়াসহ নিজাগমে।
নানাপুষ্পসমাযুক্তে নানারত্নপ্রভাকরে ॥ ৪১ ॥
উত্তরে চম্পকারণ্যে ধন্যে তত্র সুরালয়ে।
ডম্বরু প্রতিমা শৈলে বসামি চ তয়াসহ ॥ ৪২ ॥
মন্ত্রং তত্র দদাম্যেব সহস্রধারা যথোত্তমং।

মহাদেব কহিলেন হে দেবি আমার সহিত আমার প্রিয় বাসস্থান নানারত্ন কুসুমে সুশোভিত চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আগমন কর। উত্তরে চম্পকারণ্যে সুরালয়ে ডমরু প্রতিমা পর্ব্বত এবং সহস্র ধারার নিকটে তোমাকে যথাবিধি মন্ত্র প্রদান করিব ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

তৎশ্রুত্বা পার্ব্বতী তুষ্টা জগাম চন্দ্রশেখরং ॥ ৪৩ ॥
সীতাকুণ্ডে ততঃ স্নাত্বা মন্ত্রং গৃহ্লাতি সা মূদা।

তাহা শুনিয়া পার্ব্বতী তুষ্ট হইয়া চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে যাইয়া সীতাকুণ্ডে স্নান করত মন্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

গুরুপত্নীং সমুদ্দিশ্য গন্ধধূপাদিভির্যথা।
পূজয়ামাস তং রামং কুণ্ডং তীরে যথাবিধিঃ ॥ ৪৪ ॥

তাহার পর ভগবতী গুরুপত্নি উদ্দেশে রাম কুণ্ডতীরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপাদি দ্বারা যথানিয়মে অর্চ্চনা করিলেন ॥ ৪৪ ॥

নাভিকুণ্ডজলে স্থিত্বা পূজয়েত্তং যথাক্রমং।
আদৌ রামং সমভ্যর্চ্চ তদন্তে ছিন্নমস্তকাং ॥ ৪৫ ॥
ব্যাসকুণ্ডং ততো গত্বা জগাম উত্তরাশ্রয়ং।
তত্তীরে চাকরোৎ পূজাং সীতাং তাং ছিন্নমস্তকাং ॥ ৪৬ ॥
মন্ত্রমাহ ততঃ কালো বৈদেহীরাময়োর্যথা ॥ ৪৭ ॥

তৎপরে নাভিকুণ্ডের জলে স্নান করত আদৌ শ্রীরামকে পূজা করিবে, তৎপরে ছিন্নমস্তা পূজা করিয়া পরে ব্যাসকুণ্ড যাইয়া উত্তরাশ্রয়ে তাহার তীরে রাম সীতার মন্ত্র প্রকাশ করে বলিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

রৈং রামমাতাং শুভ্রাং ছিন্নাং প্রীতাং মনোহরাং।
গৃহ্নমন্ত্রং মমোক্তঞ্চ সারভূতং সুদুর্ল্লভং ॥ ৪৮ ॥
ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে চৈব প্রদদ্যাৎছিন্নমস্তকাং।
স এব মমতুল্যশ্চ বায়ুতুল্যো বলোদ্গমঃ ॥ ৪৯ ॥
বৈশ্যোবাপি তথাশূদ্রো মন্ত্রমেতং যদিচ্ছতি।
স এব প্রাণীনাং মধ্যে মুক্তি প্রাপ্তির্জ্জগত্রয়ে ॥ ৫০ ॥

রৈং রাং এই মন্ত্র অত্যন্ত সৌন্দর্য্য আমার উক্ত ও সারভূত সুদুর্ল্লভ ছিন্নমস্তা মন্ত্র গ্রহণ করাইয়াছিলেন সেই মন্ত্র চতুর্বর্ণ জীবমাত্রেই গ্রহণ করিলে আকাশ সদৃশ পরাক্রম হইয়া সে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়; তাহাতে ছিন্নমস্তা মন্ত্র গ্রহণ করিলে, সেই মন্ত্রে ত্রিজগতে মধ্যে জীব মাত্রেই মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥

ইতি ছিন্নমস্তাতন্ত্রে মহাকাল কালীসম্বাদে পার্ব্বতীমন্ত্রগ্রহণ
স্থাননির্ণয়ো নাম দ্বিতীয় পটলঃ।

তৃতীয়খণ্ড সমাপ্তঃ।

সয়ম্ভু মাহাত্ম্য।

শিবস্য পূজনাদ্দেবী চতুর্ব্বর্গাধিলোভ অষ্টৈশ্বর্য্য স্থতোমর্ত্ত্যঃ সম্ভু-নাথস্য পূজনাৎ। স্বয়ং নারায়ণঃ প্রোক্তো যদি শম্ভুং প্রপূজয়েৎ। সর্গে মত্যেচ্চ পাতালে যে দেবাঃ সংস্থিতাঃ সদা॥ তেষাং পূজাভবে-দ্দেবি শম্ভুনাথস্য পূজনাৎ॥ লিঙ্গপুরাণোদ্ধৃত॥

দেবি! মানবে ত্রিলোচনের পূজা করিলে তাহার অনায়াসে চতুর্ব্বর্গ ও অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। স্বয়ং নারায়ণ বলিয়াছেন, যদ্যপি স্বয়ম্ভুর অর্চ্চনা করা হয় তবে তাহার দ্বারা সর্গ মর্ত্ত্য পাতালবাসী সমুদয় দেবতা পূজিত করা হয় তবে তাঁহা-দিগের স্বতন্ত্র পূজা করিতে হয় না।

চন্দ্রনাথ-দর্পণ।

—:০:—

দ্বিতীয় ভাগ।

পূর্ব্বখণ্ড গণেশ মর্ষিনী তন্ত্রোক্ত।

"বিন্ধ্য ভূধর পূর্ব্বস্যাং যাবচ্চট্টল দেশকঃ।
বিষ্ণুক্রান্তেতি বিখ্যাতং দেবনামপি দুর্ল্লভং॥
যতুঃষষ্ঠিনি তন্ত্রানি যামলাদীনি পার্ব্বতি।
সফলানি বরারোহে বিষ্ণুক্রান্তাসু ভুমিষু॥ ১॥

বিন্ধ্য পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিষ্ণুক্রান্তা নামে বিখ্যাত, তাহাতে চৌষষ্ঠি তন্ত্র ও যামলাদি শাস্ত্র সফলরূপে চলিত আছে, এবং তাহা দেবতাদিগের দুর্ল্লভ স্থান বলিয়া সদাশিব স্বয়ং ভগবতীকে বলিয়াছেন॥ ১॥

লিঙ্গ পুরাণোদ্ধৃত।

"লোকানাঞ্চ হিতার্থায় বঙ্গস্থে চন্দ্রশেখরে।
ত্বয়া সহ বসিষ্যামি সত্যং সত্যং বরাননে"॥ ৩॥

হে বরাননে! আমি লোকের হিতার্থে সত্যই বঙ্গদেশস্থিত চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে তোমার সহিত বাস করিব॥ ৩॥

আদি ব্রহ্মপুরাণোদ্ধৃত।

"বঙ্গাধিপো ভবিষ্যামি দেবৈঃ সার্দ্ধং কলৌ শিবে।
হিমাদ্রিরিব মে শ্লাঘ্যো যত্র শ্রীচন্দ্রশেখরে॥"

হে শিবে! আমি কলিযুগে দেবতাদিগের সহিত বঙ্গদেশের অধিপতি হইব। হিমালয় যেরূপ এখন আমার প্রিয় বাসস্থান, কলিযুগে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতও সেইরূপ প্রিয় বাসস্থান হইবে॥ ৪॥

চূড়ামণি তন্ত্রোক্ত পীঠ নির্ণয়ে।

"স্থানত্রয়ে মহেশানি বসামি সততং প্রিয়ে।
বারাণস্যাঞ্চ কৈলাসে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে।
বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে" ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

হে মহেশানি! আমি বারানসী, কৈলাস ও চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকি কিন্তু কলিযুগে চন্দ্রশেখরই আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইবে॥ ৬ ॥ ৭ ॥

কালী মাহাত্ম্যোদ্ধৃত।

কলিযুগে চন্দ্রশেখর কাশীশ্রেষ্ঠ যথা—

"কলৌ কাশ্যাধিকা প্রীতিঃ শ্রীচন্দ্রশেখরে নগে।
চতুর্ব্বর্গাল্লভেদ্দেবী মরণে মুক্তিদা স্বয়ং॥" ৯ ॥

কলিযুগে চন্দ্রশেখর পর্ব্বত বারাণসী হইতেও আমার অধিক প্রীতিকর হইবে। তথায় জীবের মৃত্যু হইলে মুক্তি হয়॥ ৯ ॥

পূর্ব্বখণ্ড বায়ু পুরাণোদ্ধৃত।

চন্দ্রনাথ স্বয়ম্ভু লিঙ্গযুক্ত আছেন যথা—

"কলৌ দেবা বসেৎ সর্ব্বে বঙ্গস্থে পূর্ব্বচট্টলে।
চন্দ্রনাথঃ স্থিতস্তত্র সয়ম্ভূ লিঙ্গসংযুতঃ॥" ১০ ॥

কলিযুগে বঙ্গদেশস্থ পূর্ব্বদিকে চট্টগ্রামে দেবতা সকল বাস করেন। তাহাতে চন্দ্রনাথ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ সংযুক্ত হইয়া স্থিত রহিয়াছেন॥ ১০ ॥

আদিপুরাণোদ্ধৃত।

"দেবাভিলষিতং ক্ষেত্রং বঙ্গ প্রাক্‌চাস্তি শৈলজে।
অতি গুহ্যং মহৎ পুণ্যং চট্টলে চন্দ্রশেখরে" ॥ ২ ॥

হে পার্ব্বতি! বঙ্গদেশের পূর্ব্বদিকস্থ চট্টগ্রাম নামক চন্দ্রশেখর ক্ষেত্র দেবতাদিগেরও বাঞ্ছনীয়, ইহা অতি গুহ্য ও পবিত্র ক্ষেত্র।

বারাহী তন্ত্রে নারায়ণ নারায়ণী সংবাদে সপ্তম পটলে।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মুক্তি দায়িকাঃ।
বারাণসী চ মৈনাকে একাম্র-বন এব চ।
কৈলাসো রজতাদ্রিশ্চ স্বর্ণদী শৃঙ্গ-পঞ্চকঃ॥ ৪॥
এতেষু শঙ্করো নিত্যং বসেদ্দেবীসমন্বিতঃ।
কলৌ স্থানঞ্চ সর্বেষাং দেবানাংচট্টলে শুভে"॥ ৫॥

নারায়ণ প্রত্যুত্তরে নারায়ণীকে বলিলেন, ভগবান শিব উমার সহিত অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, পুরী ও দ্বারাবতী এই সপ্ত মোক্ষধামে এবং বারাণসী, মৈনাক, একাম্রকানন, রজতময় কৈলাশ, স্বর্ণদী ও শৃঙ্গ পঞ্চক এই সকল স্থানে বাস করিবেন। বিশেষতঃ কলিযুগে সর্ব্বমঙ্গল-প্রদ চট্টগ্রাম প্রদেশ সকল দেবতাগণের প্রিয় আবাস স্থান হইবে। ২১।

যোগিনী তন্ত্রোক্ত।

"সার্দ্ধ ত্রিকোটী দেবানাং বসতিশ্চট্টলে শুভে॥" ৮॥

কলিযুগে পবিত্র চট্টগ্রামে সার্দ্ধ ত্রিকোটীদেবের বসতি

১। শম্ভুনাথ দর্শনের ফল।

বারাহী তন্ত্রোক্ত।

৪৩ পশ্যেৎ, মহাদেব ইত্যাদি।

"অশ্বমেধ সহস্রস্য বাজপেয় শতস্য চ। ২২
ক্রমদীশ মুখং দৃষ্ট্বা ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥ ২৩
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তো ধনধান্য সমন্বিতঃ।
শিবত্বং লভতে মর্ত্ত্যঃ পুনর্জ্জন্ম বিবর্জ্জিতঃ॥ ২৪॥

ক্রমদীশ শম্ভুনাথের মুখ দর্শন করিতে পারিলে মানবের সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয়, এবং সকল পাপ তখনি নাশ হয়। সে ইহকালে মহা ধনধান্যশালী হইয়া বাস করে। পরকালে শিবত্ব পায় তাহার আর নিশ্চয়ই পুনর্জ্জন্ম হয় না। (তথায় মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া যথা শক্তি-মতে দান করিতে হয়। "সরস্বতী শিলায়" নাম লিখিলে লোকের পরকালে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না)। ১৪।

২। সহস্রধারায় স্নানদানাদির ফল।

বারাহীতন্ত্রোক্ত।

"সহস্রধারা নদীতত্র শিব পর্ব্বত বাহিনী।
শিবলোকং ব্রজেত্তত্র স্নানে দানে সুরেশ্বরী" ॥ ১৫ ॥

তথায় শিব পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন সহস্রধারা নামে একটী নদী আছে, তাহাতে স্নান ও দান করিলে শিবলোকে যায়।১৫।

রেবাতীর্থে স্বর্গের এক দ্বার আছে, যথা—

ঐ তন্ত্রোক্ত।

"রামশিলা ব্রহ্মশিলা সহস্রাক্ষ মহেশ্বরঃ।
যত্র সংবর্ত্ততে দেবী সা রেবা পরিকীর্ত্তিতা ॥
তত্রৈবাস্তে মহাদেবি কপাটদ্বারমুত্তমম্।
তত্রৈব যত্নতঃ কুর্য্যাদ্রক্ষাং চাপ্যাত্মনঃ সদা।
স্বর্গদ্বারং ততো দেবী চম্পকারণ্যমত্তুমম্॥" ১৬॥

যেখানে রামশিলা, ব্রহ্মশিলা এবং সহস্র নয়ন মহেশ্বর আছেন, তাহা রেবাতীর্থ। (ইহা একটী হ্রদ মাত্র, রেবা নর্ম্মদা একই কথা)। মহাদেবি! তথায় স্বর্গের একটী উৎকৃষ্ট দ্বার আছে। মানবগণ যত্নের সহিত তথায় আত্ম-রক্ষা করিবে। ১৬।

৩। বিরুপাক্ষ দর্শনের ফল।

বারাহী তন্ত্রোক্ত।

"চট্টলে দক্ষিণো বাহু ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ। ১৭।৩৭।
তস্যৈব কটিদেশস্থো বিরূপাক্ষ মহেশ্বরঃ॥
রুদ্রলোকং সমাপ্নোতি যস্তত্রারোহয়েন্নরঃ।
বিল্বরুপো মহাদেবো ডমরু প্রতিমাশিলা" ॥ ৩৭।১৭ ॥

সেই চট্টলপ্রদেশে সতীর দক্ষিণ বাহু পতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর তাঁহার ভৈরব। চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের কটিদেশে বিরূপাক্ষ মহেশ্বর আছেন, তথায় আরোহন করিলে রুদ্র লোক প্রাপ্ত হয়। তাহার স্থানে স্থানে বিল্ববৃক্ষাকারে মহাদেব অধিষ্ঠিত আছেন এবং ডমরুর মতন আকৃতি বিশিষ্ট অনেক শিলা পড়িয়া আছে। (বিরূপাক্ষে উঠিতে লতাদি ধরিয়া উঠিতে হয়, অতি কষ্ট হয়)॥ ১৭ ॥

১। চন্দ্রশেখর পর্ব্বত আরোহণের ফল।

ঐ তন্ত্রোক্ত।

ততঃ পুর্ব্বাপথা গচ্ছেৎ আরোহেচ্চন্দ্রশেখরং।
তত্র সর্ব্বে গুল্মলতা বৃক্ষাদেবা মহৌজসং
মুনয়ো ভৈরবাঃ সর্ব্বে পাষাণা লোষ্ট্ররূপিণঃ।
মহৌষধি তরুস্তত্র নানা চিত্রবিচিত্রকঃ॥
লতাভিঃ স্বর্ণবর্ণার্নির্ভিঃ পুষ্পং স্বর্ণময়ং পরং।
রজতাভং ভাবেৎপত্রং কৃষ্ণবর্ণং ফলং মহৎ॥
যস্যৈব স্পর্শ বাতেন রোগী রোগাৎপ্রমুচ্যতে।
স্পর্শাদ্দেবত্বমায়াতি ভক্ষণাদমরো ভবেৎ॥
মৃতো জীবতি বাতেন রসাঙ্গ লেপনেহচিরাৎ। ১২।

শ্রীচন্দ্রশেখরারোহে মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ ॥
বৃষকুণ্ডজলস্পর্শে রুদ্রলোকে মহীয়তে ।
বিংশতি কুল সহিত শিবলোকে মহীয়তে ॥
ততো বিষ্ণুপুরং প্রাপ্য দ্বিজোভুত্বা মহীতলে ॥
সদ্বংশ-কুলজঃ শান্তো বেদ-বেদাঙ্গ-পারগঃ ।
দেব-বিপ্রানুরক্তশ্চ ততো নির্ব্বাণতাং ব্রজেৎ ॥
আরুহ্য চ নৈঋতাস্যো মহোদধিমিতস্ততঃ ।
যঃ পশ্যেৎ-নপুনস্তস্য জন্ম মৃত্যু জরাগ্রহঃ ।
পাপ বন্ধ বিমুক্ত্যর্থং প্রপশ্যেৎ ক্রমদীশ্বরং ।
জপাদেঃ শাশ্বতী সিদ্ধিঃ পুনঃ পশ্যেদ্বিরূপকম ॥” ১৩ ॥

চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আরোহণ করিলে মানব মুক্তি প্রাপ্ত হয়, এবং বিংশতি পুরুষসহ প্রথমতঃ শিবলোকে বাস, তার পর পৃথিবীতে সদ্বংশে দ্বিজ কুলে জন্মগ্রহণ করে ; সে শান্ত ও বেদ বেদাঙ্গ পারগ হয়, এবং দেবতা ও দ্বিজে অনুরক্ত হয় তারপরে সে নির্ব্বাণত্বলাভ করে। চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া উক্ত পর্ব্বতের নৈঋত কোণে মহোদধি দর্শন করিলে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না ;-সে অজর ও অমর হয়। তথা হইতে ভগবান ক্রমদীশ শম্ভুনাথের চরণ কমল দর্শন করিলে মানবের পাপ বন্ধন ছিন্ন হয়। পুনঃ বিরূপাক্ষ দর্শন করিলে তাহার জপ প্রভৃতি অনন্তকালের জন্য সিদ্ধ হয়। ১২।১৩।

৺চন্দ্রনাথের ধ্যান।

ওঁ চন্দ্রকোটী প্রতীকাংশ ত্রিনেত্রং চন্দ্রভূষণং,
আদি লিঙ্গং জটাজুট রত্নমৌলি বিরাজিতং।
নীলগ্রীবাম্বরাবাসং নাগহারাভি শোভিতং,
বরদা ভয় হস্তঞ্চ হরিনঞ্চ পরস্পরং।
দধানং নাগ বলয়ং কেয়ূরাঙ্গদ মুদ্রিকাং,
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানং রত্ন সিংহাসনস্থিতং।

শম্ভুনাথের ধ্যান।

"ওঁ দ্বীপী চর্ম্ম পরিধানং ভস্মরেণু বিভুষিতম্,
শূল-ডমরু-হস্তঞ্চ কমণ্ডলুধরং বিভুং।
জটাধরং চোগ্রতেজ বালার্কমিব-বর্চ্চসা,
নিরিক্ষেদব্যয়ং দেবং নিরাকারং নিরঞ্জনম্ ॥
বিশ্বরূপ স্বরূপঞ্চ শব্দরূপং মহেশ্বরং,
শব্দান্তে জ্ঞানরূপঞ্চ তত্ত্বরূপং মহেশ্বরং।
শূন্যাৎ শূন্যতরং দেবং লয়াল্লয়তরং বিভুং,
এবমেব নরোধ্যায়েতং দেবং পরমেশ্বরম্ ॥

গ্রমদীশ স্বয়ম্ভুনাথকে এইরূপে পূজাদি করিতে হয়। আবাহন বিসর্জ্জন নাই। এইরূপ সর্ব্ব লক্ষণযুক্ত স্বয়ম্ভু লিঙ্গ পৃথিবীর কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না।

ব্যাসকুণ্ডে স্নানদানাদির ফল।

"সতীদক্ষাং শতো যত্র দক্ষিণা শক্তি রূপিণী। ১৮
জ্যোতীশ্বরং পুরস্কৃত্য ব্যাসো বট সমীপতঃ ॥ ৬
যাত্রাশ্বমেধম্ করোদৃষিভির্ব্বাদরায়ণঃ।
পাতালাদুত্থিতং বারি নিরগ্নি কুণ্ডবর্ত্তুলম্ ॥ ৭
ত্রিকোণাতল সংস্পর্শং চতুর্হস্তং সুশোভনং।
কুণ্ডে চানেক লিঙ্গানি অনেক প্রতিমাঃ শুভাঃ। ৮
স্নানে গঙ্গা ফলসমং অথবা শিবতাং ব্রজেৎ।
অশ্বমেধাযুত ফলং তর্পণে পিতৃমুক্তিদং ॥ ৯
শ্রাদ্ধং পার্ব্বণকং তত্রার্ঘাবাহন বর্জ্জিতম্।
অসক্তৌ কেবলং পিণ্ডং গয়াশ্রাদ্ধঞ্জশতংফলম্ ॥ ১৮

যে স্থানে দক্ষিণাশক্তি রূপিণী দাক্ষায়ণী বিরাজ করিতেছেন, সেই পবিত্র ক্ষেত্রে জ্যোতিশ্বরের নিকটে বট বৃক্ষ সমীপে বাদরায়ণ ব্যাসদেব ঋষিগণকে লইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তথায় পাতাল হইতে জল উঠিয়া এক

ত্রিকোনাকৃতি কুণ্ড হইয়াছে। সেই কুণ্ড অতলস্পর্শ, নিরগ্নি ও চারিহাত পরিমিত। (এখন ঐ স্থান খনন করিয়া ব্যাস পুষ্করিণী করা হইয়াছে, প্রকৃত ব্যাস কুণ্ড দক্ষিণ পূর্ব্বপারের সন্ধিস্থলে, অগ্নি কোণে অবস্থিত; কিন্তু পুকুরের সমস্ত জলই ব্যাস কুণ্ডোৎপন্ন জল বটে, সুতরাং সেই পবিত্র জলে স্নানদানাদি করিলে সমফল হয়।) সেই ব্যাস কুণ্ডে অনেক লিঙ্গ ও দেব বিগ্রহ বর্ত্তমান আছেন। সেই কুণ্ডের নির্ম্মল বারিতে অবগাহণ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল হয়, অথবা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই কুণ্ডে তর্পণ করিলে অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়, এবং নিশ্চয়ই পিতৃলোকের মুক্তি হয়। তাহাতে মানব যত্নের সহিত পার্ব্বন শ্রাদ্ধ করিবে, অর্ঘ এবং আবাহণ করিতে হয় না। অসমর্থ পক্ষে কেবল পিণ্ডদান করিলে শত গয়া শ্রাদ্ধের ফল হয়। ১৮।

এইখানে বটুবৃক্ষকে

ওঁ বটুকোহতিদক্ষশ্চ নন্দীশঃ ক্ষেত্রনায়কঃ।
নির্ব্বিঘ্নং কুরু দেবেশ পঞ্চলোষ্ট্র-প্রিয়ঃসদা॥

এই মন্ত্র পাঠে পঞ্চলোষ্ট্র প্রদান করিতে হয়॥

"বটুনামা মহাবৃক্ষঃ ঈশ্বর-দ্বার-পালকঃ।
সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশায় বটুদেব নমোঽস্তুতে॥"

এই মন্ত্রে নমস্কার করিতে হয়।

এই জ্যোতির্ম্ময়ের নীচে রাম লক্ষ্মণ সীতা নাভি ও বৃষ নামক পাঁচটী কুণ্ড আছে। যথা—

"পঞ্চ কুণ্ডান্বিতং স্থানং পরমং ব্রহ্মদায়কং।
চতুর্ব্বর্গ ফলং তত্র স্নানে দানে লভেন্নরঃ॥

এই ধামের সকল জায়গাই অনন্ত পূর্ণ জলময়। বিশেষ লিখিতে পারিলাম না; যাঁহারা একান্ত ভক্তির সহিত কার্য্যাদি করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই যথোক্ত ফল পাইবেন সন্দেহ নাই।

চম্পকারণ্য বা লবণাক্ষ।

পঞ্চ ক্রোশের উত্তর সীমাতে চম্পকারণ্য, তথায় স্বর্গের একটী দ্বার আছে। ভগবান শম্ভুনাথ উহাকে অতি মনোহর স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সহস্রধারা—একটী জল প্রপাতের মত, প্রায় দুই শত হাতের উপর হইতে সরল ভাবে নীচের প্রস্তর খণ্ডে অনবরত জল পড়িতেছে। সেই জল অতি পরিষ্কার ও সুশীতল। প্রাকৃতিক কি সৌন্দর্য্য। দেখিলে মন প্রাণ বিমোহিত হইয়া বিশ্বনাথের চরণে দৃঢ় ভক্তি হয়।

ধর্ম্মাগ্নি দর্শনের ফল।

বারাহী তন্ত্রোক্ত।

"অথ বক্ষ্যামি গুহ্যান্তং ধর্ম্মাগ্নৌহরণান্মম।
পদং দাস্যামি দেবেশি যত্র গত্বানেনশোচতি॥"

দেবি! তার পর ধর্ম্মাগ্নি হরণের গুহ্যফল বলিতেছি। লোকে সে স্থানে গমন করিলে চিরকালের জন্য শোকতাপ বিদূরিত হয়, আমি তাহাকে মোক্ষ ফল প্রদান করি।

ধর্ম্মাগ্নি বর্ত্ততে দেবি তৎপূর্ব্বে বিশ্বরূপধৃক।
যংদৃষ্ট্বা ভারতে নিত্যং মোক্ষ প্রাপ্নোতিমানবঃ॥"১১

দেবি! তাহার পূর্ব্বে শিবরূপীধারী ধর্ম্মাগ্নি বর্ত্তমান আছেন। তাহা দেখিয়া ভারতে মানবগণ নিরন্তর মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। ১১

উনকোটীও ছত্রশিলা শিব দর্শনের ফল।

কোটী লিঙ্গানি তত্রৈব যত্র ছত্রাকৃতিশিলা। ২০
তত্রৈব গমনে দেবি শিব লোকে মহীয়তে॥

যেথানে ছত্রাকৃতি শিলা অবস্থিত রহিয়াছে সেই স্থানে ভগবান হরের কোটী লিঙ্গ বর্ত্তমান আছে। সেই স্থানে গমন করিলে মানবের অনায়াসে শিবলোক প্রাপ্তি হয়। ২০

"ধর্ম্মাগ্নি বর্ত্ততে দেবি তৎপূর্ব্বে বিশ্বরূপধৃক। ১১
যং দৃষ্ট্বা ভারতে নিত্যং মোক্ষং প্রাপ্নোতিমানবঃ॥"

দেবি! তাহার পূর্ব্বে শিবরূপধারী ধর্ম্মাগ্নি বর্ত্তমান আছেন। তাহা দেখিয়া ভারতে মানবগণ নিরন্তর মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। ১১

মন্মথনদে মুণ্ডনের ফল।

"প্রয়াগে মুণ্ডনং বাপি যৎফলং লভতে নরঃ।
তৎফলং লভতে দেবী মন্মথে মুণ্ডনং যদি ॥ ১৭ ॥
অথবা কেশ সংখ্যানাং বৎসরাণাং সহস্রশঃ।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে বপনং মন্মথে কৃতে ॥ ১৮ ॥
বরাটকে লভেৎ পুণ্যং সুবর্ণ দানজং ফলম্।
তাম্র দানে রৌপ্যফলং রজতে ভূমিদানজং ॥ ১৯ ॥
ভূমি দানে লভেৎ স্বর্গং কিমন্যৎ কথয়ামিতে ॥" ২০ ॥

প্রয়াগে মুণ্ডন করিলে যে পুণ্য হয়, এই মন্মথ ক্ষেত্রে মুণ্ডন করিলে সেই পুণ্য হয়। অথবা এই ক্ষেত্রে লোকে যত কেশ মুণ্ডন করিয়া থাকে, পরকালে তাহার তত সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস হয়। এই ক্ষেত্রে কড়ি দান করিলে সোনা দানের, তাম্র দান করিলে রৌপ্য দানের, এবং রৌপ্য দান করিলে ভূমিদানের ফল হয়। ভূমি দান করিলে মানব পরকালে স্বর্গে যায়। দেবি! এই তীর্থ মাহাত্ম্য কি আর অধিক বলিব, ইহা একটী মহাতীর্থ। ২০

মন্মথ নদে স্নানের ফল।

"তস্য দক্ষিণতঃ শম্ভোঃ পুত্রোমন্মথ সংজ্ঞকঃ। ৬।
গোসহস্র প্রদানস্য ফলং স্নানেন সংশয়ঃ ॥"

তথায় নরগণের মঙ্গলদায়ক প্রয়াগতীর্থের জল আছে, তাহাতে স্নান এমন কি স্পর্শ করিলেও নরগণ নিঃসন্দেহে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।

মন্দাকিনিতে স্নান দানের ফল।

পূর্ব্বে মন্দাকিনী দেবী শিবপাদসমুদ্ভবা। ৮৩।
তজ্জলভক্ষণাদ্দেবী শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥
স্নানং দানঞ্চ, শ্রাদ্ধঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ সুসমাহিতঃ।
তৎসর্ব্ব ভাস্করো দ্রষ্টা সর্ব্বত্র চাক্ষয়ে ভবেৎ ॥
সর্ব্বত্রৈব মহেশানি স্নানে দানে চ স্পর্শনাৎ।
দর্শনে পূজনে হোমে শিব প্রীতিফলং মহৎ ॥

তাহার পূর্ব্ব দিকে শিব পদ হইতে মন্দাকিনী দেবী উৎপন্ন হইয়া প্রবাহিতা হইতেছেন। তাঁহার জলপান করিয়া শিবের চরণে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। তাহাতে সমাহিত চিত্তে স্নান দান ও শ্রাদ্ধ করিলে সেই সমুদয়ের সাক্ষী সূর্য্যদেব থাকেন এবং তাহার অক্ষয় ফল হয়। মন্দাকিনী নদীর যে কোন স্থানে স্নান দান স্পর্শন দর্শন পূজন এবং হোম করিলে শিব সেই কার্য্যের অনুষ্ঠাতার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন থাকেন। (এই জলে শম্ভুনাথের স্নানাদি সম্পন্ন হয়। পাইপ দিয়া জল উপর হইতে আনায়ন করাতে পরম নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়াছে। আহা কি নির্ম্মল শীতল জল। স্বর্ণদীর জল ব্যতীত কি এরূপ হইতে পারে? মন্দাকিনী ত্রিধারা হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন।)

কুমারী কুণ্ড দর্শনের ফল।

পঞ্চ ক্রোশাদ্বাহি জ্ঞেয়ং কুমারীকুণ্ড-মুত্তমম্।

কুমারী কুণ্ড পঞ্চ-ক্রোশের বাহিরে বাড়ব হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কুমিড়া ষ্টেসন হইতে যাইতে হয়। যাইবার পথ নিতান্ত দুর্গম। অদ্যাপি কেহ রাস্তা করিয়া দেন নাই। এই স্থানে বাড়বানলের ন্যায় প্রচণ্ড বহ্নি অনবরত জ্বলিতেছে ব্যোম. ব্যোম, শব্দ করিলে সেই বহ্নি অতিশয় প্রজ্বলিত হয়। তাহাতে অগ্নির প্রজ্জ্বলন সূচক ভয়ানক শব্দ শ্রুত হয়। এই পরম রমণীয় পবিত্র স্থান দর্শন করা নিতান্ত উচিত।

মেরুপর্ব্বত আরোহণের ফল।

বারাহী তন্ত্রোক্ত।

ব্যাস বটস্যাগ্নি কোণে কম্পাতীর পথং ব্রজেৎ।
মেরুপর্ব্বত সঙ্গঃ স্যাৎ সতী দক্ষাঙ্গ সঙ্গতঃ॥
দেব বাদ্যং দেব নাট্যং দেব গীতং শ্রুতিস্বনং।
যত্রৈব শ্রূয়তে নিত্যং সর্ব্ব মঙ্গল নিস্বনং॥ ১২॥

ব্যাস কুণ্ডের অগ্নিকোণে কম্পানদীর তীরবর্ত্তী মেরু পর্ব্বতে সতীর দক্ষিণ দেহ পতিত হইয়াছিল। এই স্থানে দেব বাদ্য, দেব নাট্য ও দেব গীতি, নিরন্তর হইয়া থাকে। ভাগ্যবান মানব কখন কখন এইরূপ শব্দ শুনিয়া থাকেন।

পঞ্চ ক্রোশের সীমা নিরুপণ।

বারাহী তন্ত্রোক্ত।

পশ্চিমে ব্যাস কুণ্ডঞ্চ পূর্ব্বে মন্দাকিনী স্মৃতা।
উত্তরে চম্পকারণ্য দক্ষিণে বাড়বানলঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং ময়া প্রোক্ত পঞ্চ ক্রোশ মহাফলং॥
যঃ কশ্চিৎ ম্রিয়তে জন্তু নির্ব্বাণ ঋষি গচ্ছতি॥
নক্রেশ্বরং সমাসাদ্য যাবচ্চ চম্পকং বনং।
পঞ্চ ক্রোশ মিদং প্রোক্তং শিব নির্ব্বাণ কারণং॥
বহিঃ ক্ষেত্রের শক্তি পরিমাণ সঙ্গম তন্ত্রে ত্রয়োদশ পটলে॥
"চন্দ্র শেখর মারভ্য পঞ্চাশ যোজনাবধি।
বহিঃ ক্ষেত্র মিদং প্রোক্তং দেবানামপি দুর্ল্লভং।

পঞ্চ ক্রোশে মরণের ফল।

পঞ্চ ক্রোশং সমা সাদ্য যে ত্যজন্তি কলেবরং।
তেষাং দক্ষিণ কর্ণে হি প্রদদ্যাত্তারকং শিবং॥
মহাপাপ রতো বাপি পিতৃ মাতৃ বিনিন্দুকঃ!
সনরো লভতে স্বর্গং পঞ্চ ক্রোশে ম্রিয়েদ্ যদি॥
পরমাণু সমো জীবো যদি পঞ্চত্ব মালভেৎ।
সোহপি নির্ব্বাণতাং যাতিকা কথাস্থূল দেহিনঃ॥
বাড়বাগ্নিং সমা সাদ্য যাদদ্বৈ চম্পকং বনং।
তত্র নির্ব্বাণ দীক্ষায়াং গুরু রেকো মহেশ্বরঃ॥

যে ব্যক্তি মহাপাপী পিতৃ মাতৃ নিন্দুক, সেও এই পঞ্চ ক্রোশ মধ্যে মরিলে অনায়াসে স্বর্গে যায়। এস্থানে পরমাণু সম জীব মরিলেও নির্ব্বাণত্ব পায়, স্থূল দেহীর সম্বন্ধে কি বলিব। বাড়বাগ্নি হইতে চম্পকারণ্য পর্য্যন্ত ভূভাগে জগদ্গুরু ভগবান শিব নির্ব্বাণত্ব দীক্ষা দিয়া থাকেন॥

ওঁ-তৎসৎ

চন্দ্রনাথ তীর্থ মাহাত্ম্য।

বন্দনা।

চরাচর গুরু যিনি ওঁ কারের জ্যোতি ;
পূর্ণরূপে বিরাজেন শিখর সংহতি।
চন্দ্রমায় চন্দ্র কান্তি অতি মনোহর ;
অরুন্ময় জ্যোতি বাঁমে মরি কি সুন্দর।
ভক্তিভরে নমি হৃদে যুগল চরণ ;
কৃপা কর চন্দ্রনাথ দাও শ্রীচরণ॥
গয়া গঙ্গা বারানসী আদি বৃন্দাবন ;
ভারতের তীর্থ চয় করে আকর্ষণ ;
যথায় গভীর ধ্যানে ব্যাস মুনিবর ;
ভাবে গুরু চন্দ্রনাথে যুগ যুগান্তর।
সেই গুরু ব্যাস পদে নমি বার বার ;
কি আছে কি দিব গুরু পদে উপহার।
নমি মাগো বীনাপানি তব শ্রী চরণে ;
কৃপাদৃষ্টি কর মাগো অবোধ সন্তানে।
চন্দ্রনাথ তব গুণ গাইব কেমনে ;
ব্যাস আদি মুনি বৃন্দ অশক্ত বর্ণনে।
সাহসে করিয়া ভর তবু সাধ মনে ;
গাইব তোমারি গান বসি তব সনে।
স্তুতি-নতি-ভক্তি হীন অতি অভাজন ;
অধমেরে দয়া কর অধমতারণ।
দয়াময় সন্নিধানে এই আকিঞ্চন ;
নিন্দা ভয়ে নাহি ভুলি যেন শ্রীচরণ।
বার বার আসি আমি এ মহিমণ্ডলে।
তব কার্য্যে রত যেন থাকি কুতুহলে ;

অসার সংসার ঘোরে যেন নাহি ঘুরি ;
বিষয় বাসনানলে যেন নাহি পুড়ি।
নমি মাগো অন্নপূর্ণে তব শ্রীচরণে ;
কৃপা করি স্থান দিও এ অধম জনে।
কলিযুগে অন্নগত জীবন সবার ;
অন্ন কষ্টে সবে করে পাপ অনিবার।
পথ প্রদর্শক যাঁরা সমাজ ভূষণ ;
জ্ঞানের আলোক যাঁরা ব্রহ্মবাচ্যহন ;
অন্ন ভয়ে স্বীয় ধর্ম্ম করি বিসর্জ্জন ;
অম্লান বদনে করে পরের সেবন।
বিদ্যাহীন হয়ে কেহ ঘুরে ফিরে মরে ;
নির্ব্বোধ অলস কেহ দোষে অদৃষ্টেরে।
অন্নতরে স্বীয় বৃত্তি করিয়া বর্জ্জন—
অধমের বৃত্তি সবে করিছে গ্রহণ।
যাঁরা যাঁরা ধর্ম্ম কার্য্যে আছে অধিষ্টিত
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জিয়ে করিছে অহিত।
ধাম্মিক প্রবর কেহ লোভে করি মন ;
অকাতরে ধর্ম্মভাব করে বিসর্জ্জন।
হায় হায় কত দশা আমাদের হায় ;
সেই পূর্ব্ব রাজা নাই যে পোষে সবায়।
স্বার্থ হেতু ভক্তিভরে ডাকি অন্নদায় ;
কলিযুগে স্বার্থ হীন কেহ নাহি হায়।
পর হিংসা পর দ্বেষ পর শ্রীকাতর ;
পর গ্লানি পর নিন্দা করে ভয়ঙ্কর।
শত নেত্রে পর দোষ করে অন্বেষণ ;
স্বীয় দোষে দৃষ্টিপাত না করে কখন।
এই কালে ধর্ম্মগ্রন্থি প্রায় ছিন্ন হায় ;
ধর্ম্ম শূন্য জীবনের কি হবে উপায়।
তাই দয়াময় তুমি অতি কৃপা ক'রে,
সহসা অধম জীবে নিস্তারের তরে ;

কলিযুগে উমা সহ শ্রীচন্দ্রশেখরে ;
নিবাসিবে বলেছিলে ব্যাস মুনিবরে।
ক্রমে ক্রমে তীর্থ সব তোমারি ইচ্ছায় ;
কলিযুগে প্রকাশিত হ'তেছে ধরায়।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে নাথ তোমারি গৌরব ;
সর্ব্ব স্থানে যায় নাই মিশিয়ে সৌরভ।
দিনে দিনে তোমারি মহিমা বিবর্দ্ধন ;
অগণ্য লোকের স্রোত বহিছে এখন।
দয়াময় কি বলিব তোমারি মহিমা;
ব্রহ্মা আদি দেবগণে দিতে নারে সীমা।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি হই আমি অবোধ সন্তান ;
কি রূপে করিব স্তুতি নিতান্ত অজ্ঞান।
তবু তন্ত্র অনুসারে সংক্ষেপ করিয়া ;
বর্ণিবারে চাহি কিছু তোমারে স্মরিয়া।
পূর্ণকর দয়াময় ক্ষুদ্র আকিঞ্চন ;
অপূর্ণ রেখ না প্রভু পূর্ণ সনাতন।
জয় জয় চন্দ্রনাথ জয় শম্ভুনাথ ;
দীন হীনে দয়া কর অনাথের নাথ।
তোমারি মহিমা নাথ ব্যক্ত কর তুমি ;
অন্যে উপলক্ষ মাত্র চন্দ্রনাথ স্বামী॥

আবাহন।

এস বঙ্গবাসী এস হিন্দুগণ,
দেখ দেখ সবে মেলিয়ে নয়ন ;
পরম পবিত্র শ্রীচন্দ্রশেখরে,
প্রকৃতির শোভা হের প্রাণ ভ'রে।
স্তরে স্তরে কত নিকুঞ্জ কানন,
সুশোভিত কত কুসুমিত বন।

ষড় ঋতু জাত ফল পুষ্প আদি,
মৃত সঞ্জীবনী কত মহৌষধি ;
স্থানে স্থানে শোভে তাঁহারি কৃপায় ;
পার যদি খুজে লওরে সবায়।
তরুগণ সব শাখা বিস্তারিয়ে,
অপূর্ব্ব মনোজ্ঞ আবাস রচিয়ে ;
সাধু ঋষিদের বিশ্রাম কারণ,
ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র করে নিবারণ।
কত যোগী ঋষি বসি স্থানে স্থানে
বিল্ব পত্র ফুলে বিবিধ বিধানে ;
জয় চন্দ্র নাথ সম্ভুনাথ বলে
পুজে বিশ্বনাথ মন কুতুহলে।
থেকে দৃশ্যান্তরে সিদ্ধ মুনিগন,
সর্ব্বদা অলক্ষে করিছে ভ্রমণ।
শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি শুনা যায় কভু,
কভু শুনা যায় জয় জয় বিভু।
শুনিয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়,
ভক্ত মানবের উথলে হৃদয়।
কভু বিরূপাক্ষে কভু চন্দ্র নাথে,
আলোক লইয়া যেন নিজ হাতে ;
প্রদানে আরতি বিভু সনাতনে,
অশেষ জীবের মঙ্গল—বিধানে।
কভু কোলাহল নিশীথ সময়ে
ডাকে যেন কেহ নাথ উচ্চারিয়ে ;
ক্ষণ পরে সেই কোলাহল নাই ;—
নীরব নিস্তব্ধ রয়েছে সবাই।
শুধুই অন্তরে থেকে "বিভু পাখী,"
"জপ—স্তব কর" বলিতেছে ডাকি ;
অন্য বিভু পাখী থেকে দৃশ্যান্তরে
"জপ কর" বলে সুমধুর স্বরে।

অন্য এক পাখী বাঁশরীর তানে,
"শিব যোগী ভজ" বলিছে সঘনে।
সীতা কুণ্ড মাঝে 'সীতা' পাখী বলে
"সীতারাম ভজ" মন কুতুহলে।
দিবসে সে পাখী কভু নাহি ডাকে,
কে বলিতে পারে কোথা তারা থাকে।
সেই সীতা কুণ্ডে নিশীথ সময়,
ঘণ্টা মন্দিরার শব্দ শ্রুত হয়।
ডাকে পরস্পরে কল কণ্ঠস্বরে,
ঠিক যেন বায়ু পর্ব্বত উপরে।
এস বঙ্গবাসী এস এস চলি,
হিংসা দ্বেষ রোষ অভিমান ভুলি;
চন্দ্রনাথ ধাম কর দরশন,—
পবিত্র প্রেমের নিকুঞ্জ কানন;
দেখে দূরে যাবে সংসার যাতনা,
শোক তাপ জ্বালা ঘুচিবে বেদনা।
সংসারের দুঃখ সংসারে থাকিবে,
এ পবিত্র ধামে দুঃখ না পশিবে;
ব'সে চন্দ্রনাথে বট বৃক্ষতলে,—
সেবি সুমধুর মলয় অনিলে—
হেরিবে যখন বঙ্গ পয়নিধি,
কি রঙ্গে তরঙ্গ বহে নিরবধি;
কল কল করি সুমোহন তানে,
ছুটিছে তরঙ্গ শেখরের পানে।
তখন বুঝিবে কি সুন্দর স্থান
প্রেমানন্দে গাবে চন্দ্র নাথ গান,
তখন বুঝিবে কি আনন্দ মরি,
এ সুন্দর দৃশ্য কভু নাহি হেরি।
বুঝি তরঙ্গিনী চন্দ্রনাথ বলে,
প্রেমে উচ্ছ্বসিত পবিত্র সলিলে;

প্রেমানন্দে কভু নাচিয়ে নাচিয়ে,
চলে যায় কভু ডুবিয়ে ডুবিয়ে।
স্তুতি গান করি বিবিধ বিধানে,
বাধা বিঘ্ন সব উপেক্ষিয়া মনে;
নাহি শুনি কারো নিষেধ বচন,
কলির মানবে নিন্দিয়ে তখন;
বলিতেছে সিন্ধু সকরুণ স্বরে,
অশ্রুনীর—পূর্ণ দুঃখিত অন্তরে;
"শুন নরগণ শুন যত্ন ক'রে,
আলস্য করোনা ভেবোনা অন্তরে।
ধররে মানব উপদেশ ধর,—
কার্য্য ক্ষেত্রে সবে হও অগ্রসর;
শম দম দুই রাখিয়ে প্রহরী,
ভক্তি ব্রহ্ম বানে শত্রু নাশ করি।
যায় যাবে প্রাণ কিবা ক্ষতি তায়,
চিরস্থায়ী কিবা আছে এ ধরায়;
তবু কেন শুধু অনিত্যে মজিয়ে,
ক্ষেপিবে সময় মিছা খেলা নিয়ে!
পুত্র পরিবার কেহ নহে কার,
ছায়া বাজি সম যেন এ সংসার।
শুধু নয় তব কর্ত্তব্য জীবনে,
পরিবার বর্গ ভরণ পোষণে;
অনন্ত কর্ত্তব্য রয়েছে সমুখে,
খুঁজি নিয়ে তাহা সাধ একে একে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তের লীলা;
অনন্ত কৃপায় ভাসে জলেশীলা।
ফেলে দাও তর্ক পণ্ডিত প্রবর
তর্কে কিবা ফল ক'রে কুটোত্তর।
যে আস্বাদ পায় সে মাত্র বুঝিবে;
অপরে কখন বুঝিতে নারিবে।

তর্ক ক'রে কেন হইবে অস্থির ;
তর্কেতে পাইবে যাতনা গভীর।
বিবেকের পথ কর অন্বেষণ ;
তাঁহারি আদেশে চল অনুক্ষণ।
সেই বিশ্ব ময় তখন অন্তরে ;
উপদেশ দিবে সুমধুর স্বরে।
স্থির ক'রে মন শুন তাঁর কথা ;
তবে সে দেখিবে তাঁহারে সর্ব্বথা।
বিচলিত হ'য়ে যদি নাহি শুন ;
মায়া মোহ জালে জড়িবে হে পুনঃ।
হাঁসিবে কাঁদিবে সংসারের ঘাতে ;
অনুতাপানলে পুড়িবে পশ্চাতে।
যেই বিশ্ব ময় তখন অন্তরে ;
চলিয়া যাইবে অতি ত্বরা ক'রে।
কর্ম্ম ফল তুমি ভুগিবে আপনি ;
দোষী কেন কর পরজনে তুমি !
সেই রূপ কার্য্য সেই রূপ ফল ;
কুকার্য্যে কি কভু ফলিবে সুফল ?
বাসনা নিবৃত্তি না হ'লে সংসারে ;
আসিবে যাইবে পুন ঘুরে ফিরে।
অতএব বলি শুন নরগণ ;
ত্বরা ক'রে কর বাসনা পূরণ।
তাই বলি নর কুসঙ্গে পড়িয়ে ;
পার্থিব বিভবে অনর্থ মজিয়ে।
অন্তর বাসনা পূরণ হবে না
সে রূপে নিবৃত্তি কখন পাবে না।
বরঞ্চ বাসনা প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে ;
হায় হায় ক'রে মরিবে পুড়িয়ে।
অতএব বলি ধর্ম্ম ধন নিয়ে,
নিবৃত্তি করিবে একান্তে বসিয়ে।

তাহ'লে তোমার বাসনা পূরণ
হইবে, পাইবে শান্তি মনোরম।
সদা প্রেমানন্দে প্রফুল্লিত হবে ;
নাচিবে ডুবিবে কতই গাইবে।
প্রেমে ডুবু ডুবু হবে সদা মন ;
এ বিশ্ব সংসারে সকলি আপনি।
কেহ শত্রু নাই আত্মীয় সকলি ;
লোক লজ্জা ভয় দূরে যাবে চলি।
দেখে তোর ভাব হাঁসিবে সকলে ;
অভিমানী হ'য়ে মানে যশে বলে।
পাগল বলিয়ে কেহ বা হাঁসিবে ;
চোর দুষ্ট ভণ্ড কেহ বা বলিবে।
তখন মনুজ আমারই মত ;
পশিবে না কানে ভাল মন্দ যত।
তখন হাঁসিবে প্রেম রসে ভাসি,
তখন হইবে প্রেমিক সন্ন্যাসী।
তখন গাইবে শিব শম্ভু গান ;
শ্রীচরণে সঁপি তনু-মন-প্রাণ।
এরূপে করিলে কর্ত্তব্য পালন ;
তবে হ'তে পারে কিঞ্চিৎ সাধন।
কত যোগী ঋষি দীর্ঘ প্রাণায়ামে ;
রহিয়াছে বসি এই পূণ্য-ধামে।
তবু বোঝে নাই তাঁহারি মহিমা ;
শত মুখে আমি দিতে নারি সীমা।
তুমি কি বুঝিবে কলির মানব ;
তাই বলি তুমি থেকোনা নীরব।
দৃঢ় ভক্তি ক'রে এস চন্দ্রনাথে ;
দেখ চন্দ্র নাথে, দেখ শম্ভু নাথে।
তা'হলে মিলিবে তোর মোক্ষপদ ;
বিপদ ঘুচিবে পাইবি সম্পদ।

দেখিলে স্বচক্ষে কৈলাস ভবন ;
পাপ দূরে যাবে শান্ত হবে মন।
পাপি মানবের মুক্তির কারণে,
দয়া ক'রে নাথ এসে এই ধামে ;
উদ্ধারিছে নরে অবলীলাক্রমে,
মানস সঙ্কল্প মানস পূজনে।
কলির মানব অল্পায়ু হইবে,
বেদ মত ক্রিয়া সাধিতে নারিবে।
জপে স্তবে কেহ নাহি দিবে মন ;
ব্রত উপবাস কঠোর বন্দন।
আগমোক্ত ক্রিয়া সকলে সাধন
করিবে না কলি যুগের লক্ষণ।
তাই সদা শিব অতি স্নেহ ভরে,
সহজ সুপথ দেখাইয়ে নরে ;
লইবারে নরে তাহারি সদন,
ভূতলে চটলে বিরাজে এখন।
ভক্তি ভরে যেবা একবার ডাকে ;
দয়া ক'রে নাথ কোল দেন তাকে।
পাপী মানবের কষ্ট বিলোকনে ;
দয়াময় পিতা থাকিবে কেমনে।
তাই কৃপা ক'রে চন্দ্রনাথে এসে ;
ভারতের তীর্থ রেখে এক পাশে।
পাপী সন্তানের হাতে হাতে ধরি ;
নিয়ে পুণ্য-ধাম চটলে শ্রীহরি ঃ।
আশ্বাসি সন্তানে মধুর বচনে ;
তারক ব্রহ্ম নাম মন্ত্র দিয়ে কানে।
একে একে সবে দেন মোক্ষপদ
দূর করে দেন অশেষ বিপদ"
এইরূপে সেই তীর্থ রাজসিন্ধু ;
কলি মানবের বড় প্রিয় বন্ধু।

উপদেশ দিয়ে মধুর বচনে ;
আসিতেছে বিশ্ব নাথেরি সদনে।
চুমিয়া চুমিয়া চরণ যুগল ;
মহা প্রেমানন্দে হাসে খল খল।
চুমে বার বার মাতোয়ারা হ'য়ে ;
কোথা চলি যায় কে পায় খুঁজিয়ে।
পুনঃ পুনঃ চুমে পুনঃ চলে যায় ;
চপলার মত কিবা শোভা পায়।
উঠ বঙ্গবাসি উঠ একবার ;
মোহ নিদ্রা বশে থাকিও না আর
এস নর নারী এস ত্বরা করি ;
অসার ভাবনা সবে পরিহরি।
চন্দ্রনাথ ধামে এসে বার বার
প্রকৃতির লীলা হের অনিবার।
দেখে দূরে যাবে গোলোকের ধাঁধাঁ
মানসে দেখিবে শ্রীগুরু শ্রীরাধা।
দেখে দেখে সবে মানস নয়নে ;
অপরূপ রূপ পরম যতনে।
অহং ব্রহ্ম জ্যোতি খেলিছে সতত ;
বিরিঞ্চি—বাঞ্ছিত কমলা সেবিত।
খেলিছে কমল কমলিনী সনে ;
কমল উপরে কমল আসনে।
বিনা কমলেতে খেলিছে কমল ;
শশধর জ্যোতি অতি নিরমল।
বিনা কমলিনী খেলে কমলিনী।
নাহি তার গতি দিবস রজনী।
ভক্তগণ সঙ্গে সেই কুণ্ডলিনী,
স্বয়ম্ভু দলেতে স্বয়ম্ভু—বাসিনী।
খেলিছে খেলা সেই কমলিনী ;
মরি কি অমৃত আনন্দ দায়িনী।

যখন জাগাবে তখন জাগিবে ;
অহং ব্রহ্ম জ্যোতি মানসে দেখিবে।
অপরূপ জ্যোতি অহং ব্রহ্ম জ্যোতি ;
পূর্ণ সে ওঁকার শশধর জ্যোতি।
বামে আদ্যাশক্তি অষ্টদলেস্থিতি ;
অগতির গতি পূর্ণ চন্দ্র জ্যোতি।
পরম যতনে নেহার দ্বিদলে ;
শশধর বামে পূর্ণ রবি জ্বলে।
নামে আদ্যাশক্তি অক্ষয় সে জ্যোতি ;
দর্শনে স্পর্শনে ভব বন্ধ মুক্তি।
অচ্যুত অব্যয় অহং নিরঞ্জনী ;
স্বয়ম্ভু দলেতে স্বয়ম্ভু বাসিনী।
শায়িত রয়েছে সহস্র কমলে,
ভাসিয়ে সর্ব্বদা প্রেম সিন্ধু জলে।
জয় জয় স্বয়ম্ভু জয় জয় মাতা ;
শ্রীগুরু সহিতে প্রকাশি সর্ব্বথা।
মনের কণ্টক দাও দূর ক'রে ;
নিরখি সে রূপ মন প্রাণ ভরে।
গুরু ত্রিপুরারি নিয়ে শুভঙ্করি ;
খেলিতেছে খেলা সে কৈবল্যপুরী।
এস এস সবে এস ত্বরা করি।
এ অপুর্ব্ব খেলা হের যত্ন করি।
এস বঙ্গবাসি এস হিন্দুগণ ;
দেখ চন্দ্রনাথে ভরিয়ে নয়ন।
খুলিয়ে বিজ্ঞান করগো সন্ধান ;
এ নিগূঢ়—তত্ত্ব—করিতে প্রমাণ।
ভেবে ভেবে তব বুদ্ধি হত হ'বে ;
বিস্ময়-সাগরে ডুবিবে গো সবে।
নাস্তিক নিশ্চয় আস্তিক হইবে ;
নিরাকার ব্রহ্ম সাকারে আসিবে।

প্রেমে প্রফুল্লিত শান্ত হবে মন ;
আঁধার হইতে আলোকে গমন।
করিয়ে, ভাবিবে ও রাঙ্গা চরণ।
পাবে নব দেহ নবীন জীবন।
নব নব ভাবে পুলকিত মন ;
নিত্য নব ভাব হইবে তখন।
যবে নব নবে নিত্য নিরঞ্জন,
হইবেন তুষ্ট প্রভু ত্রিলোচন।
হেরিবে তখন সবে পিতা মাতা ;
ভাই ভগ্নী সখা বালক দুহিতা।
প্রেম অশ্রু-নীরে ভাসিবে নয়ন ;
অবিচ্ছেদ প্রেমে ডাকিবে তখন।
"ওহে দীনবন্ধো অখিলের পতি ;
দাও শ্রীচরণ অগতির গতি।
ভুলিয়ে তোমায় র'য়েছি কোথায় ;
মিছে ধরা মাঝে হায় হায় হায়।"
কত যোগী ঋষি অনাহারে বসি ;
ব্রহ্ম জ্ঞান লাভে আছে দিবানিশি।
তবু ব্রহ্ম জ্ঞান পায় না সন্ধানে ;
বিনদ বাসরে পাইবে কেমনে।
এস বঙ্গবাসী ঘুমাইও না আর ;
ঘরে ঘরে কর মাহাত্ম্য প্রচার।
বল বার বার মানবের কাণে ;
চন্দ্র নাথ উচ্চারি সঘনে।
বিনয়ে মনরে বল বার বার ;
সদা শিব আজি নিকটে সবার
ছার মোহ মায়া কেটে ফেল পাশ ;
নতুবা সবার হবে সর্ব্বনাশ।
অন্য তীর্থে গিয়ে করিও না বাস ;
চন্দ্র নাথ ধামে কর কাশী বাস।

কলিযুগে কাশী চন্দ্রনাথ ধাম ;
বারাহী তন্ত্রেতে দেখ গো প্রমাণ।
"বায়ু" "কূর্ম্ম"—"মেরু "শ্রীদেবীপুরাণে ;"
চন্দ্রনাথ ধাম পাইবে সন্ধানে।
দেখিলে প্রত্যয় হইবে তোমার ;
কলিযুগে তীর্থ এই মাত্র সার।
এ ঘোর কলিতে এই তীর্থ সার ;
হেথায় মানব এস একবার।
অনিত্য আবাসে অনিত্যের আশে ;
থেকোনা মানব এস নিত্য বাসে।
আজি না আসিলে চন্দ্রনাথ ধাম ;
ধেয়ে সবে কালি—আসিবে এ স্থান।
রোগী শোকী তাপী সংসার বিরাগী
এস চন্দ্র নাথে হয়ে সর্ব্বত্যাগী।
রোগ শোক তাপ দূরে যাবে চলি ;
নিরাপদ তবে হইবে সকলি।
শিব বাক্য ইহা কভু মিথ্যা নয় ;
স্বচক্ষে দেখিলে হইবে প্রত্যয়।
নতুবা যাহারা এসেছে এধামে ;
জিজ্ঞাস তাঁদেরে মধুর বচনে।
শুন তাঁহাদের অপূর্ব্ব বারতা ;
তবে সে ঘুচিবে তব মনোব্যথা।
নহে ইহা যেন করিব কল্পনা ;
যে করে নক্ষত্রে কুসুম তুলনা।
নহি কবি আমি বিদ্যাবুদ্ধিহীন ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানে অতি অর্ব্বাচীন।
জন্মি সুপবিত্র শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম—কুলে,
ব্রহ্ম জ্যোতিহীন প'ড়েছি অকূলে।
কলঙ্ক রোপিয়ে সুপবিত্র কুলে ;
কলঙ্কেরি হার পরিয়াছি গলে।

কোথা ভরদ্বাজ তপোধন সার ;
আমিই তোমার কুলের অঙ্গার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ শতবার ;
যে জীবনে করি এত অত্যাচার।
এস ভরদ্বাজ এস ভৃগু মুনি ;
বশিষ্ঠ কশ্যপ বিশ্বামিত্র গুণী।
পুলহ পুলস্ত্য অত্রি মুনিবর ;
শুনি তোমাদের বারতা সুন্দর।
পূর্ব্ব কথা শুনি পুলকিত হব ;
এ ব্যাকুল প্রাণে আনন্দ পাইব।
এস সাধু ঋষি এস এই ধামে ;
গাও প্রেম গান চন্দ্র নাথ নামে।
খুঁজে দেখে নেও প্রচার ভূতলে ;
অদৃশ্য যে তীর্থ অবনী মণ্ডলে।
নাগ ফণি বীণা ফুঁকার সুবাঁশী ;
চন্দ্র নাথ ধামে বাস কর আসি।
যে জন করিবে মহিমা প্রকাশ ;
অন্তে তার হবে কৈলাস নিবাস।
দেশে দেশে গাও তারি প্রেম গান ;
অসীম ব্রহ্মাণ্ডে কে তার সমান।
কর ইষ্ট কাজ শক্তি সহকারে ;
লও শিব নাম লও একবারে।
আনন্দে নাচিয়ে কর যোড় করি ;
মাগ মোক্ষ বর সর্ব্ব পরিহরি।
মিনতি করিয়ে বলি বার বার ;
আলস্য ভূলিয়ে নাহি থেকো আর।
ঘোর কলিকালে আয়ু হ'ল শেষ ;
অন্তিমে পাইবে যাতনা বিশেষ।
সময় থাকিতে কর মোক্ষ কাজ ;
ইষ্ট চিন্তা কর নাহি কর ব্যাজ।

ধন পুত্র লয়ে পাগল হও না ;
বিবর কানন আশ্রয় ক'রো না।
মুখে শিব হরি বল বার বার ;
জয় চন্দ্রনাথ শম্ভুনাথ সার।
জয় রাধা কৃষ্ণ জয় সীতা রাম ;
জয় জগন্নাথ বল অবিশ্রাম।
উঠ হে ভারতি ঈশান—বিশ্বাসী ;
হিন্দু নাম ধারী দেখ সবে আসি।
পূজ শম্ভুনাথে পূজ চন্দ্র নাথে ;
পূজ রাধা কৃষ্ণে পূজ জগন্নাথে।
ঘোর কলি প্রায় সমাগত হ'ল ;
জাতি বর্ণ ভেদ রসাতলে গেল
মুখে মর শুধু ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি ;
করিছ ভণ্ডামি আহা মরি মরি।
হিংসা দ্বেষে পূর্ণ শরীর তোমার ;
তবু বল হিংসা দ্বেষ কোন্ ছার।
পর নিন্দা শুনে প্রফুল্ল হৃদয় ;
এই রূপে কর পরমায়ু ক্ষয়।
মুখে বল সবে সাত্ত্বিক আচার ?
নিন্দ না কাহারে বল বার বার।
ধর্ম্ম ভাণ মাত্র রহিয়াছে সবে ;
এ কি নহে কলি প্রবল এভাবে ?
ঘোর কলি এল এস এস ভাই ;
মাতা পিতা ভগ্নি চল সবে যাই।
এসে সদাশিব ডাকে দ্বারে দ্বারে ;
কৃপা পূর্ণ দৃষ্টি অতি স্নেহ ভরে।
শুন বলি মন শুন তার কথা ;
উপদেশ বাক্য ক'রোনা অন্যথা।
ফেলে দাও মালা মিছে জপ স্তব ;
চন্দ্রনাগ নাম মুখে কব রব।

তুলসী দাস বলে জেনো ইহা সার ;
"যে জপিবে মালা শালা সে তাহার।
করে যে জপিবে ভাই বটে তিনি ;
গুরু বলে তাঁরে মনে জপে যিনি।"
অতএব মনে জপ নিরবধি ;
ত্বরিতে অনিত্য এ ভব জলধি।
পর—উপকার দয়া সদাচার ;
সত্য নিষ্ঠা ব্রত পাল অনিবার।
ডাক ভক্তিভরে ভরে প্রেম অশ্রুজলে
শিব শম্ভুনাথ চন্দ্র নাথ ব'লে।
দেও দেও পদে প্রেম পুষ্পাঞ্জলি ;
যাও দেশে দেশে শিব শম্ভু বলি।
কলিযুগে এই ধর্ম্ম মাত্র সার ;
শিব শিব নাম কর অনিবার।
সাধ এই ধর্ম্ম কর শিব নাম ;
যে নাম লইলে পূরে মনস্কাম।
চন্দ্রনাথ ধাম কর দরশন ;
তা'হলে সহজে পাবে মুক্তিধন।
উঠ বঙ্গবাসি ঘুমা'ওনা আর ;
ঘোর কলি এল কি হবে আবার।
যম দূত সব "ওলা "প্লেগ" বেশে ;
নির্যাতিছে সবে অশেষ বিশেষে ;
কভু বা ঝটিকা ভয়ানক বেশে ;
কভু ভূকম্পনে নাশিছে এ দেশে।
কভু বা আহবে শতঘ্নী কবলে ;
যাইতেছে কত প্রতি পলে পলে।
কুরুক্ষেত্র যোগ অষ্ট গ্রহ যোগ ;
যুদ্ধের উদ্যোগ নিয়োগ বিয়োগ।
যোগে যোগে সবে করিবে বিনাশ ;
জীবনের আর নাহি কোন আশ।

অনিত্য ভাবিয়ে অনিত্য জীবন ;
নিত্য ধনে ভাব মনে অনুক্ষণ॥
চল চল তবে চলরে এখন ;
চন্দ্রনাথ ধামে চল সর্ব্বজন।
বাস করে তথা থাক কুতূহলে ;
শমনের ভয় তবে যাবে চ'লে।
কাশী প্রাপ্ত হ'লে পাবে তথা মুক্তি ;
তন্ত্রে তন্ত্রে শিব করেছেন উক্তি।
নির্ব্বাণ পাইবে মরিবে যে জন ;
পঞ্চ ক্রোশ শিব নির্ব্বাণ কারণ॥
উঠ বঙ্গবাসি ছয়ত্রিশ জাতি ;
ঘোর কলি এল উঠ সবে মাতি।
হায় হায় দেখ সমাজ ভিতরে,
আবাল বিধবা প্রতি ঘরে ঘরে ;
র'য়েছে কেন রে বিষণ্ণ অন্তরে ?
কি দোষে বলরে কি ভেবে কি করে।
তারা কত পাপী ছিল জন্মান্তরে ;
সেই পাপ ফলে সদা জ্ব'লে মরে।
আয় আয় আয় জনম—দুঃখিনী ;
আয় আয় আয় বিধবা কামিণী।
লজ্জা ভয় মান দিয়ে জলাঞ্জলী ;
কুল যশ রূপে আয় পদে দলি।
কার তরে লজ্জা কার তরে ভয় ?
জয় বিশ্ব নাথ জয় জয় জয়।
তোদের কি ফল এব নবজীবনে ;
সুকেশ বিন্যাস শরীর শোভনে।
বলরে দুঃখিনী বল বল মোরে ;
কি সুখে মজিয়ে রয়েছ সংসারে।
কেটে ফেল তোরা সংসার বন্ধন ;
চন্দ্র নাথ ধামে চলরে এখন।

পর পুত্র নিয়ে বিষয় সংসারে ;
ম'জোনা দুঃখিনী বিষের ভাণ্ডারে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম কর সুফল পাইবে,
শিব ধর্ম্ম ফলে নির্ব্বাণ লভিবে।
আয় ভক্তি ভরে অনুতাপ ক'রে ;
আয় তোরা আয় দুঃখিত অন্তরে।
বৈরাগ্য আসনে বৈরাগ্য বসনে ;
আয় আয় সবে বৈরাগ্য ভূষণে
শিব হরি নাম লও যত্ন করে ;
শমনের ভয় না রবে অন্তরে।
কর কর কর সদা প্রেম গান :
প্রেমময়ে হের প্রেমে অবিশ্রাম।
অনিত্য নাথের বিরহ বিচ্ছেদে ;
কেঁদনা দুঃখিনী শোক তাপ খেদে।
অনিত্য নাথেরে ভেবনা কখন ;
নিত্য শম্ভুনাথে ভাব অনুক্ষন।
চন্দ্রনাথ স্বামী তোদেরি কারণ ;
ভূতলে চটলে বিরাজে এখন।
প্রেম অশ্রু নীরে ডাক অনিবার ;
শত জন্ম পাপ ঘুচিবে সবার।
বিরহ বেদনা সংসার যাতনা ;
মায়া মোহ ভ্রম অসার ভাবনা ;
যাবে তারা দূরে এই স্থানে মরি ;
দুঃখিনী বিধবা ক্রম ভক্তি করি।
উঠ হিন্দুগণ ছয়ত্রিশ জাতি ;
বাল বৃদ্ধ যুবা লইয়ে সংহতি।
আনন্দে নাচিয়ে দুই বাহুতুলে ;
হিংসা দ্বেষ মান মায়ামোহ ভুলে।
যাও চন্দ্রনাথে ধরি হাতে হাতে ;
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজাতে বাজাতে।

মুখে সদা কর শিব হর নাম ;
শিব শম্ভু বলে গাও অবিশ্রাম।
ভারত ললনা ভারত জননী ;
যাও চন্দ্রনাথে দিয়ে হুলুধ্বনি
পবিত্র হৃদয়ে প্রেম অশ্রু ভরে ;
কর প্রেম গান চলরে সত্বরে।
বামা কণ্ঠে গান অতি সুললীত ;
মধুর সুতানে দেবতা মোহিত।
যাও যাও সবে ভক্তি সহকারে ;
প্রেমানন্দ ধামে প্রেমের বাজারে
প্রেমানন্দে বসি বিকি কিনি কর
কপট চাতুরি ছাড়হ সত্বর।
দ্বারে দ্বারপাল ভৈরব প্রধান ;
সামান্য দোষেতে করে শাস্তিদান
অতএব সবে কপট করোনা ;
করিলে পাইবে অনন্ত যন্ত্রনা।
কপটতা ছেড়ে চন্দ্রনাথ দ্বারে ;
বেচা কেনা কর সে প্রেম বাজারে
নেও ফল ফুল নেও বিল্বদল ;
স্বর্ণ রৌপ্য পুষ্প নেও স্বর্ণফল।
মন্দাকিনী জল দুগ্ধ্ শীতল ;
নেও পট্টবস্ত্র নেও রে কম্বল।
নেও বাঘাম্বর নেও কৃষ্ণাজিন ;
নেও জপমালা শঙ্খ সুপ্রবীণ।
নেও কমণ্ডলু নেও স্বর্ণ ছাতা ;
বিভূতি চন্দন সিদ্ধি সিদ্ধি দাতা।
সিদ্ধি বিজয়ায় শিব প্রীত হন ;
ভক্ত মনোবাঞ্ছা করেন পূরণ।
যার যাহা আছে দিয়ে সেই ধন
কেনে দ্রব্য, ধারে নাহি প্রয়োজন

প্রবেশ মন্দিরে হের গদি' পরে ;
বিরাজিত গুরু প্রফুল্ল অন্তরে
মানস নয়নে নেহার তাঁহারে ;
পরব্রহ্ম গুরু ব্যাপ্ত ত্রিসংসারে।
দেও পদে তাঁর রজত কাঞ্চন ;
গন্ধ পুষ্প বস্ত্র দেও পদ্মাসন।
অভিপ্রায় মত যাহা ইচ্ছা দাও ;
শক্তি অনুসারে যাহা তুমি পাও।
কর যোড় ক'রে সভক্তি অন্তরে ;
লও পদ ধূলি লও যত্ন ক'রে।
অনুমতি মাগ অতি সকাতরে ;
শিব শম্ভুনাথ হেরিবার তরে।
বিচারি তোমারে মোহান্ত তখন ;
আদেশিবে যেতে সয়ম্ভু সদন।
অনুমতি নিয়ে চল ভক্তি করি ;
দেখিতে একান্তে মানসে শ্রীহরি
যেয়ে দেখ তথা পরম যতনে ;
অপরূপ রূপ মানস নয়নে।

দর্শন।

"ত্বীপি চর্ম্মাম্বরে হের বিশ্বেশ্বরে;
বিরাজি নাথ প্রফুল্ল অন্তরে।
বামে আদ্যাশক্তি ত্রিভুবন সার,
বিভূষিতা ভষ্মে বিশ্বরূপ যাঁর।
কমণ্ডলু শূল ডমরু শ্রীকরে;
জটাধর উগ্র তেজ কলেবরে।
বালার্ক কিরণে সুশোভিত মরি,
নিত্য নিরাকার অব্যয় শ্রীহরি।
রূপ বিশ্বরূপ শিব শব্দরূপ;
শব্দ জ্ঞান তত্ত্ব-রূপ বহুরূপ।
শূন্য হ'তে শূন্য, লয় হ'তে লয়;
যাঁহার ইচ্ছায় সৃজণ প্রলয়।
অষ্ট শক্তি সহ অষ্ট মূর্ত্তি তাঁর;
গৌরীপীঠ দেখ স্বর্ণ রেখাকার।
জটা বিহারিণী গঙ্গা নিরমল;
বহে নিরন্তর ধুয়ে পদতল।"
এইরূপে সবে হের অনিবার—
"ক্রমদীশ শম্ভু" নাম জেনো তাঁর।
দেখ দেখ সবে মানস নয়নে,
দেখ অবিশ্রাম পরম যতনে।
যে দেখিবে ভবে এইরূপে ভবে;
ভবে মোক্ষপদ সে জন পাইবে।
অনুতাপানল তখনই নিবিবে;
সদা শান্তি রসে সুখে বিচরিবে।
আশা তৃষ্ণা ক্ষুধা, সংসার যাতনা।
ঘুচিবে নিশ্চয় বিরহ বেদনা।
মান অপমান সুস্থান কুস্থান,
হবেনা কখন স্থানাস্থান জ্ঞান।

লোক লজ্জা ভয় দূরে যাবে চলি ;
প্রেমানন্দে নেচে দিবে করতালি।
ষোড়শোপচারে নানা উপহারে,
সুবর্ণ রজতে পূজয়ে তাঁহারে।
বিল্বপত্র জলে সুগন্ধ চন্দনে,
পূজ শম্ভুনাথযুগল চরণে।
যেমন পুজিবে-পাইবে তেমন,
ফলাফল, শম্ভু সাক্ষাতে তখন।
প্রেমে ভোর হয়ে শক্তি-সহকারে ;
পূজ যত্ন করি পূজ-পূজ তাঁরে।
চুম্ব আলিঙ্গন দাও বার বার,
চরণ-অমৃত লওরে তাঁহার ॥
কুণ্ডলিনী মুখে দেও হোম করি ,
অভিষেক আর তর্পণ আচরি।
পেয়ে সে অমৃত আস্বাদ তখনি,
ভূতলে স্বরগ নিবে মনে গণি।
সবে পিতা মাতা বালক দুহিতা,
সবাই আত্মীয় হবে তোর মিতা।
হিংসা দ্বেষ রোষ দূরে যাবে চলি ,
ধন ধান্য পুত্র লভিবে সকলি।
রাজত্ব দেবত্ব ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব,
ব্রহ্ম বিষ্ণুপদ পাবে পদ তত্ত্ব।
পরব্রহ্মপদ মুক্তি পদ চাও,
শক্তি অনুসারে যাহা তুমি পাও।
মন্ত্রপাঠ করে প্রণম তাঁহারে,
লও আশীর্ব্বাদ ভক্তি সহকারে।
দক্ষিণা প্রদান পূজারীর করে,
ইচ্ছামত সবে অতি প্রেম ভরে।
এইরূপে হেরি শিব শম্ভুনাথে।
যতেক দেবতা নেহার পশ্চাতে।

যাও চন্দ্রনাথে যাও যাও চ'লে,
হরগৌরী শিব হের গো পাতালে।
গিরি গোবর্দ্ধন বিরুপাক্ষে যাও,
উনকোটী শিব দেখিবারে ধাও।
ঝর ঝর সদা গহ্বর ভিতরে
পরে জল কোটি—লিঙ্গের উপরে।
এ সুন্দর স্থান দেখ, দেখ সবে—
দেখিলে স্বচক্ষে বিস্ময় হইবে।
পথে "ছত্র শিলা" কপিল আশ্রম ;
কি সুন্দর স্থান কিবা মনোরম।
বহু দূর হেরি শিব চন্দ্রনাথে ;
ক্লেশ জ্ঞান কভু ক'রোনা যাইতে।
শিবনামে ক্লেশ দূরে যাবে চলি ;
ক্ষুধা তৃষ্ণা শিব নাশিবে সকলি।
যেতে বহুকষ্ট কণ্টকিত বন ;
সঙ্কীর্ণ সে সব পথ সুদুর্গম।
পিছলিয়ে কভু পতিত হইবে;
পাছুয়ান তাতে কখন না হবে।
ভুলিওনা মন্ত্র সাধ মন প্রাণে ;
যাও যাও চ'লে চন্দ্রনাথ স্থানে।
প্রেম-ভক্তি-ভরে যদি যাও চলি ;
সহজে সুপথ পাইবে সকলি।
এসে অন্নপূর্ণা দেখ জগন্নাথে ;
লক্ষ্মী সরস্বতী বাসুদেব সাথে।
সীতা কুণ্ডে যেয়ে দেখ সীতারাম ;
বৃষ ন্যাভি আদি পঞ্চ কুণ্ড স্থান।
রাজ্যভ্রষ্ট রাম জানকীর সঙ্গে
এসেছিলেন হেথা অতি মনোরঙ্গে।
রামের অজ্ঞাতে অষ্ট ভুজা সীতা ;
স্নান তরে কুণ্ডে ডুব দিল হেথা।

ভাবিয়া শ্রীরাম কুণ্ড প্রাণহর ;
অধৈর্য্য হইয়ে শাপিল সত্বর।
কলিযুগে চারি সহস্র বৎসর
থাকিবে এ কুণ্ড, লুপ্ত তারপর।
অদৃশ্য এখন সেই কুণ্ড স্থান ;
স্বচক্ষে আসিয়ে দেখ গো প্রমাণ।
পাতাল হইতে এসে কালীমাতা ;
রাম সীতা মন্ত্র নিয়েছিল হেথা।
মহা বলশালী বীর হনুমান,
এ পরীক্ষা কুণ্ড করিয়া নির্ম্মাণ।
পার্শ্বচর রূপে বিরাজেন তথা ;
পূর্ব্বাংশে ধর্ম্মাগ্নি জ্বলিছে সর্ব্বদা।
পরীক্ষা অনলে হইয়া তাপিতা
কুণ্ডে শাপ দিল অষ্টভুজা সীতা।
কলিকাল শেষে উঠিয়া অনল,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড দহিবে সকল।
সীতা কুণ্ডে যেবা যায় হৃষ্টমনে,
তার পুণ্যফল অশক্ত বর্ণনে।
রাম কুণ্ড স্নানে ব্রহ্মপদ পাবে,
বৃষকুণ্ড স্নানে বিষ্ণু-পুর যাবে।
প্রত্যক্ষ এ স্থান জেনো সর্ব্বজন ;
"ছিন্নমস্তা" তন্ত্রে কর অন্বেষণ।
দেখিলে এ স্থান বিস্ময় জন্মিবে ;
রাম সীতা প্রেমে বিভোর হইবে।
অঘোর কানন গহ্বর ভীষণ ;
একাকী দিবসে যায় না কখন।
ছিনু সপ্ত রাত্রি পরম যতনে ;
কোন এক ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদনে।
ছিল সাথে এক সাধু বড় জ্ঞানী,
যাঁহাকে মানসে গুরু অনুমানি।

পাগল সে জন এ পাগল মত্ত,
কাণ্ডজ্ঞানহীন হাসিছে সতত।
বসিয়াছি মোরা গহ্বর ভিতরে ;
জ্বলিছে ধর্ম্মাগ্নি ধক্ ধক্ ক'রে।
কি সুন্দর মরি সেই অগ্নি রূপ ;
এ অনল নহে তাহারি স্বরূপ।
ক্ষণে ক্ষণে কত আকার গ্রহণ
করিছে লীলাগ্নি আশ্চর্য্য দর্শন।
দেখিতেছি লীলা একতান মনে ;
নিশা দ্বিপ্রহর সময় গগণে।
শুনিলাম মরি কি সুন্দর স্বর ;
এ ছার সংসারে নাহি সেই স্বর।
ক্রমে ক্রমে শুনি স্বর স্বর স্বর
হইতেছে চারি দিকে নিরন্তর।
ডাকে পরস্পরে কি যে ভাষা সনে ;
জানিনে সে ভাষা লিখিব কেমনে।
শুনিলাম আরো মৃদু ঘণ্টাধ্বনি ;
কি অপূর্ব্ব ধ্বনি কেমনে বাখানি।
এইরূপ লীলা দণ্ড চারি ছিল ;
ছায়া বাজি মত কোথা চ'লে গেল।
দেখিয়া এরূপ আশ্চর্য্য ঘটন ;
বিস্ময় প্রেমে হইনু মগন।
শুনে এই কথা ভদ্র সদাচারী
কোন এক বন্ধু বি-এ পাঠকারী,
গিয়েছিল মোর আশ্বাস বচনে ;
অশ্রুত অপূর্ব্ব লীলা বিলোকনে।
শুনিল সে স্বর সেই ঘণ্টা ধ্বনি ;
প্রেমে অচেতন হইল তখনি।
পর পরদিনে দুই এক জনে ;
গিয়েছিল তথা ভক্তি করি মনে।

শুনেছিল কেহ সুমধুর স্বর ;
মন্দিরার শব্দ মরি কি সুন্দর।
মন্দিরার শব্দ অতি সন্নিধানে
শুনেছি সুস্পষ্ট বৃষকুণ্ড স্থানে।
লোক কোলাহল মৃদু কণ্ঠ স্বর
হ'ল যেন মেরু পর্ব্বত উপর।
এই পর্ব্বতে শিব, বিষ্ণু চক্র দিয়া
সতীর দক্ষিণ শ্রীকর কাটিয়া,
ফেলিলেন, শাস্ত্রে বলে নিরন্তর ;
লিখিলে সে সব, হইবে বিস্তর।
দুর্গম সে স্থান কেহ নাহি যান ;
ইচ্ছা আছে মনে যেতে সেই স্থান।
সুদূর এ আশা ফলিবে কি মোর
হব কি জীবনে প্রেমেতে বিভোর ?
এইরূপ কত লীলা সুবিস্তর ;
হইতেছে চন্দ্রনাথে নিরন্তর।
বিশ্বাসী যে জন এই স্থানে এস ;
নির্জ্জনে একান্তে স্থির হয়ে বস।
অবশ্য শুনিবে হেরিবে সকলি,
নাহি কার্য্য আর লিখে লিখে বলি ;
উঠ উঠ সবে চল চল যাই ;
অন্য অন্য তীর্থ খুঁজিয়ে বেড়াই।
চল, তবে দেখ প্রচণ্ড ভৈরব ;
ক্ষেত্রস্থ দেবতা দেখ দেখ সব।
শিব-নেত্রানল দেখ জ্যোতির্ম্ময় ;
ধর্ম্ম অগ্নি জলে হ'য়ে জলময়।
অন্নপূর্ণা দুর্গা দেখ কালীমাতা ;
বটু বৃক্ষ ব্যাস দেখ চণ্ডিমাতা।
এই স্থানে শিব ব্যাসে বর দিল ;
নিজের ত্রিশূল হেথা নিক্ষেপিল।

শূল নিক্ষেপণে কুণ্ড বিরাজিল ;
ধূম সনে অগ্নি উঠিতে লাগিল।
ব্যাসদেব তাহা দেখে হৃষ্টমন
পাষাণের দেহ করিয়ে গ্রহণ,
মহা ধ্যানে মগ্ন কুণ্ডের পশ্চিমে ;
ধন্য ব্যাসদেব, ধন্য ধরাধামে।
বারাণসী ধামে যেই সব ঋষি,
বসিবারে স্থান দিল নারে হাঁসি ;
এবে তারা মরি, তোমারি কৃপায়,
ধ্যানে মগ্ন সবে তোমারি ছায়ায়।
তব শিষ্য জ্ঞানী সুত মহামতি,
ষাইট সহস্র লইয়ে সংহতি,
তব পুণ্য ধামে এসেছে এখন,
নৈমিষ অরণ্য ত্যজি সর্ব্বজন।
তব কুণ্ডোদকে তরপন স্নান,
সুবর্ণ ইত্যাদি করে সপ্তদান ;
তার পূণ্য ফল কি লিখিব আমি ;
অশক্ত যেখানে নারায়ন স্বামি।
স্নানে গঙ্গাফল শিবেতে মিলয় ;
অশ্বমেধ ফল তর্পণে লভয়।
গয়া শ্রাদ্ধ শত পিণ্ড দানে লভে ;
এমত সুতীর্থ পাবে কোথা ভবে।
যাও স্নান কর নদ "মনমথে" ;
গঙ্গা স্নানাধিক ফল পাবে তাতে।
মুণ্ডন করহ মন্মথ গয়াতে ;
শত জন্ম পাপ ঘুচিবে তাহাতে।
ফল্গু তীর্থে কর সুপিণ্ড অর্পণ,
কত ফল পাবে নাহি নিরূপণ।
"মন্মথ" "সুভদ্রা" "কর্করী" মিলনে ;
কর স্নান কর পরম যতনে।

ইহাই ত্রিবেণী যুগতীর্থ সার,
বল কোন্ তীর্থ রহিল তোমার ?
বায়ু পর্ব্বতেতে পার যদি যাও ;
জগন্নাথ রাধাকৃষ্ণ তথা চাও।
দশমহাবিদ্যা খুঁজে দেখ তথা !
পূর্ণব্রহ্ম রাম সহ সীতামাতা।
কিন্তু মরি হায় সেই সব স্থান,
বড়ই দুর্গম কেহ নাহি যান।
চল যাই করি আহার বিহার,
পঞ্চ ক্রোশী ত্যজি আশ্রম সবার।
চল পরদিনে প্রত্যূষ সময়ে !
বাড়ব দর্শনে প্রফুল্লিত হ'য়ে।
দক্ষিণে দ্বিক্রোশ হবে সেই স্থান ,
চল চল যাই করি প্রেম গান।
বাড়ব অনল দেখ মনোহর
জলেতে অনল জ্বলে নিরন্তর।
হেন অত্যাশ্চর্য্য দেখিয়াছ কোথা,
দেখ দেখ চক্ষে দেখ এসে হেথা।
পাতাল উদ্ভব পবিত্র সলিলে,
শিব যোগনেত্র অগ্নি সদা জ্বলে।
পুষ্পকেতু কাম ভস্মীভূত হ'ল,
প্রলয়ে প্রলয় করিবে অনল।
ধর্ম্ম চন্দ্র শক্তি আছে কুণ্ডত্রয় ;
স্নান দানে অশ্বমেধ ফল হয়।
সপ্তজিহ্বাত্মক বহ্নি সদা জ্বলে ;
"মুক্তিক ঈশ্বর" শিব তাঁরে বলে।
ঈষদুষ্ণ বটে বাড়বের জল
কেমন অদ্ভুত জ্বলিছে অনল।
কর স্নান কর, কর ভক্তিভরে
সন্দেহ ক'রোনা ক্ষণেকের তরে।

দেখিবে তোমার ধার্ম্মিক প্রবর
চুম্বিছে শরীর মরি কি সুন্দর।
এ অগ্নিতে তুমি পোড়া নাহি যাবে
প্রেমে ভোর হয়ে আনন্দে নাচিবে।
যদি পাপী হও, কভু সে অনল
স্পর্শিবে না তব শরীর সমল।
অথবা নিবিবে মহাপাপী হ'লে;
পাপী সাধু সবে হের এই স্থলে।
দেখরে জ্বালাগ্নি শত জিহ্বাত্মিকা;
পবিত্র অনল শতমুখী শিখা।
দেখ হুতাশন সপ্ত মুখ যাঁর;
"নক্রেশ্বর" শিব নিকটে যাঁহার।
প্রচণ্ড ভৈরব দেখ দেখ সবে;
দেখিলে স্বচক্ষে বড় ভয় পাবে।
দধি দুগ্ধ আদি কুণ্ড সারি সারি;
দেবতার নাম লিখিতে না পারি।
কত দেব দেবী রয়েছে তথায়;
লিখে শেষ করি শক্তি নাহি হায়!
চল চল সবে আশ্রমেতে যাই;
অতিশয় ক্লান্ত হয়েছে সবাই।
চল পরদিনে উত্তরেতে যাই;
চম্পক অরণ্য লবণাক্ষ চাই।
দেখ মন্দাকিনী ঊর্দ্ধ প্রবাহিনী;
ব্রহ্মা বিষ্ণু সূর্য্য কুণ্ড সুরধুনী।
জিহ্বা গদা লোল নীলাদ্রি সকল;
মণিকর্ণিকার চক্র তীর্থ স্থল।
উত্তরবাহিনী মন্দাকিনী তীরে;
একাদশ রুদ্র খুঁজগো অচিরে।
নরসিংহ দেব মহর্ষি কপিল
হেথা প্রেমানন্দে নির্ব্বাণ লভিল।

কর স্নান কর সহস্র ধারায় ;
ভবে ভবপদ লভিবে ত্বরায়।
বহু উচ্চ হতে, সহস্র ধারায় ;
ঝর ঝর জল পড়িছে নামায়।
এ হেন সুদৃশ্য দেখ দেখ সবে,
মনেতে নিশ্চয় বিস্ময় জন্মিবে।
পাবেনা সংসারী করিতে দর্শন,
তীর্থ সারি সারি আছে অগণন।
চল তবে পুনঃ বাস গৃহে যাই,
আহার বিহার করিয়ে বেড়াই।
চল সবে চল প্রদোষ সময়ে,
শম্ভুর আরতি দেখি চল যেয়ে।
যদি ইচ্ছা হয়, দেখ ভাল করে।
দিন পাঁচ সাত থেকে ভক্তি ভরে।
যাঁহারা রয়েছ সংসার বন্ধনে।
চল চল তারা চল এইক্ষণে।
বহিঃক্ষেত্রে গিয়ে কুমারিকা দেখ,
চট্টেশ্বরী নাম সদা মনে রেখো।
আদিনাথ শিব, দেখ সিন্ধু তটে,
রাম সীতা শিব দেখ রাম কোটে।
তীর্থ সারি সারি কর পর্য্যটন ;
জগতে সুতীর্থ পাবে না এমন।
বার বার যাও তীর্থ সারি দেখ ;
দেখিতে দুর্ব্বল, এই মনে রেখ।
এইরূপে হ'লে ত সমাপন ;
আনন্দে সুফল কররে গ্রহণ।
তীর্থ ফল হেতু কর এক দান ;
স্বর্ণ রৌপ্য কর আনন্দে প্রদান।
পদ পূজা কর ইচ্ছা অনুসারে ;
নেওরে সুফল ভক্তি সহকারে।

দেও দেও পদে রজত কাঞ্চন ;
গন্ধ পুষ্প জল কিম্বা স্বর্ণাসন।
সুফল লইতে জিজ্ঞাস কাতরে ;
বিনয় বচনে সুমধুর স্বরে।
সুফল লভিলে জানিবে তখন ;
তীর্থ ফল হ'ল সার্থক জীবন।
উঠ বঙ্গবাসি হিন্দুস্থান-বাসি ;
এস চন্দ্রনাথে প্রেম ভরে ভাঁসি।
উঠ উঠ সবে, যাও যাও যাও ;
চন্দ্রনাথ নামে নিশানা উড়াও।
কর মহাধ্বনি মৃদঙ্গ বাজাও ;
গাণ্ডীব ফুঁকারী জগৎ কাঁপাও।
চন্দ্রনাথ নাম প্রচার ভূতলে ;
মধুর বচনে মাতায়ে সকলে।
সুবিদ্বান জ্ঞানী এস একবার ;
জ্ঞানী হ'য়ে ঘরে নাহি থেকো আর।
সে জ্ঞান অজ্ঞান জেনো ইহা সার ;
মুখে বলা মাত্র সকলি অসার।
তাই বলি জ্ঞানী থেকো না আবাসে
দেখ ধ্যান ক'রে ব্যাসাশ্রমে এসে।
দেখিবে মানসে সে জ্ঞান তোমার ;
কিছু নহে জ্ঞান কল্পনা অসার।
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র জানিবে তখন ;
অনুতাপানলে দগ্ধ হবে মন।
চল তবে জ্ঞানী চন্দ্রনাথে চল ;
ক্ষণেকের তরে হরিনাম বল।
এস এস জ্ঞানী বলি বার বার ;
দ্বিধা জ্ঞান ছেড়ে এসো গো এবার।
শুন শুন জ্ঞানী শিবেরি বচন ;
পুরাণ তন্ত্রেতে খুঁজ, সর্ব্বক্ষণ।

উঠ হিন্দুস্থানী উঠ হিন্দুগণ;
ভারতনিবাসী সব আর্য্যগণ।
এস এস সবে ভুল অভিমান;
রীতি-নীতি জাতি ভুল ভেদ জ্ঞান।
আচার বিচারি ফেলে কর দূর;
আচার বিচার কি হ'বে চতুর।
চতুরতা ছাড় ধর্ম্ম ধন নিয়ে;
এস তবে এস প্রেমেতে ভাসিয়ে।
ভারত ললনা তোমরাই ধন্যা;
এ ঘোর কলিতে তোমারাই পুন্যা।
যত সদাচার তোমরা আচর;
পুরুষ অভাগা কলির কিঙ্কর।
এই কলি যুগে শোচনীয় দিনে,
যাহা কিছু আছে রমণী-জীবনে।
পুরুষ অভাগা হ'য়েছে এখন;
রীতি-নীতি জাতি দিয়ে বিসর্জ্জন।
পরম পবিত্র রমণী জীবনে,
কত মতে কষ্ট দেয় সর্ব্বক্ষণে।
রমণী হৃদয় সরলতাময়;
সরল আচার সরল প্রণয়।
হয় সে গরল মন্দ ভাগ্য যার;
রমণী জীবন নিষ্ফল তাহার।
অতএব বলি শুন বামাগণ,
কপট ভণ্ডামি করোনা কখন।
তোদের স্বভাব বুঝা বড় ভার
দেবতা না বুঝে নর কোঁন ছার।
কপট আচার দাও বিসর্জ্জন
কামিনী দংশন বড়ই ভীষণ।
হাঁস বামাগণ প্রেম হাঁসি হাঁস
শিব শম্ভু প্রেমে সবারে সম্ভাস।

সদা বিশ্বপ্রেমে কর নিরীক্ষণ
শিব শম্ভুগান গাও অনুক্ষণ।
সরল স্বভাব শিখাও জগতে
স্বামী সুত সুতা গুরুজন হ'তে।
পুরুষ অভাগা বলি বার বার
হিংসা দ্বেষ রাগ ভুল এইবার।
ধন অভিমান বড় ছোট জ্ঞান
এই ধামে এসে দিওনারে স্থান।
সবে পুত্র কন্যা মাতা পিতা ভাই
সবে তোর বন্ধু কেহ শত্রু নাই।
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র হও এই ধামে
পবিত্রিত হও শিব শম্ভু নামে।
রাজত্ব প্রভুত্ব করিওনা হেথা
প্রাণপণে কারে দিওনারে ব্যথা।
নেও গঙ্গাজল কি'ন স্বর্গফল
নিজ হাতে নেও ছেড়ো না সম্বল।
রাগিওনা কারো কর্কশ বচনে
নিষ্ফল রাগিলে, ভেবে দেখ মনে।
এস সাধু ঋষি প্রেমিক সন্ন্যাসী
শৈব রামা যুত বৈষ্ণব উদাসী।
এস খুঁজে নেও তাঁহারি স্বরূপ
পাবে নিজ রূপ হবে না বিরূপ।
সম্প্রদায় ভেদ হেথা কভু নাই
নিত্য প্রেমানন্দে রয়েছে সবাই।
সবে মিলি কর স্বয়ম্ভু কীর্ত্তন
চন্দ্রনাথ নাম কররে রটন।
প্রকাশিত কর তীর্থ একে একে
যে সব সুতীর্থ অদৃশ্য ভূলোকে।
বলি বার বার বিনয়ে সকলে
নীচ হইতে উচ্চ অবনী মণ্ডলে

দেখ চন্দ্রনাথ দেখ শম্ভুনাথ
পূজ চন্দ্রনাথ পূজ শম্ভুনাথ।
পূজ রাম সীতা সুদীক্ষাগ্রহণ—
যাগ যজ্ঞ কর যাহা ইচ্ছা মন।
ব্রাহ্মণ ভোজন কর নানা দান
কত পুণ্য পাবে নাহিক সন্ধান।
যাও যাও যাও হাত তালিদাও
ব্যোম ব্যোম ক'রে বগল বাজাও।
গাও প্রেম গান শিব শম্ভু বলি
প্রেমে ভোর হ'য়ে যাও যাও চলি।
শুন শুন সবে শিবের বচন
তাঁহারি আদেশে চল অনুক্ষণ।
শুন বা না শুন কিবা ক্ষতি তাহে
সদাশিব কভু রুষ্ট তুষ্ট নহে।
কুকর্ম্মে কুসঙ্গে কুপথে ভ্রমণ
করিলে বুঝিবে কি সুখ তখন।
বুঝে সুঝে যদি স্থির হয় মন
তবে চন্দ্রনাথে করিবে গমন।
ফেলে দেবে ভবে মিছে ধনজন
ফেলে দেবে দূরে কামিনী কাঞ্চন।
বীত রাগ হবে সংসার ভবনে
বড় কষ্ট পাবে বৃথা আলাপনে।
তখন বৈরাগ্য বসন পরিবে
বিবেকের সনে সদা আলাপিবে,
দয়া দান ধর্ম্ম পর উপকার
সাত্ত্বিক ভূষণে শরীর তোমার।—
সুশোভিত হবে আহা মরি মরি
নিরখি সেরূপ মন প্রাণ ভরি।
দেখে তব রূপ ভুলিবে সকলে
অলিঙ্গিবে সবে শিব শম্ভু ব'লে।

অতএব বলি ভাই বন্ধুগণ,
মাতা পিতা ভগ্নি সুত সুতাগণ॥
সমল হৃদয় করহ নির্ম্মল
হৃদয় খুলিয়া দেখাও সকল।
হওরে নির্ম্মল বিশুদ্ধ কাঞ্চন
কামিনী কাঞ্চনে দিয়ে বিসর্জ্জন।
প্রেম ভক্তি মনে এস পুণ্য ধামে
পবিত্রিত হও শিব শম্ভু নামে।
দীন দুঃখিগণ দুঃখ করি মন
যদি নাহি এস করিতে দর্শন।
শিব নাম বুলি লও কাঁধে করি
দ্বারে দ্বারে মাগ শিব নাম স্মরি।
লও যত্ন করি তিল গণ্ডা কড়ি
সুখী থাক তাহে শিব নাম করি।
শিব নামে ক্ষুধা তৃষ্ণা লজ্জা জ্ঞান
শিব ভক্ত জনে পায় নারে স্থান।
অতএব বলি বিনয়ে মধুরে
হাত যোড় করি বলি এক সুরে।
এসে হেথা কর সার্থক জীবন
জীবনের যাহা অতি প্রয়োজন।
অলীক কথন জেনোনা কথন
মোর ক্ষুদ্র কথা চিন্ত অনুক্ষণ।
শুন শুন সবে শিবের বচন
তন্ত্রে মন্ত্রে মন্ত্রে কর অন্বেষণ।
দেখে শুনে তবে প্রত্যহ হইবে
কবি জ্ঞান মোরে তবে সে ঘুচিবে।
জাগ জাগ জাগ, জাগ দ্বিজগণ
চন্দ্রনাথ ধাম কর দরশন।
শিখ দেব ভাষা ধর্ম্ম আচরণ
শিখ স্মৃতি শ্রুতি বেদান্ত দর্শন।

শিখ চতুর্ব্বেদ আচার পুরাণ
দেখ তন্ত্রে তন্ত্রে শিব গুণ গান
শিখ শিব গান গাও শিব গান
শিখাও সবারে চন্দ্রনাথ নাম
ছাড় লোভ ছাড় অর্থ অকারণ
অর্থই অনর্থ দুঃখ—উৎপাদন।
গুরু তত্ত্ব অর্থ ক'রে অন্বেষণ
চরিতার্থ কর পরম জীবন।
তোরা সমাজের মস্তক ভূষণ
তোদেরি নিয়ম তোদেরি শাসন।
ইষ্টানিষ্ট যাহা হয় তোদে' হ'তে
তোদের আচার শিখে এ জগতে।
অতএব দ্বিজ বলি বার বার
ভক্তি ভরে ধরি চরণ তোমার।
শিখাও জগতে শিব গুণ গান
শিব মহামন্ত্র কর সবে দান।
বিজাতীয় বেশ বিজাতীয় ভাষা
পর-সেবা তরে নাহি কর আশা।
শিব শম্ভু মাত্র তোমাদের রাজা
তোমারা তাঁহার ভবে শ্রেষ্ঠ প্রজা।
পূজ পূজ তাঁরে পরম যতনে
অসার সংসার রেখে মাত্র মনে।
বার বার বলি বিনয়ে মধুরে
ইচ্ছা যদি হয় এস প্রেমভরে।
স্বচক্ষে দেখহ বুঝহ আপনি
অবোধ মানব কি বোঝাব আমি।
পণ্ডিতপ্রবর শাস্ত্র বিচারিয়ে
দেখ জ্ঞান চক্ষে প্রেমেতে ভাসিয়ে।
বুঝিয়ে আপনি বুঝাও জগতে
ছোট বড় সবে অভিন্ন ভাবেতে।

বল সবাকারে বল বারবার ;
কলিযুগে এই তীর্থ মাত্র সার।
এ ঘোর কলিতে এ হেন দুর্দ্দিনে ;
নাহি গতি বল চন্দ্রনাথ বিনে।
কলির মানবে তরাতে শঙ্কর
বিরাজেন চন্দ্রশেখর উপর।
দয়াল শ্রীগুরু কি হ'বে এবার ;
তুমি বিনে ভবে গতি নাহি আর।
পতিতপাবণ করুণার সিন্ধু ;
পাপী জনে ত্রাণ কর দীনবন্ধু।
এই দয়া কর অন্য নাহি চাই ;
সুখে দুঃখে যেন তোমা ভুলি নাই।
যখন যে ভাবে সাজাইবে তুমি ;
আনন্দে সে সাজ ভবে নেব আমি।
অবোধ মানব কি চাহিব আমি ;
আশা পূর্ণ কর চন্দ্রনাথ স্বামী।
উঠ হিন্দুগণ চল সর্ব্বজন ;
দেখ চন্দ্রনাথ ভক্তি করি মন।
হিংসা দ্বেষ রাগ কর বিসর্জ্জন ;
প্রেমানন্দে সবে দাও আলিঙ্গন।
যেয়ে সীতাকুণ্ডে জিজ্ঞাস সত্বরে ;
সাপে বাঘে কভু হিংসা নাহি করে।
কত শত সাপ ভীষণ দংশন
করিতেছে জীবে, মরে না কখন।
সেই দিন হায় কনিষ্ঠ আমার
যে পূজে সর্ব্বদা শম্ভুনাথ সার।
বিষম ঝটিকা ঘোর আবর্ত্তনে,
প্রদোষ আরতি সময় গগনে ;—
দংশে ছিল সর্প বাবারি মন্দিরে,
প্রাণের অনুজ শ্রীহরকুমারে।

দৃক্‌পাত নাহি করি অকাতরে
শিব মহামন্ত্র জপিল সত্বরে।
মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে বিষ গেল চলি ;
নিরাপদ তবে হইল সকলি।
এই রূপে জানি কত শত জনে ;
বিমুক্ত হ'তেছে সর্পের দংশনে।
কত শত সর্প ভীষণ দর্শন ;
রহিয়াছে শিব স্বয়ম্ভু সদন।
শঙ্কর বসন শঙ্কর ভূষণ ;
জেনো জেনো সর্প তাঁরি ছত্র হন।
হিংসা দ্বেষ রাগ পশু মধ্যে নাই ;
নিত্য প্রেমানন্দে র'য়েছে সবাই।
মীনগণ তথা প্রেমে ভোর হ'য়ে,
পাপী মানবেরে যায় আলিঙ্গিয়ে।
যাও চন্দ্রনাথে জিজ্ঞাস সকলে,
হিংসে কিবা ব্যাঘ্র কভু এই স্থানে।
কত শত ব্যাঘ্র থাকে সন্নিধানে ;
তবু কেন জীব হিংসে না এখানে।
কেনরে দেখিয়ে ব্যাঘ্র মহেশ্বর
চ'লে যায় ধীরে দেখিতে সুন্দর।
পুরাকালে কভু প্রবেশি মন্দিরে ;
স্বয়ম্ভু সমীপে বসিত আদরে।
দেখিত যখন পূজারী তাঁহারে ;
চ'লে যেত ব্যাঘ্র অতি ধীরে ধীরে।
গবয় বরাহ মাতঙ্গ কুরঙ্গ ;
ভল্লুক বানর শৃগাল তুরঙ্গ।
ময়ুর ময়ুরী কত শত পাখী ;
মোরগ কোকিল কত চক্রবাকি,
নাহি হিংসে হেথা আনন্দ সবার ;
শিবশম্ভু প্রেমে নাচে অনিবার॥

আমরা মানব সে পশু জীবনে ;
হিংসিতেছি কেন প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ॥
ভুলরে মানব হিংসা দ্বেষ ভুল ;
সমাজের দুষ্ট রীতি নীতি ভুল।
সরল আচারে বিচর জগতে ;
গুপ্ত দুষ্ট ভাব ছাড় কোন মতে ॥
এস চন্দ্রনাথে ধরি হাতে হাতে ;
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজাতে বাজাতে।
কর হরি নাম চন্দ্রনাথ স্থান ;
কলিযুগে হরি সবারি নিদান।
হরিনাম বিনে জীবে গতি নাই ;
চন্দ্রনাথে হরি বলরে সবাই।
শুন তবে শুন ক্ষুদ্র বিবরণ ;
উপহাস মোরে ক'রোনা কথন।
শুন পিশাচের ধ্বনি ভয়ঙ্কর ;
ফাঁফর হইবে শুনিলে সে স্বর।
যে রাত্রি শুনিবে পিশাচের ধ্বনি ;
তখন নিশ্চয় মনে নিও গণি,
অবশ্য প্রভাত হইলে যামিনী ;
কাশী পাবে কেহ কলি যুদ্ধ জিনি।
কতশত যাত্রী এসে দরশনে ;
অগ্নিময় হেরে স্বয়ম্ভু সদনে।
মাসকত হ'ল কোন ধনবান ;
মাতা ভ্রাতা ল'য়ে চন্দ্রনাথে যান।
দুরদৃষ্ট ক্রমে জননী তাঁহার ;
অগ্নিময় হেরে মন্দির বাবার।
পারিল না যেতে বাবারি সদনে ;
প্রবল অনল দেখিয়ে নয়নে।
কাহার দর্শন না মিলে কখন ;
দেখাইলে শম্ভু করিয়া যতন।

এইরূপ কত আশ্চর্য্য ঘটন ;
হইতেছে নিত্য স্বয়ম্ভু সদন।
স্বয়ম্ভু রহস্য আশ্চর্য্য কথন ;
কি শক্তি আমার করিতে বর্ণন।
মহা তত্ত্বজ্ঞানী! সূক্ষ্ম অনুমানে ;
দেখ দেখ এসে এ পবিত্র স্থানে।
দেখ অত্যাশ্চর্য্য অনন্তের শক্তি ;
অনন্ত পদেতে দৃঢ় হ'বে ভক্তি।
অতএব আর লিখে কাজ নাই ;
অনন্তে অনন্ত বুঝহ সবাই।

৺ক্রমদীশ শম্ভুনাথোপাখ্যান।

চট্টলের শিবপুরে অতি জ্ঞানবান ;
ইষ্ট ভক্ত ছিল এক রজক প্রধান।
কামধেনু সম এক গাভী ছিল তার ;
পর্ব্বত উপরে ধেনু যেত বার বার।
পাইত না দুগ্ধ কভু দোহন করিয়া ;
না পারে করিতে স্থির ভাবিয়া ভাবিয়া।
সর্ব্বদা এরূপ ভাব দেখিয়া গাভীর ;
নির্ণীতে কারণ তার করিলেন স্থির।
গাভী সঙ্গে সে রজক লাগিল চলিতে ;
সুন্দর পাহাড় এক পাইল দেখিতে।
দেখে গাভী এক স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল ;
অবিরাম ধারে দুগ্ধ ঝরিতে লাগিল।
সেই স্থানে যেয়ে দেখে লিঙ্গ মনোহর ;
ভক্তি ভরে বলে সেই রজক প্রবর।
তুমি কোন দেব হও করহ আদেশ ;
শক্তি মতে পূজা তব করিব বিশে

সেই রাত্রে রজকেরে স্বপ্নে আদেশিল ;
শিয়রে বসিয়া শিব বলিতে লাগিল।
ত্রিপুর সুন্দরী সহ এই চন্দ্রনাথে ;
উদ্ভব হয়েছে পাপীজন নিস্তারিতে।
কলির মানব সবে পাপে মত্ত দেহ ;
না পারিবে উদ্ধারিতে আমা বিনে কেহ।
কলিযুগে কাশী শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথধাম ;
শুন শুন রজক স্বয়ম্ভু মোর নাম।
ব্রাহ্মণ নিযুক্ত কর মোর সেবা তরে ;
পরম মঙ্গল তোর হবে মোর বরে।
আজ্ঞা মাত্রে সে রজক যতন করিয়া ;
"ধোরাছড়ি" হ'তে দুটী ব্রাহ্মণ আনিয়া ;
পূজিতে লাগিল শম্ভু যথাবিধি মতে ;
অতুল ঐশ্বর্য্য তার হ'ল এজগতে।
ক্রমে এ আশ্চর্য্য কথা লোকেতে প্রচার ;
অধিকৃত ছিল স্থান ত্রিপুরা রাজার।
বার্ত্তা পেয়ে মহারাজ চলিলেন তথা ;
গজ বাজী সৈন্য সহ উত্তরিল হেথা।
দেখে শম্ভুনাথে পূজা করিল যতনে ;
মহাবাদ্য সমারোহ বিবিধ বিধানে।
আপন আবাসে নিতে ইচ্ছা করি মনে ;
হস্তী দিয়া টানাইল পরম যতনে।
চারি দিকে খনাইল তুলিতে শঙ্কর ;
উঠাইতে না পারিয়া হইল ফাঁপর।
বড়ই দুঃখিত রাজা বিষণ্ণ আনন ;
লইবারে শম্ভুনাথে চিন্তে অনুক্ষণ।
সেই রাত্রে রাজারে স্বপ্নে আদেশিল ;
স্নেহ করে সদাশিব বলিতে লাগিল।
শুন শুন মহারাজ আমার বচন ;
না পারিবে নিতে মোরে বৃথা বিড়ম্বন।

নিজরাজ্যে নিয়ে যাও ত্রিপুরসুন্দরী ;
বিবিধ বিধানে তাঁরে পূজ যত্ন করি।
আমার পূজার তরে বন্দোবস্ত কর ;
অশেষ মঙ্গল তব হইবে সত্বর।
লিঙ্গপরি মহারাজ মন্দির রচিল ;
ত্রিপুরসুন্দরী ল'য়ে নিজ রাজ্যে গেল ;
আপন আবাসে গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
মহাসুখে মহারাজ গায় শিবগান।
এইরূপে শম্ভুনাথ লোকেতে প্রকাশ ;
পিতৃ পিতা মহ মুখে শুনি ইতিহাস।
শম্ভুনাথ ! কি জানিব তোমার মহিমা ;
তুমি নাহি দিতে পার ওঁকারের সীমা।
কৃপা দৃষ্টি কর নাথ এ অধমজনে ;
পাই যেন শ্রীচরণ এ পাপজীবনে।

৺চন্দ্রনাথ উপাখ্যান।

পার্শ্বনাথ শিব ছিল পর্ব্বত চূড়ায় ;
অয়স্কান্তমণি সেই ছিল এ ধরায়।
যেই দ্রব্য পরশনে আসিত তাঁহার ;
সোনা হ'য়ে যেত তাহা অতি চমৎকার।
কোন এক কাঠুরিয়া কাষ্ঠ আহরণে ;
গিয়েছিল চন্দ্রনাথে পরম যতনে।
কাটিতে কাটিতে গেল কুঠারের ধার ;
ধার দিতে আশে পাশে চাহে বার বার।
স্ফটিক প্রস্তর এক দেখিবারে পেল ;
শানিতে কুঠার তার সেই স্থানে গেল।
যেই মাত্র কুঠার প্রস্তরে বাজাইল ;
লোহার কুঠার তার সোনা হয়ে গেল

এই রূপে চন্দ্রনাথ লোকেতে প্রচার।
দর্শন হইতে মুক্তি স্পর্শনে কি আর।
দুর্জ্জয় নরক তার কম্পিতে লাগিল,
তাহা দেখে চন্দ্রনাথ জ্ঞানব্যাপী হল।
পর্ত্তুগীজ অধিকৃত ছিল এই স্থান;
শুনিয়ে আশ্চর্য্য কথা গেল সেই স্থান।
যেয়ে দেখে চন্দ্রনাথ মণি তথা নাই
ভেঙ্গে সে পর্ব্বত চূড়া গিয়েছে কোথাই।
অদ্যাপিও ভগ্নচিহ্ন আছে বর্ত্তমান;
শম্ভুসনে মিশিয়াছে শাস্ত্রের বাখান।
দলে দলে বৌদ্ধ আসি করে দরশন;
তিন রাত্রি নিবসতি করে সর্ব্বজন।
কত শত হিন্দু যাত্রী গিয়ে দরশনে;
ক্ষণমাত্র নাহি তিষ্ঠে সয়ম্ভু সদনে।
পঞ্চক্রোশী দূরে সবে অবস্থান করি;
মহানন্দে ত্যজে স্থান বলিয়ে শ্রীহরি।
চন্দ্রনাথ উপাখ্যান সম্পূর্ণ এমতে;
প্রেমানন্দে হরি বল নাচিতে নাচিতে।
চন্দ্রনাথ দয়া কর জন্ম জন্মান্তরে;
ক্ষণতরে তব রূপ না ভুলি অন্তরে।
পাপী জনে ত্রাণ কর পতিতের বন্ধু;
ভবার্ণবে কর্ণধার তুমি কৃপাসিন্ধু।

মন্দাকিনী উপাখ্যান।

স্বর্গপ্রবাহিণী গঙ্গা জানে সর্ব্বজন;
কোথায় উৎপত্তি তাঁর নাহি নিরূপণ।
শুনিয়াছি দুষ্ট সাধু চলিতে চলিতে;
বহুদিন হল গত খুঁজিতে খুঁজিতে।

এক স্থানে যেয়ে দেখে কুণ্ড মনোহর ;
বসিয়াছে এক কন্যা তাহার উপর।
দেখে দুই সাধুবরে কুমারী তখন ;
জিজ্ঞাসিল কি হেতু কোথায় আগমন।
বলিলেন সাধুগণ বিনয় বচনে ;
নির্ণিতে এসেছি গঙ্গা বহে কোন স্থানে।
কুমারী বলিল আগে কুণ্ডে স্নান কর ;
কোন স্থানে বহে গঙ্গা জানিবে সত্বর।
জটা বিহারিণী গঙ্গা জানে সর্ব্বজন ;
কিরূপে করিবে তবে তত্ত্ব নিরূপণ।
ডুব দিল সাধুদ্বয় কুণ্ডেতে যখন ;
উপনীত হ'ল এসে সয়ম্ভুসদন।
এরূপ আশ্চর্য্য কথা শুনেছি শ্রবণে ;
বিধির বিচিত্র বিধি বুঝিব কেমনে।
প্রত্যক্ষ দেবতা সব নেহার নয়নে ;
শুনিলে আশ্চর্য্য কথা ভয় হয় মনে
ভৈরব প্রচণ্ড অতি কালান্তক প্রায় ;
সামান্য দোষেতে শাস্তি প্রদানে সবায়।
কেহ যদি শিশ্ দেয় তারি অধিকারে ;
কিল লাথি খেয়ে সেই মুখ ভেঙ্গে মরে।
বিস্তর শুনেছি কত এরূপ ঘটনা ;
বাতুলের বাতুলামি কখন জেনোনা।
পঞ্চ ক্রোশী মধ্যেতে ভৈরব দ্বারপাল;
অবিরত গতি করে নাহি কালাকাল।
কত রূপে কত জনে দেখে স্থানে স্থানে,
দীর্ঘ নেত্রে যে দেখিবে বুঝিবে সে জনে।
চন্দ্রনাথে জিজ্ঞাসহ প্রতি জনে জনে।
কেন কর্ম্মকার কাজ না করে এস্থানে।
কত কত কর্ম্মবীর ভৈরব দুষণে ;
প্রেরিত হয়েছে শিব স্বয়ম্ভূসদনে।

প্রত্যক্ষ ঘটনা এই দেখিবে নয়নে ;
প্রত্যয় করিবে তবে আমার বচনে।
এইরূপ কত শত দেখেছি শুনেছি ;
দেখে শুনে অবিশ্রাম বিস্ময়ে রয়েছি।
সে সব বলিতে গেলে লিখিতে বিস্তর ’
লেখা লেখি কষ্ট করা বড়ই দুষ্কর।
বিশ্বাস করিবে কেহ, কেহ বা হাঁসিবে ;
পাগলের পাগলামি কেহ বা বলিবে।
কেহ কেহ বিস্ময় সাগরে নিমগণ ;
প্রেমানন্দে প্রফুল্লিত হবে কারো মন।
ভিন্ন ঘটে ভিন্ন রূপে বিরাজেন তিনি ;
কর্ম্ম ফলে ভিন্ন ভাব হবে অনুমানি।
অতএব সব কথা প্রকাশ্য না কবে ;
একান্তরে লোক বুঝে বলিবে বলাবে।
যে কর্ম্মের উপযোগী যেই ব্যক্তি হয় ;
তাহারে সে রূপ কথা জানাবে নিশ্চয়।
পূর্ব্বে পূর্ব্বে মুনি ঋষি বড় ছিল জ্ঞানী ;
বুঝে সুঝে বন্দবস্ত হইত তখনি।
এখন হয়েছি মোরা কূলের অঙ্গার ;
ইচ্ছামত কত কথা বলি বার বার।
বড়ই তামস মোরা সত্ত্ব গুণ নাই
তামসে আবৃত হ’য়ে ঘুড়িয়ে বেড়াই।
ধর্ম্ম গ্রন্থি এই হেতু শিথিলতা হায়
সমাজেতে হিংসা দ্বেষ হয়েছে তাহায়।
কলির কিঙ্কর মোরা হয়েছি সকলে
নাহি কিরে হেন কেহ কলি জিনে বলে
সাহসে করিয়া ভর বুঝি প্রাণপণে
দান দয়া সত্য নিষ্ঠা অস্ত্র প্রহরণে।
যায় যাবে প্রাণ তবু করিব সমর
করিয়া দেখিব যুদ্ধ জন্ম জন্মান্তর।

অবশ্য হইব জয়ী প্রেম ভক্তি সনে
চল সবে কলি যুদ্ধ করি প্রাণপণে।
যুগ দোষে অনেকের পরাজয় হবে
তবু আছে দুই এক বিজয়ী এ ভবে।
তা না হলে প্রলয় হইত ত্রিভুবন
যুগান্তরে যবনিকা হইত পতন।
সত্য যুগে সবে সত্য ভাব ধরে
নির্গুণে সগুণব্রহ্ম স্বরূপ প্রকরে
ডুবিতাম ভাঁসিতাম সে প্রেম সাগরে :
কলিযুগ কষ্ট জ্ঞান হ'ত না শরীরে।
লিখিতে সে সব কথা বড় ভয় মনে ;
কিরূপে কিভাবে আছি নাহি জেনে শুনে।
বিশ্বময় বিশ্বরাজ্যে যে ভাব প্রদানে ;
সে রূপ করিব কাজ বড় আশা মনে।
আশা তৃষ্ণা ক্ষুধা নিদ্রা যে কালে বিনাশ,
যে কালে করিব আমি কর্ম্ম সর্ব্ব নাম।
সে কালে অনিত্য কোথা রহিবে আমায় ;
ব্রহ্মা রূপ লিখে বলা সাধ্য নহে কার।
যত দিন রহিবেক আমিত্ব আমার ;
কত মতে কত কথা কব বার বার।
কিন্তু সেই যাহা করি মঙ্গলের তরে ;
সকলে সে ব্রহ্মরূপ নিত্য হেরিবারে।
বামন সাজিয়ে চাহি আকাশের পানে
বৃথা আশা ভাঙ্গা দশা হইবে কেমনে।
চন্দ্রনাথ কলিযুগে পূর্ণ বিরাজিত ;
অপূর্ণে মিশাও পূর্ণে করি নাথ হিত।
জপ স্তব ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু নাহি জানি ;
কুকার্য্যে কুরাজ্যে ফিরি দিবস রজনী
তোমারি বচনে শুধু দৃঢ় ভক্তি করে ;
ঘুরিবারে বড় সাধ এভব সংসারে।

চন্দ্রনাথ ! দয়া কর জন্ম জন্মান্তরে ;
ক্ষণ তরে তব রূপ না ভুলি অন্তরে।
পাপী জনে ত্রাণ কর পতিত পাবন ;
পাপে কলুষিত দেহ বড় ভীত মন।
তব রূপ হরি রূপ পূর্ণ ব্রহ্ম রূপ ;
কিছুই জানিনা প্রভু তোমারি স্বরূপ।
শুনিয়াছি হরি নাম এই পাপকানে ;
হরি হরি হরি সদা বলিব বদনে।

৺হরি প্রেম গাথা।

মুখে বলি হরি মনে হরি হরি ;
লিখি অবিশ্রাম শ্রীহরি শ্রীহরি।
জপি হরি নাম মালা সনে হরি ;
শয়নে স্বপনে স্মরি হরি হরি হরি !
আহারে বিহারে প্রমোদে শ্রীহরি ;
প্রদক্ষিনে হরি সখা সনে হরি।
কুরঙ্গে কুসঙ্গে কুপথে শ্রীহরি ;
তারক ব্রহ্ম হরি নিরঞ্জন হরি।
প্রেম ভরা মুখে বল হরি হরি ,
প্রেমময় হরি (মোরা) প্রেমের ভিখারী।
প্রেম রূপ হরি প্রেম শক্তি হরি ;
প্রেমিক যুগলে বল হরি হরি।
প্রেম বিনে কিসে পাইব শ্রীহরি ;
প্রেমে মেতে সবে বল হরি হরি।
প্রেম ভক্তি সনে প্রেম বৃন্দাবনে ;
প্রেমময় হরি রাধা প্রেম সনে।
অবিচ্ছেদ প্রেমে বদ্ধ নিরন্তর—
রহিয়াছে প্রেম মরি কি সুন্দর

প্রেমিক চৈতন্য প্রেমে অহরহ।
রহিয়াছে প্রেম কৃষ্ণ প্রেম সহ।
প্রেমেতে প্রহ্লাদ ধ্রুব ধ্রুব চান।
প্রেম ব্রহ্ম সনে করে প্রেম গান।
সে প্রেমে এ প্রেমে অতি তুচ্ছ প্রেম।
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র এই সব প্রেম।
প্রেমময় কর প্রেম বিতরণ।
প্রেমিক সংসারে করি বিচরণ।
হরি প্রেম হরি হরি প্রেম হরি।
মানসে একান্তে বলি হরি হরি।
হরি নাম হরি ব্রহ্ম রূপ হরি।
শিব শম্ভু হরি চন্দ্রনাথ হরি।
জ্যোতির্ম্ময় হরি জ্যোতিঃরূপ হরি।
রাম রূপ হরি সীতা রূপ হরি।
পূর্ণ ব্রহ্ম হরি নিরাকার হরি;
কলিযুগ হরি কলি হরি হরি।
হরি হরি হরি শ্রীহরি শ্রীহরি;
চল চল সবে হরি নাম করি।
চল চল দেখি চন্দ্রনাথ হরি;
জগন্নাথ হরি রাধা কৃষ্ণ হরি।
বিরুপাক্ষে হরি পাতালে শ্রীহরি;
কপি রূপে হরি গোবর্দ্ধনে হরি।
মন্দাকিনী হরি মন্মথে শ্রীহরি;
কোটী লিঙ্গে হরি অন্নপূর্ণা হরি।
বিশ্বময় হরি পরমাণু হরি;
হরি ময় মোরা সকলি নেহারি।
অবিচ্ছেদ প্রেমে বলি হরি হরি;
কলিযুগ যেন অনায়াসে তরি।
হরি বোল হরি জয় হরি হরি;
নিশানা উড়াও হরি নাম করি॥

যাও যাও যাও হরি নাম গাও ;
চন্দ্রনাথে হরি সবারে দেখাও।
ব্যোম ভোলা শব্দে জগত কাঁপাও ;
নাগ ফণী বীণা মৃদঙ্গ বাজাও।
সাজ রণ বেশে যাও দেশে দেশে ;
হরি যুদ্ধ কর অশেষ বিশেষে।
এই উপকার কর কর অনিবার ;
কলিযুগে হরি একমাত্র সার।
ব্যোম ভোলানাথ ব্যোম শম্ভুনাথ ;
ব্যোম আশুতোষ ব্যোম চন্দ্রনাথ।
ব্যোম ব্যোম ভোলা বলরে সকলে,
নিত্য ভোলা প্রেমে মজ কুতুহলে।
কি বর্ণিব প্রভু তোমারি মহিমা ;
অবোধ মানব কি সে দিব সীমা।
কর কৃপা দৃষ্টি এ অধম জনে ;
আশা মত ফল ফলে এ জীবনে।

জয় গুরু চন্দ্রনাথ, কর যোড় করি হাত,
করি আমি এই নিবেদন ;
দীন হীনে দয়া কর, পাপীরে উদ্ধার কর,
দেও দাসে তব শ্রীচরণ।
তব পদ জানি সার কিছু নাহি চাহি আর,
তব পদ ভবে শ্রেষ্ঠ ধন ;
যে পদে হরে বিপদ, অশেষ সুখ সম্পদ,
সেই পদ চাহি অনুক্ষণ।
নিজ গুণে দয়া কর, কোন গুণ নাহি মোর,
আমি ভবে অতি অভাজন ;
ভুলে দোষ কৃপা কর, দাসের দুর্গতি হর,
জানি তুমি অধম তারণ।
দুঃখে দুঃখে গেল দিন, হলোনা ভবে সুদিন,
কি হইবে বল দয়াময় ;

বড় সাধ আছে মনে, সেবি তব শ্রীচরণে,
হইবে কি হেন ভাগ্যোদয়।
দান ধর্ম্ম-সদাচার, সত্যব্রত উপকার,
দীন দুঃখী সাধু সেবা করি ;
তোমার আশ্রয়ে থাকি, তোমাকেই মনে রাখি,
এভব সংসার যেন তরি।

চন্দ্রশেখর তীর্থের সংক্ষেপ বিবরণ।

দেবী পুরাণ চৈত্র মাহাত্ম্য চণ্ডিকাখণ্ডোক্ত॥

একদা ঋষিগণ সুতমনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে জ্ঞানপ্রকাশ ? কলিযুগে ভগবান শিব কোথায় বাস করিবেন, যে হেতু কলিকালে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে পাপ বিচরণ করিবে, আমরাও তথায় বাস করিতে ইচ্ছা করি।

২। সুত মুনি কহিলেন, আমি গুরুবাক্য ভুলিয়াছিলাম, অদ্য তোমরা তাহা স্মরণ করাইয়া পবিত্র করিলে।

৩। হে সাধুগণ! আমি আদৌ তাহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি! যে বনে আমার গুরুদেব বাস করিতেছেন, আমি ও তোমাদের সহিত তথায় বাস করিব।

৪। বঙ্গদেশের পূর্ব্ব দক্ষিনে লবণাম্বু সমুদ্রের উত্তর তীরে বিরূপাক্ষের অগ্নি কোণে চন্দ্রশেখরের শিখর দেশে বরুণ বিল্ব কোটরে পাষাণরূপী হইয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন।

৫।—তাহার দক্ষিণে বাড়বানল, উত্তরে লবনাক্ষ পশ্চিমে ব্যাস কুণ্ড, পূর্ব্বে মিষ্ট-বারি মন্দাকিনী, তন্মধ্যে চিন্ময় বৃষবাহন নীলকণ্ঠ শিব আছেন।

৬। লবণাক্ত সমুদ্রের সেই পুণ্য ক্ষেত্রকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া আছে।

৭। সেই ক্ষেত্রে মৃগগণ জ্ঞানীর মত পক্ষিগণ উপদেশকের মত বিচরণ করিতেছে।

৯। সেই স্থানে সকল ঋতুতেই সমভাব। সেই স্থান আমার বর্ণনাতীত। পর্ব্বত মধ্যে সেই পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ—তথায় কোকিলের ধ্বনি ও সুবাতাসযুক্ত এবং মৃগাদি পরিপুর্ণ চম্পকারণ্য আছে।

১০। তাহার দক্ষিন দিকে প্রস্তর ভেদ করিয়া শিব নেত্র জাত সূর্য্যাতুল্য শাণ্ড জিহ্বাযুক্ত বাড়বানল জ্যোতির্ম্ময় রূপে পরিবার সহ নীলকণ্ঠকে তুষ্ট করিয়া চারিদিকে দশ দণ্ড পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া দিবানিশি জ্বলিতেছে।

১১। তাহার নিম্ন দেশে পাতাল গঙ্গা এবং সেই স্থানেই কুণ্ডরূপিনী নাভি-গঙ্গা আছেন। যে স্থানে অশোক চম্পক বক ঝিন্টিকা কাঞ্চনমল্লিকা জাতি যুথি লবঙ্গ মালুর রসাল তাল হিণ্ডাল রঞ্জক কণ্টকাদি নানা বৃক্ষ শ্রেণী দশদণ্ড স্থান ব্যাপিয়া ফুলের সহিত মধু ছড়াইতেছে। যে স্থানে ক্রৌঞ্চ খঞ্জন প্রভৃতি পক্ষিগণ শিব শব্দ উচ্চারণ করিয়া রব করিতেছে। যে স্থানে লবণাক্ত জলোত্থিত বাড়বানল জ্বলিতেছে। যাহার মঙ্গলাভে তীর্থরাজ লবণাক্ত স্বয়ং আসিয়াছেন। যে স্থানে স্নান করিলে পূনর্জন্ম হয় না। হে বিপ্রগণ! আমরা গুরুদেবের নিকটে সেই পবিত্র স্থানে গমন করিব। সেই গুরু বাক্য অদ্য আমার স্মৃতি-পথে উদিত হইল।

১২। তখন ঋষিরা জিজ্ঞাসিলেন, হে বিপেন্দ্র! কাশী কৈলাশ প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ ত্যাগ করিয়া কেনই বা ভগবান কলিকালে গুপ্তভাবে চন্দ্রশেখরে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন? কেনই বা আপনার গুরুদেব সকল তীর্থ ত্যাগ করিয়া তথায় আছেন, তাহা আমাদিগকে বলিয়া কৃতার্থ করুন।

১৩। সুতমুনি বলিলেন পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাণ্ড যখন জলমগ্ন ছিল তখন ভগবান ত্র্যম্বক সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণুকে স্বয়ং সৃজন করিলেন।

১৪। তাঁহারা উৎপন্ন হওয়া মাত্রেই অহঙ্কারে মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট নানারূপ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া ভগবান্ অন্তর্দ্ধান হইয়া জ্যোতিলিঙ্গ হইয়াছিলেন।

১৫। তাঁহারা ভগবান্‌কে না দেখিয়া শূন্য পথ আশ্রয় করিলেন। পূর্ব্বে ভগবান্ শিব ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, আমি কাশি প্রভৃতি যে যে স্থানে যে যে লিঙ্গ ত্রয়োদশ ভাগে ভাগ করিয়া স্থাপন করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বাদশ লিঙ্গের কথা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি। কেবল একটী লিঙ্গ গুপ্তভাবে ছিল।

১৬। আমি কলিকালে পর্ব্বতীর সহিত যাইয়া সেই লিঙ্গে অবস্থান করিব। হে ব্রহ্মা! তোমরা দেবতাদিগের সহিত তথায় যাও, আমিও তথায় যাইব। এই বলিয়া ভগবান্ অদৃশ্য হইয়া উমার সহিত তথায় আসিলেন।

১৭। পূর্ব্বে ত্রিযুগে সেই পুণ্য তীর্থ গুপ্ত ছিল, কলিকালে লোক

মঙ্গলের জন্য ভগবান্ শিব অমরদিগের সহিত প্রকাশ্য ভাবে তথায় বাস করিতেছেন শ্রবণ কর।

১৮। একদা ব্যাসদেব কাশী ক্ষেত্রবাসী মহানন্দ মগ্ন জটামণ্ডলধারি মহর্ষিদিগের সহিত কাশীক্ষেত্রে তপস্যা করিতেছিলেন। সেই মুনিগণ অজ্ঞাত কুলশীল দ্বিতীয় নারায়ন সদৃশ মহাপণাজ্ঞ মৎসগন্ধা পুত্র ব্যাসদেবকে একাসনে আসীন দেখিয়া কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন।

১৯। তুমি কোথা হইতে কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? তুমি কাহার পুত্র? তোমার নাম কি? তুমি কোন বংশ জাত? পূর্ব্বে কোথায় বাস করিতে? তাহা আমাদের নিকট বল। ২০।—ব্যাসদেব কহিলেন, আমি মৎস্য গন্ধার গর্ভজাত, পরাশর মুনির পুত্র, আমি বিশ্বেশ্বর দর্শনার্থ ও আপনাদের সেবার্থ এই স্থানে আসিয়াছি হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি আপনাদের সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করি আমায় স্থান প্রদান করুন।

২১। ভৃগুমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া ক্ষণমাত্রও তথায় অবস্থিতি করিতে দিলেন না।

২২। ব্যাসদেব ঋষি মুখে এই প্রকার আত্মনিন্দা শুনিয়া মহাদেবকে আপন বধভাগী বিবেচনা করিয়া বলিলেন; রে পামর জ্ঞান বঞ্চক শিব, তুই কেন বার বার আমাকে বিড়ম্বনা করিয়া অনিষ্ট করিতেছিস? আমি অদ্যই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি। এই বলিয়া যখন তিনি ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইবার বাসনা করিলেন, তখন ভগবান্ বৃষধ্বজ তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন হে তপোধন! তুমি আমার অংশ সম্ভূত, ইহাতে সন্দেহ করিও না।

২৩। হে মুনিবর! পৃথিবীর অগ্নিকোনে পরম সুন্দর অতি গোপণীয় শ্রীচন্দ্রশেখর তীর্থ আছে,—আমি কলিকালে উমার সহিত সেই চন্দ্রশেখর চটলে বাস করিব। ২৪। হে মুনি! তুমি সেই চন্দ্রশেখর সকল তীর্থ হইতে অধিক জানিও। কলিকালে সেই পরম রমণীয় ক্ষেত্র আমার প্রিয় বাসস্থান, সে স্থানে তত্ত্বদর্শী পরম জ্ঞানী ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মাদি দেবগণ মুনিসিদ্ধ গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ ভৈরবগণের সহিত অহোরাত্র তপস্যা করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছেন। তাহার দক্ষিণে তীর্থ রাজ লবনাক্ত সমুদ্রের সঙ্গ লাভ করিতে ভাগীরথী গঙ্গা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। সেই চন্দ্রশেখর হিমালয়ের মত আমার আনন্দ দায়ক। ২৫। তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান দিব্য মুর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্যাসদেবকে বলিলেন, ২৬। আমি এই রূপে তথায় উমার সহিত

বাস করিব; তুমি সেই স্থানে আমার লিঙ্গ সমীপে গমন কর। তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই জানিও। সেই মঙ্গলকর মদীয় ক্ষেত্র অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, পবিত্র ও মোক্ষপ্রদ। সে স্থানে অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা বাস করিতেছেন। ঈদৃশ সিদ্ধিপীঠে আমি পার্ব্বতীর সহিত বাস করিব। এই বলিয়া ভগবান্ অদৃশ্য হইলেন। তদনন্তর বেদব্যাস চন্দ্রশেখরে প্রস্থান করিয়া তপস্যা আরম্ভ করলিেন। ভগবান তাঁহাকে তপোমগ্ন দেখিয়া সাক্ষাৎ হইয়া বলিলেন, তুমি বর গ্রহণ কর, তখন ব্যাসদেব বলিলেন, আপনি পূর্ব্বে কাশীতে আমাকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন এখন সেইরূপ এখানে অবস্থান করুন, ইহাই আমার বর প্রার্থনা, ভগবান্ কহিলেন. পৃথিবীতে গয়াদি যে সকল তীর্থ আছে, সেই সকলকে এই সিন্ধু সমীপে চন্দ্রশেখরে পর্ব্বেতে স্থাপিত করিয়া সেই সমুদায় তীর্থের সহিত তুমি তীর্থাধিষ্টিত বিগ্রহ হইয়া ত্রিলোক পবিত্রাণ কর। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া ভগবান তাঁহার সম্মুখবর্ত্তি ভূমি খণ্ডে ত্রিশূল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

৩১। সেই ভূমিখণ্ড কুণ্ড রূপে পরিণত হইয়া জলপূর্ণ হইলে তন্মধ্যে ধুমাবৃত্ত অগ্নিশিখা উঠিতে লাগিল।

৩২। ব্যাসদেব সন্তুষ্ট হইয়া কুণ্ডের পশ্চিমাংশে পাষান দেহ ধারণ করতঃ ধ্যানে মগ্ন হইয়া আছেন।

৩৩। সেই ক্ষেত্রের কোন স্থানে মহাকালী কোন স্থানে ত্রিলোক দুর্ল্লভ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, কোথাও ত্রিপূরা ভৈরবী, কোথাও বা কাত্যায়ণী শক্তি, কোন স্থানে একোনকোটী শিবলিঙ্গ, কোন স্থানে পাষাণ কোঠরস্থ মৎস্যকুর্ম্ম বরাহ নরসিংহাদি দশাবতার বিরাজ করিতেছেন। হে দ্বিজগণ! সেই স্থানে রামচন্দ্র এবং সীতা স্বয়ম্ভুলিঙ্গ দর্শন করিয়া সকল অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে চট্টেশ্বরী অন্নপূর্ণা রূপে সাধুদিগের রক্ষার্থ ও দুষ্টগণের নিমিত্ত কখন বিরূপাক্ষে, কখন চম্পকারণ্যে, কখন বা বাড়বানলে, কদাচিৎ মন্দাকিনীতে—লিঙ্গরূপী শিবের সহিত বিহার করিতেছেন।

৩৫। হে দ্বিজগণ, যে সেই চন্দ্রশেখর পর্ব্বতস্থ ফল্গুতীর্থে পিণ্ড দান করে, তাহার ফল আমি কি বলিব?

৩৬। যদি কোন পূণ্যবান পুরুষ তথায় গমন করিয়া পঞ্চত্ব পায় সে শিব লোক প্রাপ্ত হয়।

৩৭। এমন কি দেহ ও অস্থি ফেলাইলেও তাহার মুক্তি হয়। সেই

চন্দ্রশেখরে মানব, পতঙ্গ, ব্যাঘ্র, মৃগ, শশক প্রভৃতি জীবগণের যদি মৃত্যু হয়, তাহাদের ও মোক্ষ হইয়া থাকে ; যে তীর্থে শিবের সাক্ষাৎ সর্ব্বজীবগণ কোন সময়ে মন্দাকিনীতে ভাসমান থাকে, যে স্থানে হরশীর্ষ নিবাসী সর্পগণ আছে, যে ক্ষেত্রে ভৈরবগণ এবং তাঁহার শরীর সম্ভূত দেবগণ বিরাজ করিতেছেন, যে স্থান শিবজটাবৃত স্বর্গগঙ্গা কর্ত্তৃক প্লাবিত হয়, সেই চন্দ্রশেখর কখন পঞ্চত্ব লাভ করিব এই বলিয়া ত্রিলোকবাসী প্রাণীরা গান করিয়া থাকেন।

১১১—যে তীর্থে কাশী প্রয়াগ ভুবনেশ্বর, সমুদ্র গঙ্গা এবং নৈমিষারণ্য একত্র বর্ত্তমান আছে সেই তীর্থে সদানন্দ শুভপ্রদ অতি সূক্ষ্ম পরম পবিত্র ভগবান লিঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন।

১১২। যে স্থানে মানবের অদৃশ্য অনেক তীর্থ গুপ্ত ভাবে আছেন। যদি কোন পুণ্যবান মানব ভাগ্য ক্রমে সেই সকল তীর্থ দর্শন করে সে তখনই শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।

৩০। অদ্য আমি স্নেহে চঞ্চলচিত্ত হইয়া গুহ্যাতি গুহ্য সেই রহস্য তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম।

৩১। এই পরমাদ্ভূত লিঙ্গরাজ চরিত্র শিব তন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ গাত্রোত্থান কর, আমরা তথায় গমন করিব।

৩৪।৩৫। এই বলিয়া সূতমুনি ষষ্টি সহস্র ঋষি সমভিব্যাহারে সেই নৈমিষারণ্য হইতে চন্দ্রশেখরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে ব্যাস কর্ত্তৃক সৎকৃত লইয়া স্বয়ম্ভু দর্শন করতঃ পরমগতি লাভ করিয়াছিলেন। সেই সেই মুনিগণ মানবের অদৃশ্য হইয়া চন্দ্রশেখরের দক্ষিনদিকে গিরিকন্দরে বাস করিতেছেন।

৩৪। মুনিগণ আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জ্ঞান প্রকাশ! এখন সীতা কুণ্ড বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া আমাদের অজ্ঞতা দূর করুন। সূতমুনি বলিলেন, সীতার স্নানার্থ ও জগতের হিতার্থ বাড়বাগ্নি মিশ্রিত উষ্ণজল বিশিষ্ট রমণীয় কুণ্ড ভার্গব মুনি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই কুণ্ডের উত্তরাংশে দেব সিদ্ধ ঋষিগণ বাস পূর্ব্বক তথায় স্নান করেন। সেই কুণ্ডের মাহাত্ম্য আমি কি বলিব? তথাপি কিছু শ্রবণ কর। রাম যখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার উপদেশ মতে পূর্ব্বোক্তর পুরী গমন করেন।

৪৮। সেই পুরীতে পীত বস্ত্র ধারী পরম জ্ঞানী এক মহর্ষিকে দেখিয়া রাম বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, হে দেব! আপনি কি নিমিত্ত এখানে বাস করিতেছেন।

৪৭। তখন মুনি চক্ষু মেলিয়া জানকী লক্ষ্মন সহ রামচন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন, আমি শুনিয়াছি তুমি আমাদিগকে ত্রাণ করিবার জন্য রাজন্য বংশে জন্মিয়াছ।

৫১। শিবারাধ্যা মুক্তকেশী সীতা যাঁহার অনুগামিনী তাঁহার কি সৌভাগ্য! হে রাম ইনি তোমার গৃহিণী নহেন, ইনি ত্রিলোকজনপাবনী যোগ নিদ্রা স্বরূপা। ইনি অবলীলা ক্রমে তোমার অসাধ্য কার্য্য করিতে পারেন। হে রামচন্দ্র! আমার ভাগ্যবশতঃ ইনি এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।

৫৬। পূর্ব্ব দেশের দক্ষিণাংশে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে ভগবান ভার্গব সীতার নামে একটি কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমি বাড়বাগ্নি শোভিত সেই মহা কুণ্ডকে স্বয়ম্ভু লিঙ্গের পশ্চিমে, জ্যোতির্ম্ময়ের পূর্ব্বে নিম্নভাগে অবস্থিত দেখিয়াছি।

৫৭ তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া একরাত্রি তথায় বাস করিলেন; রাত্রি প্রভাত হইলে সীতা এবং লক্ষনের সহিত সেই মহর্ষির সঙ্গে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে গমন করিলেন।

৬২। সেই সময়ে আদ্যাশক্তি ব্রহ্ম পীঠনাসিণী নীলজীমূতশঙ্কাসাঅরুণা ধরাধজ চানর বেষ্টিতা ত্রিনয়না অষ্টভূজা হইয়া সীতা ও রামের অজ্ঞাতসারে স্নানার্থ কুণ্ডে নিমগ্ন হইলেন।

৬৫। রাম কুণ্ডের তীরবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, সীতা কুণ্ড হইতে উঠিতেছেন না; তখন রাম ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই কুণ্ড আমার প্রাণ হরন করিল অতএব আমি ইহাকে শাপ প্রদান করিলাম যে, কলিকালে ইহা চারি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রকাশিত থাকিয়া পরে মানবের অদৃশ্য হইয়া গুপ্ত ভাবে অবস্থান করিবে।

৬৭। এই কথা বলিতে না বলিতে সীতা কুণ্ড হইতে উঠিলেন। তখন রাম পরম পুলকিত হইয়া মণিপর্ব্বত শেখরে গিয়া শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন পরে লবন সমুদ্রে স্নান করিয়া, চন্দ্রশেখরে পুনঃ আসিয়া মুনিবরকে সন্তুষ্ট করিলেন। তদনন্তর সীতা এবং লক্ষণকে সঙ্গে করিয়া পুনর্ব্বার গোদাবরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হে মুনিগণ! এই অনন্ত পুণ্যদায়ক পরম গুহ্য অনন্ত লিঙ্গরাজ চরিত্র তোমাদের নিকট কিছু বর্ণনা করিলাম। সেই ভগবান শিব সুরমুনি কর্ত্তৃক পূজিত ও চিন্তিত হইয়া এই ভুবন মধ্যে চট্টলে বাস করিতেছেন।

চন্দ্রনাথ তীর্থের বর্ত্তমান অভাব।

বর্ত্তমান সময়ে কলিযুগের প্রধানতীর্থ চন্দ্রনাথধামে অনেক বিষয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সর্ব্ব প্রথমে এই ধামে সাধুঋষিদের বাস করিবার বিশেষ অসুবিধা। অন্যান্য তীর্থে যে রূপ সাধু ঋষিদের পরিচর্য্যার জন্য বিশেষ বন্দবস্ত আছে, এখানে সে রূপ কিছুই নাই। অন্যান্য তীর্থের মত এখানে যদি কয়েকটী অন্নসত্র খোলা হয় তবে কষ্ট দূর হয়। বাস করিবার জন্য যদি স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালা থাকে, তবে তাহাতে সাধুগণ থাকিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ উনকোটী শিব বিরূপাক্ষ, পাতাল প্রভৃতি স্থানে যাইতে নিতান্ত কষ্ট হয়। চন্দ্রনাথে যাইবার যেরূপ সিঁড়ি আছে ঐসকল স্থানে ও যদি সেই রূপ বন্দবস্ত হয়; তবে সকলে বিনাক্লেশে দর্শন করিতে পারে। এই সমস্ত লিখিয়া কি হইবে; তাঁহারই ইচ্ছায় এই তীর্থ সময়ে কাশী প্রভৃতি স্থানের মত হইবে অনুমান করা যায়। বর্ত্তমান সময়ে অনেকানেক তীর্থ অপ্রকাশ আছে, এই সমস্ত তীর্থ প্রকাশ করিবার জন্য যদি জ্ঞানি সাধু ব্রাহ্মণেরা চেষ্টা করেন তবে অনেক তীর্থ প্রকাশ পাইবে আশা করি।

বর্ত্তমানে কয়েকটী কুণ্ড নূতন প্রকাশ হইয়াছে। এই খানে ধর্ম্মশালা প্রভৃতি স্থাপিত হইলে এবং সাধু সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত হইলে বড় ভাল হয়। যিনি এই সমস্ত সুমহৎ কার্য্য করিবেন তিনি এই জন্মে পরম সুখী হইয়া অক্ষয়পুণ্য ও অনন্ত কীর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক অন্তে ভগবানের চরণ সরোজে বিলীন হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। এখন ক্রমশই এই সকল অভাব জন সাধারনে বুঝিতেছেন। সহসা তাঁহারই ইচ্ছায় এই সকল অভাব বিদূরিত হইবে সন্দেহ নাই।

চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনের নিয়মাবলী।

সীতা কুণ্ডে উপস্থিত হইলে চন্দ্রনাথ ও বিরূপাক্ষ দেবের মন্দির দৃষ্ট হয় তখন ভক্তি ভরে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া কোন ঘরে সুবিধামত আশ্রয় নিতে হয় এবং ইচ্ছামত কাহাকেও তীর্থ পুরোহিত স্বীকার করিয়া কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে হয়। ব্যাস কুণ্ডে উপস্থিত হইয়া দ্বারপাল ভৈরব ব্যাসদেবকে ভক্তি করে প্রণিপাত করিয়া ব্যাস কুণ্ডে যথাবিধি স্নান দান তর্পনাদি করিয়া দ্বারপালে ভৈরব, ব্যাস, চণ্ডীদর্শন ও পূজন করিয়া বটবৃক্ষকে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পঞ্চলোষ্ট্র প্রদান করিতে হয়। পরে শিব শম্ভুনাম করিতে করিতে একাগ্রচিত্তে প্রাকৃতিক

অলৌকিক শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করতঃ স্বয়ম্ভুনাথের শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়া খুলিপায়ে দৃঢ় ভক্তিভরে প্রনাম করিবে। পরে মন্দাকিনী জলে স্নান দান তর্পনাদি করিয়া বিল্বপত্র ও জবা ফুলাদি পূজার দ্রব্য লইয়া প্রথমতঃ নাট মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভক্তি ভরে তীর্থ গুরু মোহান্ত বাবাজীর শ্রীচরণ পূজা করিয়া প্রণামী দিয়া অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। পরে গুরু পাদুকা ও দ্বাদশ শালগ্রাম দর্শন করিয়া স্বয়ম্ভুনাথের শ্রীচরণসরোজে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক পূজারীর উপদেশ মতে দর্শন স্পর্শন, ও পূজা করিতে হয়। শয়ম্ভুনাথের পূজাও আরতি দিবসে তিনবার হয়, প্রথমতঃ অতি প্রত্যুষে মঙ্গল আরতি, ইহার পর বাসী পূজা সমাধা হয়, তার পরে মধ্যাহ্ন পূজা ও আরতি হয়, তার পরে মহান্ত বাবাজীর পূজা আরতি হয় সেই সময়ে পূজারী ও সেবাকারী লোক ব্যতিত অন্য কাহারও মন্দিরে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই। পূজা শেষ হইতে প্রায় বেলা ৮৷৯ ঘটিকা হয়। ইত্যবসরে সুবিধা মত অন্যান্য তীর্থাদি দর্শন করিয়া আসিতে পারা যায়। শম্ভুনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় পরম পবিত্র হইয়া হস্ত পদাদি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, গায়ে উত্তরীয় বস্ত্র ব্যতীত কোট, পীরাণ, যষ্টি, হুকা, ছাতি প্রভৃতি লইবার নিয়ম নাই। অনেক যাত্রী অজ্ঞতা বশতঃ এরূপ করিয়া থাকে।

মধ্যাহ্ন পূজা ব্যতীত অন্যান্য পূজাতে ঘণ্টা বাজাইবার নিয়ম নাই। এই প্রকারে পূজা ও আরতিত্রয় সম্পন্ন হইলে যাত্রীরা দর্শন করিতে পারেন। দর্শন ও পূজা করিবার সময় অতি অল্পকাল মাত্র। ১২টার সময় শম্ভুনাথকে খেয়ান হয়, তার পর ভোগ হয়. তার পরে বাবার শৃঙ্গার হয়। ঐ সময়ে কাহারও দর্শন হয় না। শৃঙ্গারের পর মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়, আর দিবসে খোলা হয় না সন্ধার সময় পুনঃ খোলা হয়, তখন আরতি হইয়া থাকে; এই সময়ে যাত্রিরা দূর হইতে দর্শন মাত্র করিতে পারেন, স্পর্শ করিবার নিয়ম নাই। প্রকৃত পক্ষে শম্ভুনাথের দর্শন হইলেই যথেষ্ঠ। দর্শনে সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয়। এখানে বিশেষ পূজাদি করিতে পারা যায় না, যে হেতু সর্ব্বদা লোক পরিপূর্ণ থাকে। আরতির পর অনেকক্ষণ দরজা খোলা থাকে, পরে রাত্রি ১০টার সময় আবার ভোগ হইয়া দরজা বন্ধ হয়। দরজা বন্ধ হইলে পূজারি পর্য্যন্ত তথায় যাইতে পারে না, অনেক পুজারী এরূপ দরজা খোলাতে বাবার রোষ নয়নে পড়িয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছে।

রাত্রে দরজা বন্ধ হইলে নিশির সময় যেমন আবার পূজা হইতেছে, বাস্তবিক

এই সময়ে দেবতারা আসিয়া পূজা করেন, তাই এসকল নিয়ম হইয়াছে। সোম-বার দিন সকল সময় দর্শন করিতে পারা যায়, সেই দিন বাবার শৃঙ্গার হয় না। রাত্রিতে প্রদোষ পূজা হয়, তার পরে ভোগ দেওয়ার পরে শিঙ্গার হয়, তার পর আর কেহই দর্শন করিতে পার না।

যথা শক্তি মতে পূজা করিয়া চরনামৃত গ্রহণ পূর্ব্বক পূজারী হইতে ভক্তি ভরে আশির্ব্বাদ গ্রহণ করতঃ প্রদক্ষিন পূর্ব্বক পূজারীগণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। স্বয়ম্ভুনাথের চতুর্দ্দিকে লোহার বেড়া আছে, যে কোন দিক দিয়া পূজা করিতে পারা যায়, হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিতে হয়। পরে তথায় রাম সীতা, লক্ষণ, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী বাসুদেব ও অন্নপূর্ণা দর্শন করতঃ মহানন্দে প্রেমভরে স্তব নৃত্য ও দণ্ডবৎ করিয়া পূর্ব্বদিকে পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া সাক্ষী শিব দর্শন করিবেক। পরে বাবার দরজায় মহাকাল ভৈরবকে দর্শন করিয়া নব ভৈরব প্রভৃতি ক্ষেত্রস্থ দেবতা সকল দর্শন করিতে হয়।

যদি সময় থাকে তবে ব্রাহ্মণ সঙ্গে করিয়া কোটিলিঙ্গ, ত্রশিলা, কপিল আশ্রম ইত্যাদি দর্শন স্পর্শন ও পূজা করিয়া বিরূপাক্ষে উঠিতে হয়। পরে তথা হইতে চন্দ্রনাথে আসিবে চন্দ্রনাথের নিকটে পাতালে যাইবার রাস্তা আছে, তথায় যাইয়া হরগৌরী শিব, শালগ্রাম শিলা ও কামিক্ষা দর্শন স্পর্শন ও পূজা করিয়া পুনঃ চন্দ্রনাথে আসিয়া চন্দ্রনাথ পীঠ দর্শন ও স্পর্শন ও পূজাদি করিয়া স্বয়ম্ভুনাথের বাড়ী যাইতে হয়। তথা হইতে নিচে আসিবার সময়, কালী দর্শন ও মন্মথ নদে স্নান, দান আদি করিয়া জ্যোতির্ম্ময় দর্শন করিতে হয়। পরে গহ্বরে নামিয়া ধর্ম্মাগ্নি ও পঞ্চকুণ্ডে স্নানদানাদি করিয়া আশ্রমে আসিতে হয়। এক দিনে এই সমস্ত দর্শন করা বড় কষ্টকর। পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া রেল যোগে বা পদব্রজে বাড়বে যাইতে হয়। তাহার ভাড়া তিনটী পয়সা মাত্র। তথা হইতে দর্শন করিয়া পুনঃ সীতাকুণ্ডে আসিয়া পরদিনে লবণাক্ষ দর্শন করিতে যাইবে। তথায় দর্শনাদি করিয়া সীতাকুণ্ডে আসিয়া সুফল প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হয়। কুমারীকুণ্ড দর্শন করিতে হইলে ও বরাবর রেল যোগে যাওয়া যায়।

যাঁহারা আদি নাথ যান তাঁহারা চট্টগ্রাম সহরে উপস্থিত হইয়া চট্টেশ্বরী দর্শন করতঃ তথা হইতে ইষ্টিমার যোগে একেবারে আদিনাথ যাইতে হয়, আদি নাথ তীর্থের ও শম্ভুনাথের মোহান্ত একই। লবণাক্ষে ও বাড়বে দুই জন মহান্ত আছেন তাহা দিগকে প্রণামী ইত্যাদি দিতে হয়। হাঁটিয়া যাইবার ও রাস্তা আছে

কিন্তু ইষ্টীমারে যাওয়াই বিশেষ সুবিধা। সিন্ধুতীরে আদি দেব আদিনাথকে দর্শন করিয়া তথা হইতে পুনঃ ইষ্টীমারে রাম কোটে যাইয়া রাম লক্ষ্মণ সীতা ও শঙ্করকে দর্শন করিতে হয়। এই সকল স্থানে কোন কষ্ট নাই। আদিনাথ ও রামকোটে বৌদ্ধমগের সংখ্যা বেশী, তাহারা বড় সরল ও সত্যবাদী। পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহাদের মধ্যে বিশেষ স্থান পায় নাই। সংক্ষেপে তীর্থ কার্য্যের বিশেষ শেষ করিলাম। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে লিখিলে যথাসাধ্য মতে আমি অবগত করাইতে পারি।

স্বর্গীয় প্রাণ কুমার মুখোপাধ্যায়,
চট্টগ্রাম পোঃ সীতা কুণ্ড,
চন্দ্রনাথ ধাম।

চন্দ্রনাথতীর্থে যাইবার উপদেশ।

কলিকাতা শিয়ালদহ ষ্টেশনে রেলে চাপিয়া বরাবর গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত যাইতে হয়, তথা হইতে ইষ্টীমারে চাঁদপুরে আসিতে হয়। গোয়ালন্দে উপস্থিত হইলে ইষ্টীমারে উঠিবার অনেক সময় থাকে, সেই খানে সুবিধা মত আহারাদি করিতে পারা যায়। চাঁদপুরে ও ২।৩ ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়। তথায় আহারাদি করিবার সুবিধা আছে সাধারণ সময়ে দ্রব্যাদি বেশ সস্তা থাকে। পরে চাঁদপুরে রেল গাড়ি চাপিয়া একেবারে সীতা কুণ্ডে উপস্থিত হওয়া যায়, চাঁদপুর হইতে সীতাকুণ্ডে আসিতে কিম্বা সীতাকুণ্ড হইতে চাঁদপুরে যাইতে মধ্যযোগে লাকসাম নামক জংসনে গাড়ি বদল হয়। সীতাকুণ্ড ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে পাণ্ডা-ব্রাহ্মণেরা সাগ্রহে আপন আপন বাটিতে লইয়া যায়। যাত্রীগণ তখন আপন আপন অভিরুচি মত আশ্রয় নিয়া থাকে। এইখানে খাদ্য দ্রব্যাদি সুবিধা মত পাওয়া যায়।

প্রথম সংস্করণ সমাপ্ত।

তীর্থযাত্রার পূর্ব্ব কৃত্য।

তীর্থযাত্রার অগ্রে জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপক্ষয়ার্থ চন্দ্রায়ন বা গঙ্গা বিদ্যমানে কিম্বা চন্দ্রনাথ ক্ষেত্রে গঙ্গাস্নানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। চন্দ্রায়ন করিতে হইলে পূর্ব্বদিন দিবাভাগে একবার নিরামিষ ভোজন করিয়া পরদিন সশিখ মুণ্ডন ও উপবাস করে। পরে সন্ধ্যাকালে ক্ষেত্র দর্শনের পূর্ব্বে অর্দ্ধাঞ্জলি পরিমিত ঘৃত সেবন করিবে। স্ত্রীজাতির মধ্যে কেবল বিধবার পক্ষেই মুণ্ডন ব্যবস্থা। সধবার সমগ্র কেশরাশি ধরিয়া দুই অঙ্গুলি পরিমাণ অগভাগ ছেদন করিবে। তৎপর দিন নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে পূর্ব্বাহ্নে প্রাঙ্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক সামান্য পূজাপদ্ধতি অনুসারে গুরুপূজা পর্য্যন্ত করিয়া কুরুক্ষেত্র পাঠ করিবে। তৎপরে দানের সার্দ্ধদ্বাবিংশতি কাহন কড়ি বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া দানবিধির নিয়মে অর্চ্চনাদি করতঃ তিল কুশাগ্র গ্রহণ পূর্ব্বক মুখ্যচান্দ্র মাস উল্লেখে নিম্নলিখিত বাক্য উচ্চারণ করিবে, যথা—

বিষ্ণুরোম তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা এতচ্চান্দ্রায়ন ব্রতনাশ্য সর্ব্বপাপক্ষয়কামএতান, সবস্ত্র সার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণ কপর্দ্দকান্ শ্রীবিষ্ণু দেবতাকান্ যথা সম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সংপ্রপদে।

এই প্রকার উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণার্থ কাঞ্চনাদির অর্চ্চনা করতঃ নিম্নোক্ত প্রকারে দক্ষিণা প্রদান করিবে, যথা—

বিষ্ণুরোমদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা এতচ্চান্দ্রায়ণ ব্রতনাশ্য সর্ব্বপাপক্ষয়কামনায় কৃতৈতৎ সবস্ত্র সার্দ্ধদ্বাবিংশতি কার্ষাপণ কপর্দ্দক দান কর্ম্মনঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা যথা সম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সংপ্রদদে।

তৎপরে আদিত্রাবধারণাদি করিতে হয়। কড়ির অভাবে কাঞ্চনাদি উৎসর্গ করিবে এবং বাক্যের মধ্যে তত্তদ্ দ্রব্যের নামোল্লেখ করিতে হইবে। অনন্তর গো সমীপে গমন পূর্ব্বক গোর পদ ধৌত করিয়া শৃঙ্গে ও ললাটে সিন্দুর দিবে। তৎপরে "ওঁ গবে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া স্বীয় মস্তকে

পরিস্কৃত ঘাস লইয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ সহকারে গো প্রদক্ষিণান্তে ঘাস দিবে, যথা—

ওঁ সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশ্রয়ঃ।
প্রতি গৃহন্তিমং ঘাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ ॥ ১ ॥
ওঁ গাবোমে মাতরঃ সর্ব্বা গোবৃষাং পিতরৌ
মম, ঘাস গ্রাসং ময়াদ ত্তং প্রতিগৃহ্নন্তু মাতরঃ ॥ ২ ॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—ওঁ নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্য সৌরভেয়ীভ্য এবচ। নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্য নমো নমঃ॥

যদি গো ঘাস ভক্ষণ না করে, তাহা হইলে পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তৎপরে শুদ্ধি তদর্থক স্ব স্ব পার্ব্বন বিধানে মুখ্যচান্দ্র মাস উল্লেখ করিয়া পার্ব্বন বিধি শ্রাদ্ধ করিবে। ত্রিশ্রাদ্ধের অনুজ্ঞাবাক্যে পিতা পিতামহাদির উল্লেখের পূর্ব্বে তচ্চান্দ্রায়ন ব্রতনাশ্য সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থং বলিবে। জীবৎ পিতৃক ব্যক্তি ও পিতামহাদির উদ্দেশ্যে ত্রিশ্রাদ্ধ করিবে। যদি পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ জীবিত থাকেন তবে করিবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ। শ্রাদ্ধান্তে অন্যূন দশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং শ্রাদ্ধ শেষাদি ভক্ষণ করিবে। উপবাস দিনে আঘ্রাণ মাত্র করিতে হয়।

তীর্থে বর্জ্জনীয়।

শৌচ, মুখশোচন, পদপ্রক্ষালন, নির্ম্মাল্যত্যাগ, মলঘর্ষণ, তৈলভঙ্গ, সন্তরণ বস্ত্রনিষ্পীড়ন, উলঙ্গ হওন, ক্রীড়া, বৃথ চতুর্দ্দিক দর্শন, স্পর্শদোষ বিচার, অভক্তি, এক তীর্থে থাকিয়া অন্য তীর্থের প্রশংসা ও অভিলাষ, তীর্থ পুরোহিতের নিন্দা বা পরীক্ষা, অন্যকে আশীর্ব্বাদ, এই সমস্ত পরিত্যাজ্য।

তীর্থপদ্ধতি।

যানারোহণ বা ছত্র পাদুকাদিধারণ করিয়া তীর্থে গমন করিতে হইলে তীর্থ প্রাপ্তি দিনে যতদূর হইতে পদব্রজে যাইতে সমর্থ হয় ততদূর হইতে যান, ছত্র ও পাদুকাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিবে। তীর্থ নেত্রপথে পতিত হইবামাত্র গাত্রে ধুলি সংলগ্ন হয়, এই ভাবে ভূতলে পতিত হইয়া প্রণাম করতঃ ওমদ্যে আদিযশোক্ত ফলপ্রবপ্তি কতমোহমুক তীর্থে প্রবেশ মহং করিষ্যে বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া তীর্থে প্রবেশ করিবে। তীর্থে উপস্থিত হইয়া উদ্ধৃতোদক দ্বারা পাদধৌত করিয়া নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তেদেশ (তত্তৎ স্থান) ও কাল (মাস পক্ষ ও তিথ্যাদি) উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। পরে স্ব স্ব বিধানে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। প্রথমে বাক্যবার্থ স্নান তৎপরে ক্রমান্বয়ে বৈদিক স্নান, তান্ত্রিক স্নান, তর্পণ প্রণালীতে স্ব স্ব তর্পণ বিধানে তর্পণ দান ও ঘটোৎসর্গ করিয়া স্ব স্ব তীর্থ পদ্ধত্যুক্ত তীর্থ দেবগণকে দর্শন, প্রণাম ও স্পর্শ করতঃ সমাপ্য পূজাপদ্ধতি অনুসারে পূজা করিবে। এই পূজায় ঘটস্থাপন, আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন নাই। তৎপরে কুমারীকে পূজা করিয়া ভোজন করাইতে হয়। অনন্তর অবিহিত কাল ত্যাগ করিয়া বিহিত কালে মুখ্যচান্দ্র মাস উল্লেখ করতঃ পূর্ব্ব কথিত তীর্থ শ্রাদ্ধাদি পার্ব্বণ বিধানে পার্ব্বন বিধির শ্রাদ্ধাদি করিবে। অনুজ্ঞা বাক্যে পিতামহাদির উল্লেখ করিয়া চন্দ্রশেখর তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণ বিধিক শ্রাদ্ধং বলিতে হয়। শ্রাদ্ধে অক্ষম হইলে কেবল মাত্র পিণ্ড প্রদান করিবে। প্রথমে স্ব স্ব পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্দ্বারা স্থান শোধন করিতে হয়। পরে দক্ষিণাস্য পাতিত বামজানুও বিপরীতোত্তরীয় হইয়া আচমন করতঃ প্রাণায়াম কুরুক্ষেত্র পাঠ পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণ ও পূজা করিয়া কুশোদক দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যো আদি অমুক গোত্রস্য পিতুরমুক দেব শর্ম্মণঃ অমুক গোত্র গত পিতামহস্য এইরূপ ভাবে ষড় পুরুষের নামোল্লেখ করিয়া চন্দ্র শেখর তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্তক পিণ্ডদান মাত্র মহং করিষ্যে। তীর্থে তিল ঘৃত

যুক্ত তণ্ডুল, গোধুম, তিলকল্প পিণ্ড প্রস্তুত করিতে পারে। শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান তীর্থের পূর্ব্বদক্ষিণ কোনে এবং চতুর্থ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ মুহূর্ত্তে করাই প্রশস্ত। শ্রাদ্ধান্তে পিণ্ড তীর্থে ফেলিয়া দিবে। জীবৎ পিতৃক বা স্ত্রীলোকের পক্ষে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ। তৎপরে ব্রাহ্মণ, সাধু ও সধবা ভোজন করাইয়া বস্ত্রাদি দান দ্বারা তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতে হয়। ব্রাহ্মণ ভোজনের অগ্রে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্তে জল গণ্ডুষ প্রদান করিবে, যথা—

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তকং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥

চন্দ্রশেখর, গয়াগঙ্গা, ভিন্ন অন্যান্য তীর্থে তীর্থপ্রাপ্তি দিবসে মুণ্ডন ও উপবাস করিতে হয়। তীর্থ বিশেষে যাহা যাহা বিশেষ আছে, তাহাও তীর্থ পদ্ধতি মধ্যেই বিবৃত আছে। সমর্থ হইলে ঘটোৎসর্গ, কুমারী পূজা কুমারী ভোজন, সাধু ভোজন করাইতে হয়। সক্ষম হইলে সধবা ও কুমারীকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিবে। যদি অবিহিত কালে তীর্থ প্রাপ্তি হয়, তবে তৎপরদিনে সমস্ত করিবে।

চন্দ্রশেখর পূজাবিধি।

সঙ্কল্প ও স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক পূজারম্ভ করিবে। শ্রীবৃক্ষোদ্ভব চন্দন দ্বারা অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন ও অঙ্গন্যাস পূর্ব্বক জপে মুদ্রা করিতে হইবে। উপকরণাদি আটবার জপ করিবে। তদনন্তর ওঁ চন্দ্রকোটী প্রতীকাশং ইত্যাদি ধ্যানের পর আহ্বান করিবে।

মম আগচ্ছাগচ্ছ দেবেশত্বমেব চিন্ময়প্রভো, যাবৎ পূজাং করোম্যত্রাপ্য ধ্যানং কুরুষমে।

তৎপর আবরণ দেবতাকে পূজা করিবে। মণ্ডলের বাম রেখায় কামনা সিদ্ধার্থে একশত বিল্বপত্র, বৈরি বিনাশার্থে কৃষ্ণাপরাজিতা, উচ্চাটনার্থ

বিরূপাক্ষ মন্দির।

SOMAJ PRESS
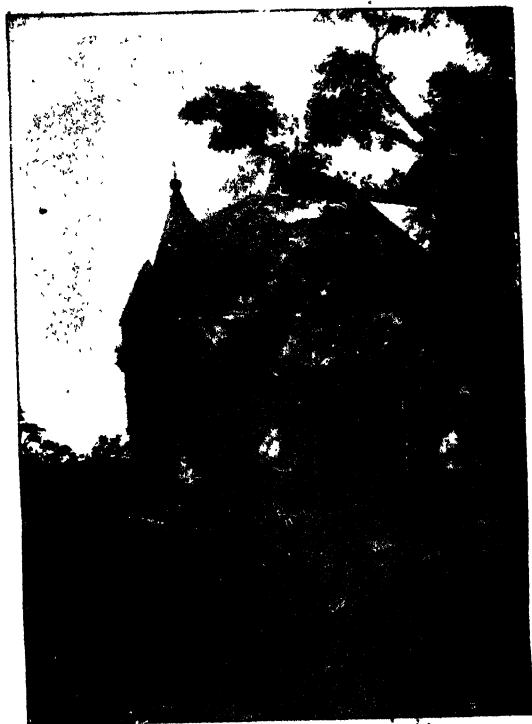
চন্দ্রনাথ মন্দির।

SOMAJ PRES .

অপমার্গপত্র, রাজাদি বশীভূত করণার্থে ধুস্তুর পত্র, বিদ্বেষণার্থে শিরীষ, মোহনার্থে ভস্মরেণু দিবে। ষট্‌কর্ম্ম রক্তপদ্ম দ্বারা সম্পন্ন করিবে। তৃতীয় রেখায় স্বর্গলোকবাসী, ধর্ম্মাত্মা, তত্ত্বজ্ঞানী, পরমেশ্বর, দেবতা যক্ষ, খল, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, বিদ্যাধর মুনি ও ত্রিলোকবাসী গণকে পৃথক পৃথক পূজা করিবে। পদ্মমধ্যে, শিব, ভীম, রুদ্র, ভব, সর্ব্ব-অভয় চণ্ডেশ্বর, বৃষধ্বজ, পিণাকী, শূলধারী, চন্দ্রশেখর, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র, জ্যোতির্লিঙ্গ, মহেশ্বর, উমাপতি, বসুন্ধর, অন্ধকারী, স্বরূপ, ত্রিপুরান্তক, নীল-কণ্ঠ, উগ্রকণ্ঠ ও মহাবলকে পৃথক পৃথক অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর পুষ্পাঞ্জলি দিবে ও শিবকে তিনবার অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার মন্ত্র যথাক্রমে জপতপ করিবে। তদনন্তর সুগন্ধি পুষ্টিবর্দ্ধন মন্ত্রপাঠানন্তর নমস্কার ও অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিবে। (স্বয়ম্ভু পূজায়) করিতে হইবে।

বিধিহীনং ক্রীয়াহীনং মন্ত্রহীনঞ্চযদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবততৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥

চন্দ্রনাথ শিব ক্ষমস্ব বলিয়া সংহার মুদ্রাদ্বারা বিসর্জ্জন করিবে

—⊶—

চন্দ্রশেখর স্তোত্রম্ ।

ওঁ রত্নশানু সরাসনং রজতাদ্রি শৃঙ্গ নিকেতনং।
শৌর্য্য নিকৃত পন্নগেশ্বরমচ্যুতালয় শায়িনং ॥
ক্ষিপ্রদগ্ধ পুরত্রয়ং ত্রিদশলেয়ৈরভি বন্দিতং।
চন্দ্র শেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈষমঃ ॥
চন্দ্র শেখর চন্দ্র শেখর চন্দ্র শেখর পাহিমাং।
চন্দ্র শেখর চন্দ্র শেখর চন্দ্র শেখর রক্ষমাং। ১।

পঞ্চ পাদপপুষ্প সৌরভ পাদযুগ্মক শোভিতং।
ভাললোচন জাতপাবকদগ্ধ মন্মথ বিগ্রহং।
ভস্মদিগ্ধ কলেবরং ভবভয় নাশমব্যয়ং।
চন্দ্র শেখর চন্দ্র শেখর চন্দ্র শেখর রক্ষমাং। ২।

মত্তবারণং মোক্ষচর্ম্ম কৃতোত্তরী মনোহরং।
পঙ্কজাসনং পদ্ম লোচনং পূজিতাঙ্ঘ্রি সরোরুহং।
দেব সিন্ধু তরঙ্গ শিখর সিদ্ধ শৈল জটাধরং।
চন্দ্র শেখর মিত্যাদি ... ...। ৩।

কুণ্ডলীকৃত কুণ্ডলাক্ষয়কুণ্ডলং বৃষবাহনং
নারদাদি মুনীশ্বরৈঃ স্তুতবৈভবং ভুবনেশ্বরং।
অন্ধকান্তকমাশ্রিতামর পদপাং সুমশাত্যকং।
চন্দ্র শেখর মিত্যাদি ... ...। ৪।

ভেষজং ভবরোগিনামখিলাপদামপ হারিনং।
দক্ষ যক্ষ বিনাশিনং ত্রিশূলাত্মকং ত্রিলোচনং।
ভক্তি মুক্তি ফল প্রদং নিখিলা সঙ্গ নিবর্হনং।
চন্দ্র শেখর মিত্যাদি ... ...। ৫।

দক্ষরাজ সুপূজিতং ভালনেত্রম ফণিভূষণং।
শৈলরাজ সুতা পরিষ্কৃতিং চারুবাম কলেবরং ॥

শ্বেতনীল গণং পরস্তুচর ধারিনং মৃগচর্ম্মিনং।
চন্দ্র শেখর মিত্যাদি ... ...। ৬।
ভক্ত বৎসলমর্চ্চিতং নিধিমক্ষয়ং হরিদংবরং।
সর্ব্ব ভূত পতিং পরমাৎপরং প্রমেয়ং মনুত্তমং
শোম ধারিনং হুতাশন সৌমপং লীলয়াধৃতং।
চন্দ্র শেখর মিত্যাদি ... ...। ৭।
বিশ্বসৃষ্টি বিধায়িনং গুণরেব পালনতৎপরং।
সংহরন্ত মম প্রপঞ্চ মশেষ লোকনিবাসিনং।
রমমান মহর্নিশং গণনাথ দজ্ঘ সমাবৃতং।
চন্দ্র শেখর মিত্যাদি ... ...। ৮।
মৃত্যুভীতি মৃকন্ত শূনুকৃতং স্তবং শিবসন্নিধৌ।
যত্র কুত্র চল পঠেৎ নহিতস্য মৃত্যুভয়ং ভবেৎ।
পূর্ণমায়ু রোপিনং র্নিখিলসঙ্গবহুলং।
চন্দ্র শেখর পর্ব্বত এব দদাতি সিদ্ধিমপৌ দিকাং
রুদ্রাষ্ট মূর্ত্তিংস্থানুং চ নীল কণ্ঠ মুমাপতিং। ৯।
নমামি শিরসা দেবং কিন্নু মৃত্যুঃ করিষ্যতি। ১০।
নীল কণ্ঠং বিরুপাক্ষং নির্ম্মলং নিরুপদ্রবং
নমামি ইত্যাদি ... ...। ১১।
কালকুটং কালমূর্ত্তি কালাগ্নি কালনাশিনং।
নমামি ইত্যাদি ... ...। ১২।
বামদেব জগন্নাথং দেবেশং বৃষভধ্বজং।
নমামি ইত্যাদি ... ...। ১৩।
দেবদেবং মহাদেবং লোকনাথং জলদগুরুং।
নমামি ইত্যাদি ... ...। ১৪।
অনন্ত মব্যয়ং শান্তমক্ষমাপাধরং হরং।
নমামি ইত্যাদি ... ...। ১৫।
আনন্দং পরমং নিত্যং কৈবল্যপদকারিনং।
নমামি ইত্যাদি ... ...। ১৬।
স্বর্গাপবর্গদাতারং সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারিনং।
নমামি ইত্যাদি ... ...। ১৭।

স্তোত্র পাঠ ফলং।

মার্কণ্ডেয়কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিব সন্নিধৌ।
তস্য মৃত্যু ভয়ং নাস্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥

তীর্থপ্রত্যাগমন কর্ত্তব্যাদি।

তীর্থ হইতে নিজ গ্রামের গ্রামান্তরে উপস্থিত হইয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে সৌরমাস ও রবিশশিস্থিতি উল্লেখ করিয়া যাত্রাপদ্ধস্থা দেবপূজা ও শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞাবাক্যে পিতা পিতামহাদির উল্লেখান্তে তীর্থ প্রত্যাগমনোত্তর স্বগৃহ প্রবেশ নিমিত্তকং বলিতে হয়। শ্রাদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শ্রাদ্ধ শেষ গ্রহণ করতঃ স্বীয় গ্রাম বা বসতি স্থানে উপস্থিত হইবে, তৎপরে গ্রাম বা স্থিতিস্থান প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রবেশ করিতে হয়। তদনন্তর কার্পটী বেশ ত্যাগ করিয়া জ্ঞাতিগণের সহিত শ্রাদ্ধ শেষাদি দ্বারা পারণ করিবে। বহু তীর্থ হইতে আগমন করিলেও একবার যাত্র গমন কর্ত্তব্যাদি করিবে।

গয়াতীর্থপদ্ধতি।

গয়া শ্রাদ্ধের অধিকারী নিরূপন ও তৎপ্রয়োজন কথন।

পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইহারাই গয়াশ্রাদ্ধে প্রধানাধিকারী, তদ্ব্যতীত সকলেই গৌণাধিকারী। ঋণদাতা স্বজাতি না হইলেও ঋণগৃহীতা তাহার উদ্দেশে গয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারে। গয়াতীর্থে সকলেই সকলের শ্রাদ্ধ করিতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই। জীবৎ পিতৃক ব্যক্তির গয়াশ্রাদ্ধে অধিকার নাই। যে ব্যক্তি মাতৃহীন, কিন্তু জীবৎপিতৃক সে যদি অন্য কোন কার্য্য ব্যপদেশে গয়ায় গমন করে তাহা হইলে অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধের তুলা মাতৃপার্ব্বন মাত্র করিতে পারে। মতান্তরে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে মাতা জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন জীবৎপিতৃক ব্যক্তি মত পিতামহাদির উদ্দেশে পার্ব্বণ বিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। ফল কথা দেশাচারই গ্রাহ্য। গয়া-

শ্রাদ্ধে সন্ন্যাসীগণের অধিকার নাই কারণ তাহারা সদ্য কর্ম্মত্যাগী, কিন্তু তাহারা প্রণবোপাসনাবৎ বিষ্ণুপদাদি শ্রাদ্ধে দণ্ড মাত্র স্পর্শ করিবে, শ্রাদ্ধ বা তর্পণাদি করিতে নাই। পুত্রবতী স্ত্রী গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না; কোন কোন মতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে অনুপবীত্র ব্যক্তি গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারে। অকালে, মলমাসে ও বিবাহ সম্বৎসরেও শ্রাদ্ধের বিধান আছে। সংক্রান্তি প্রভৃতিতে অপর পক্ষের চতুর্দ্দশীর অবধি অমাবস্যাযাবৎ তিথি দ্বাদশীতে, মকরস্থ সূর্য্যে এবং গ্রহণে গয়াশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা অশেষ ফলভোগী হইয়া থাকেন।

সংক্রান্তি দিবসে শ্রাদ্ধ করিলে অনুজ্ঞাবাক্যে সৌরমাস ও তত্তৎসংক্রান্তির উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, অন্যের পক্ষে গৌণচান্দ্র মাস এবং মকরস্থ রবিতে সৌরমাস রবিরাশি স্থিতে উল্লেখ করিতে হয়। সূর্য্যগ্রহণকালে মাস, পক্ষ ও তিথির উল্লেখ করিয়া রাহুগ্রস্তে দিবাকরে এবং চন্দ্রগ্রহণ সময়ে রাহুগ্রস্তে নিশাকরে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তির সপিণ্ডকরণ সম্পন্ন হয় নাই তাহার প্রথম বৎসরে গয়াশ্রাদ্ধ করিতে নাই এবং যে ব্যক্তির সপিণ্ডকরণ হইয়াছে তাহারও প্রথম বৎসরে গয়াশ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ কিন্তু যদি অন্য কোন কার্য্য ব্যপদেশে গয়াগমন হয় এবং পুনরায় আগমনের সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে ভক্তিমান পুত্র হইলে গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারে। বর্ষমধ্যে প্রেতের উদ্দেশ্যে গয়াশ্রাদ্ধ করিলে দেবতা সংস্কারক একটী পার্ব্বণ করিয়া তৎপরে শ্রাদ্ধ করিবে। এই পার্ব্বণই ভক্তি শ্রাদ্ধ বলিয়া প্রকাশিত। ফলকথা যেমন বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে মাসিক সমূহের অপকর্ষ হয় তদ্রূপ বর্ষমধ্যে প্রেতের উদ্দেশে গয়াশ্রাদ্ধ করিলেও অপকর্ষ করিতে হইবে। কোনরূপ দুর্নিমিত্ত বশতঃ যাহাদের মৃত্যু ঘটে, যাহারা মহাপাতকি এবং আত্মঘাতী সংবৎসরান্তে নারায়ণে জল প্রদান করিয়া তাহাদের উদ্দেশে গয়াশ্রাদ্ধ করিবে। স্মার্ত্তমতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে সামবেদীয়েরা গয়াতীর্থে ষড়দৈবতপার্ব্বণ বিধিক শ্রাদ্ধ এবং যজুর্ব্বেদীয়ের নবদৈবত পার্ব্বণ বিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। দেশ কুলাচারানুসারে উভয় বেদীয়ের পক্ষে দ্বাদশ দৈবত শ্রাদ্ধেরও প্রথা প্রচলিত আছে। পিতৃব্যাদি ও পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতি প্রত্যেকের উদ্দেশে একোদ্দিষ্ট বিধিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম, তিনি সকলেরই উদ্দেশ্যেই কেবল মাত্র. পিণ্ড প্রদান করিতে পারেন। মুষ্টি প্রমাণ অথবা সমীপত্র পরিমাণ পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথম যাত্রাতে যাহা-

দিগের প্রেতত্ব দূরীকরণার্থ প্রেত শিলাতে পিণ্ড দান ও মুণ্ডন ভাণ্ডভঞ্জন করিবে, পুনর্যাত্রাতে আর তাহাদের জন্য সেরূপ করিতে হয় না কিন্তু প্রথম যাত্রার পর যাহাদিগের মৃত্যু ঘটে তাহাদিগের জন্য ঐ বিধি অনুষ্ঠেয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল যাত্রাতেই একরূপ।

গয়াশ্রাদ্ধাদি প্রকরণ।

অনুজ্ঞা বাক্যম্—বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি, অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অস্মিন চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে মন্মথনদে গয়ায়াং শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে।

পিণ্ডদানের সময় "অমুক গোত্র পিতরমুক দেব শর্ম্মনেষতে পিণ্ডঃ অস্মিন্ চন্দ্রশেখরক্ষেত্রে মন্মথনদে গয়াপদে ওঁ যে চাত্রত্বামনু মাংশ্চ ত্বমনু তস্যৈতে স্বধা" এইমন্ত্রটী প্রত্যেক পিণ্ডদানে উচ্চারণ করিতে হয়। পিণ্ড দানের পর—

ওঁ পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

এই মন্ত্রে পিতার উদ্দেশে নমস্কার করিবে। তৎপর—

ওঁ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৃপ্তিযান্তু পিণ্ডেন ময়াদত্তেন ভূতলে।
মাতামহস্তৎ পিতাচ পিতাতস্য পিতুঃ পিতুঃ।
দ্বিজানাং তর্পনাদ্ধোমাৎ পিণ্ডদানাচ্চ মে সদা।
গয়ায়াং মুণ্ড পৃষ্ঠে চ সারসি ব্রহ্মণ তথা।
গয়া শীর্ষে বটে চৈব পিতৃনাং দত্তমক্ষয়ং।
গয়ায়াং পিতৃরূপেন স্বয়মেব জনার্দ্দনং।
তংদৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ।

শমীপত্র প্রমাণেন পিণ্ডংদদ্যাৎ গয়া পদে।
উদ্ধরেৎ মপ্ত গোত্রাণি কুলঞ্চৈকোত্তরং শতং।

এই মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ ইদং কর্ম্মবিধিবৎ গয়াশ্রাদ্ধরূপমস্ত্র" এই বলিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। পুরোহিত "ওঁ অস্তু গয়াশ্রাদ্ধরূপং" এই মন্ত্র প্রতি বাক্য বলিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—

ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং শ্রদ্ধাহীনং দ্বিজোত্তমাঃ
শ্রাদ্ধং সম্পূর্ণতাং যাতু প্রসাদাৎ ভবতা মম॥

এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। পুরোহিত "ওঁ সম্পূর্ণং অস্তু" এই প্রতি বাক্য বলিবে।

পিতৃ ষোড়শী।

শ্রাদ্ধান্তে ষোড়শ পিণ্ডদান করিতে হইবে। ইহাতে উনিশটী পিণ্ডদানের স্থান পরস্পর দক্ষিণদিকে চারি ভাগে বিভাগ করিয়া তাহাতে দক্ষিণাগ্র কুশাস্তরণপূর্ব্বক—

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভ পৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভ পৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ।
ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভ পৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥

এই মন্ত্রে তিলজল দ্বারা আস্তৃত কুশে আবাহন করতঃ গন্ধাদি দ্বারা পিতৃ লোকের পূজা এবং দেবতাগণে ষোড়শী করিলে ঐ দেবতা পদটী পূজা করিয়া—

ওঁ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্তং দেবর্ষি পিতৃ মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ মাতামহাদয়ঃ॥
অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং।
আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোকদকম্॥

এই মন্ত্রে তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক আস্তৃত কুশার মূল প্রভৃতি স্থানে পিতৃরীতি দ্বারা—

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষা ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদামাহম্।১।
ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষা ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।২।
ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ৩।
ওঁ অজাতদন্তা যে কেচিৎ যে চ গর্ভ প্রপীড়িতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।৪।
ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাস্তথাপরে।
বিদ্যুচ্চৌর হতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।৫।
ওঁ দাবদাহে মৃতা যে চ সিংহ ব্যাঘ্র হতাশ্চযে।
দংষ্ট্রীভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তেভ্য পিণ্ডং দদামাহম্।৬।
ওঁ উদ্বন্ধনে মৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে।
আত্মোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।৭।
ওঁ অরণ্যে বর্ত্মনি বনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ।
ভূত প্রেত পিশাচাশ্চ তেভ্যো পিণ্ডং দদাম্যহম্।৮।
ওঁ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে মৃতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।৮।
ওঁ অনেক যাতনা সংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।১০।
ওঁ অনেক যাতনা সংস্থাঃ যেনীতা যমকিঙ্করৈঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্।১১।

ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১৩।
ওঁ পশুযোনি গতা যে চ পক্ষি কীট-সরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থা স্তেভ্য পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১২।
ওঁ জাত্যন্তর সহস্রেষু প্রসন্ত স্বেন কর্ম্মনা।
মানুষ্যং দুর্ল্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং। ১৪।
ওঁ দিব্যান্তরীক্ষ ভূমিষ্ঠাঃ পিতরো বান্ধবাদয়ঃ।
মৃতাস্য সংস্কৃতা যে চ তেভ্য পিণ্ডং দদাম্যহম। ১৫।
ওঁ যে কেচিৎ প্রেতরূপেন বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বো তৃপ্তি মায়ান্তু পিণ্ড দানেন সর্ব্বদা। ১৬।
ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেহন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তোহক্ষয্য মুপতিষ্ঠতাং। ১৭।
ওঁ পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃতাঃ।
গুরু শ্বশুর বন্ধুনাং যে চান্যে বান্ধবা মৃতাঃ।
যে যে কুলে লুপ্তাপিণ্ডাঃ পুত্র দারা বিবর্জ্জিতাঃ।
ক্রিয়া-লোপ-গতা যে চ জ্যাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা॥
বিরূপা আম গর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তোহক্ষয্য মুপতিষ্ঠতাং। ১৮।
ওঁ আব্রহ্মণো যে পিতৃবংশ জাতা,
মাতুস্তথা বংশভবা মদীয়াঃ।
কুলদ্বয়ে যে মম দাস ভূতা,
ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিতা সেবকাশ্চ॥
মিত্রাণি সখা পশবশ্চ বৃক্ষা,
দৃষ্টা হৃদৃষ্টাস্ত কৃতোপকারা।
জন্মান্তরে যে মম দাস ভূতা—
স্তেভ্যঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি" ॥ ১৯ ॥

এই মন্ত্রের দ্বারা ১৯টী পিণ্ডদান করিবে। পিণ্ডদানের তিল জল পাত্র লহ প্রদক্ষিণ করিয়া ঐ সমুদায় পিণ্ডে তিনবার জল পরিসেচন করতঃ তর্পুণোক্ত পিতাস্বর্গ ইত্যাদি মন্ত্রে কিম্বা পিতাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া পিতৃ

গনের নমস্কার পূর্ব্বক "ওঁ পিত্রাদয়ঃ ক্ষমধ্বং" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। তৎপর অচ্ছিত্রাবধারণাদি করিবে। কিন্তু গয়াতে অপৃথক শ্রাদ্ধাদির নিষেধ প্রযুক্ত স্ত্রীষোড়শী অনুসারে (পরে লিখা যাইবে), পিণ্ডদান করিয়া—

ওঁ যে চ বো যে চাস্মানাসন্ যাশ্চ বো যাশ্চাস্মানাসংস্তে
চরাহযস্তাং অশ্চাবাহয়ন্তাং তৃপ্যন্তু ভবন্তস্তৃপ্যন্তু।

ভবত্যস্তৃপন্তু গোত্রান্ পুত্রানভিতর্পয়ন্তীবাপো মধুমতী রিমাঃ স্বধা।
পিতৃভ্যো মাতৃভ্যোহমৃতং দুহানাআপো দেবীরুভয়াস্তর্পয়ন্তু তৃপ্যত তৃপ্যত॥

এই মন্ত্রে সমুদয় পিণ্ডের উপর তিনবার তিল মিশ্রিত জল সেচন করিবে।

স্ত্রীষোড়শী।
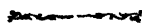
ইহাতে ষোড়শী পিণ্ডদানের মত যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া—

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তাঃ সর্ব্বা দর্ভ পৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
ওঁ মাতামহ কুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তাঃ সর্ব্বা দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
ওঁ বন্ধুবর্গ কুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তাঃ সর্ব্বা দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥

এই মন্ত্র দ্বারা আস্তৃত কুশে আবাহনাদি তিল জলাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত ষোড়শ পিণ্ডদানের মত করিবে, তৎপরে—

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতাযাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং। ১।
ওঁ মাতামহকুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং। ২।

ওঁ বন্ধুবর্গ কুলে যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং। ৩।
ওঁ অজাতদন্তা যাঃ কাশ্চিৎ যাশ্চ গর্ভে প্রপীড়িতা।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং। ৪।
ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যাঃ কাশ্চিন্নাপি দগ্ধাস্তথা পরা।
বিদ্যুচ্চৌরহতা যাশ্চ তাভ্যঃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৫।
ওঁ দাবদাহে মৃতাযাশ্চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যাঃ।
দংষ্ট্রীভি শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং। ৬।
ওঁ উদ্বন্ধনমৃতাযাশ্চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যাঃ।
আত্মোপঘাতিন্যো যাশ্চ তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং। ৭।
ওঁ অরণ্যেবত্মনিবনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ।
ভূত প্রেত পিশাচাশ্চ তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং। ৮।
ওঁ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রেচ যা মৃতাঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং। ৯।
ওঁ অনেক যাতনা সংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যা গতাঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং। ১০।
ওঁ অনেক যাতনা সংস্থাঃ যানীতা যমকিঙ্করৈঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১১।
ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যা স্থিতাঃ।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১২।
ওঁ পশুযোনিগতা যাশ্চ পক্ষি কীট সরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থা স্তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১৩।
ওঁ জন্মান্তর সহস্রেষু ভ্রমন্ত্যাঃ স্বেন কর্ম্মনা।
মানুষং দুর্ল্লভং যাসাং তাভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং। ১৪।

এই মন্ত্রে পিণ্ডদানাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমুদয় কর্ম্ম ষোড়শ পিণ্ডদানবৎ করিবে।

মাতৃষোড়শী।

প্রথমতঃ ওঁ " অপসর্পন্তু সুরা রক্ষাংসি বেদিক্ষদ" ইত্যাদি মন্ত্রে কতকগুলি তিল বিকিরণ করিবে, তৎপরে—

ওঁ গর্ত্তাদবগমে চৈব বিষমে ভূমিবর্ত্মনি।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ পিণ্ডং দদাম্যহং। ১।
ওঁ মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবেষু চ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ পিণ্ডং দদাম্যহম। ২।
ওঁ শৈথিল্যে প্রসবে চৈব মাতুরত্যন্ত দুষ্করং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম। ৩।
ওঁ পদ্ভ্যাং জনয়তে মাতুর্দুঃখঞ্চৈব সুদুস্তরং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ পিণ্ডং দদাম্যহম্।
ওঁ অগ্নিনা শোধতে দেহং ত্রিরাত্রানশনেষু চ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৫।
ওঁ পিবেচ্চ কটুদ্রব্যানি ক্লেশানি বিবিধানি চ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ পিণ্ডং দদাম্যহম। ৬।
ওঁ দুর্লভং ভক্ষ্যদ্রব্যস্য ত্যাগং বিন্দতি যৎফলং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্। ৭।
ওঁ রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্। ৮।
ওঁ পুত্রব্যাধি সমাযুক্তং মাতৃদুঃখ মহর্নিশং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং। ৯।
ওঁ যদা পুত্রং ন লভতে তদামাতুশ্চ শোচনং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম। ১০।
ওঁ ক্ষুধয়া বিহ্বলে পুত্রে দদাতি নির্ভরং স্বয়ং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম। ১১।

ওঁ দিবা রাত্রৌ যন্মা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহং। ১২।
ওঁ পূর্ণেতু দশমে মাসি মাতুরত্যন্ত দুষ্করং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহং। ১৩।
ওঁ গাত্রভঙ্গো ভবেন্মাতু তৃপ্তিং নৈব প্রযচ্ছতি।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহং। ১৪।
ওঁ অল্পাহারবতা মাতা যাবৎ পুত্রোহস্তি বালকঃ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহং। ১৫।
ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে পথি মাতুশ্চ শোচনং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহং। ১৬।

এই ষোলটী মন্ত্রে ১৬টী পিণ্ড প্রদান করিবে। পিণ্ড দানান্তে "ওঁ মন্ত্রাদিভ্যোনমঃ" বলিয়া মাতৃগণের নমস্কার করতঃ "ওঁ মাত্রাদয়ঃ ক্ষমধ্বং" বলিয়া বিসর্জ্জন করিয়া পরে অচ্ছিদ্রাবধারণাদি (পার্ব্বন বিধিমতে) করিবে।

শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানান্তে মন্মথগয়ার পূর্ব্বাংশে মুণ্ডন করিবে।

আবাহনং নচার্ঘ্যঞ্চ নচাগ্নৌ করণন্তথা।
পবিত্রং শোচনঞ্চৈব, তথাক্ষীর্য্যাব ধারণং।
তীর্থশ্রাদ্ধে বর্জ্জিত বাস সূত্র পদার্পনং॥

শ্রীশ্রীহরগৌরীর আরতি।

(১)

ওঁ জয় শিব ওঁকার (শিব) হর ভজ ওঁকার ব্রহ্মা বিষ্ণু চন্দ্রনাথ, ভোলানাথ শম্ভুনাথ, অর্দ্ধাঙ্গী গৌরী, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(২)

একানন চতুরানন পঞ্চানন রাজে, শিব পঞ্চানন রাজে, হংসাসন গরুড়াসন বৃষবাহন সাজে, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(৩)

অক্ষ মালা বন মালা রুণ্ড মালা ধারী, শিবরুণ্ড মালাধারী,
চন্দন মৃগ মধু লেপন ভালে শশিধারী, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(৪)

দ্বিভুজা চতুভুজা ছয়ভুজা অষ্টভুজা তোমা শোভে, শিবদশভুজা তোমা শোভে,
তিনরূপ নিরাকার শঙ্কররূপ নিরাকার ত্রিভুবন জগমোহ ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(৫)

পীতাম্বর চিত্তাম্বর বাঘাম্বর অঙ্গে, শিব বাঘাম্বর অঙ্গে,
শোনেকদিক প্রভূতাদিক, ভূতাধিক সঙ্গে, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(৬)

গায়ত্রী সাবিত্রী লক্ষ্মী পার্ব্বতী সঙ্গে, শিব ঐ অর্দ্ধাঙ্গী গৌরাঙ্গী
অর্দ্ধাঙ্গী প্রিয়াসঙ্গী শিব গৌরী সঙ্গে ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(৭)

কর মধ্যে কর মণ্ডল চক্র ত্রিশূলধর্ত্তা, শিব ঐ দুঃখ হর্ত্তা
সুখ কর্ত্তা, যুগে পালন কর্ত্তা, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(৮)

ব্রহ্মাবিষ্ণু সদাশিব তিন অন্তর নাহি করোনা, হরি হর জগতে ব্রহ্মা,
শিব শিব রটতে বিষ্ণু, ভব সাগরোত্তীরণম্, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(৯)

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ত্রিভুবন কি রাজা, শিব ঐ চারিবেদ উচ্চারত,
শঙ্কর বেদ বিশারদ অনাহত কি তাজা, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(১০)

চৌষট্টি যোগিনী মঙ্গল আরতি নৃত্য করয়ে ভৈরব, শিব ঐ বাজিছে তালমৃদঙ্গ,
বাজিছে শঙ্খ মৃদঙ্গ, আরো বাজিছে ডমরু, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(১১)

শিবজিকে কানুমে কুণ্ডল গলে মতিয়ার মালা, শিব ঐ জটামে
গঙ্গা বিরাজিছে উড়িছে মৃগছালা. ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(১২)

চন্দ্রনাথমে বিশ্বনাথ বিরাজিছে নন্দ ব্রহ্মচারী. শিব ঐ নিত্য নিত্য ভোগ লাগাওত
প্রতিদিন মঙ্গল গাওত, মহিমা অতিভারী, ওঁ হর হর হর মহাদেব।

(১৩)

শম্ভুনাথ কি আরতি নিশাদিন পড়িগাবে, শিবসরী দিন গাবে,
ভজত শিবানন্দ স্বামী জপত, হর হর হর স্বামী (মন) ইচ্ছা ফল পাবে।

৺চন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য প্রকাশক গীতাবলী।

১নং গান।

সুন্দর দয়াল গুরু।
বাসনা পুরাতে ভবে তুমি কল্পতরু ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু, তুমি কালী তুমি জিষ্ণু
তুমি হরি তুমি কৃষ্ণ, তুমি সুর গুরু।
হে শম্ভো! জগৎ গুরু, ভবকাজ হ'ল সুরু,
সাধি যেন অনায়াসে চাহি মাত্র গুরু ॥

২নং গান।

যাও চন্দ্র শেখরে নেহার রূপ তাঁরি।
অষ্টশক্তি অষ্টমূর্ত্তি জটাজুট ধারী ॥
গৌরীপীঠ স্বর্ণ ধারা, বহে গঙ্গা মনোহরা,
বামে বিরাজেন মাতা দেখ আঁখি ভরি।
শম্ভুনাথ নাম করে, পাখী জপ তপ করে,
অবোধ মানব কেন র'লে ভ্রমে পড়ি ॥
যদি তাঁহার দেখতে চাও, জ্ঞান চক্ষু মেলে দাও,
মানসে হরষে পূজ দৃঢ় ভক্তি করি।

শুন হে ভারতবাসী, শ্রীচন্দ্র শেখরে আসি,
পূজহে যতনে তাঁরে দিয়ে বিল্ব বারি ॥
পাথরেতে জ্যোতি জলে, শিব যোগ নেত্রানলে,
প্রকৃত শান্তির স্থান এ কৈলাসপুরী ॥

৩নং গান ।

চট্টলে দক্ষিণ বাহু পড়েছে মা অভয়ার ।
(কত) যোগী ঋষি পূজে বসি ঐ রাঙ্গা চরণ সার ॥
ব্যাসকুণ্ডে ব্যাস মুনি পূজে নিত্য শূলপাণি,
বটুক ভৈরব চণ্ডী বটু বৃক্ষ পূজে আর ।
রাম সীতা লোক ত্রাতা, পূজে গিয়ে গৌরীমাতা
স্বয়ম্ভু বাসিনী পূজে শম্ভুনাথ অনিবার ॥
পূজ প্রেম ভক্তি ভরে হৃদি পদ্মে যত্ন করে,
নিগু´না প্রকৃতি পূজ ব্রহ্মময়ী সারাৎসার ।
দীনহীন এই কয় শক্তিপূর্ণ ব্রহ্মময়,
যেই শক্তি সেই ব্রহ্ম শক্তি ব্রহ্ম একাকার ॥
শিব নেত্র জ্যোতির্ম্ময় দরশনে পাপক্ষয়,
রাম লক্ষ্মণ সীতাকুণ্ড বৃষনাভি কুণ্ড আর ।
ক্রমদীশ শম্ভুনাথ, বিরুপাক্ষ চন্দ্র নাথ,
যে নর দর্শন করে পুনর্জ্জন্ম হয় না তার ॥
কোটীলিঙ্গ মনোহর পূজরে পাতালেশ্বর,
সুরধুনি মন্দাকিনী বহে কিবা চমৎকার ।
দেখিবে বাড়বানলে জলেতে অনল জলে,
এমন প্রত্যক্ষতীর্থ ভবে কোথা পাবি আর ॥

---

৪ নং গান।

সদাই শিবরাম শিবরাম বলরে আমার মন।
অন্তিম কালেতে হবে কৈলাসে গমন॥
একেত আনন্দ কানন, তাহে বারাণসী,
বামে বিরাজেন মাতা উমা পূর্ণশশী;
নিত্যমণিকর্ণিকায় স্নান দান ধ্যান,
পূজা কর হর গৌরীর যুগল চরণ।
কাল ভৈরব আদি করি করছে আকর্ষণ,
পাপী তাপী মিলে সবে কররে দর্শন॥
বাবা আমার জগৎরাজা মাতা জগৎরাণী,
ক্ষুধায় অন্ন পিপাসায় জল সদা দিচ্ছেন তিনি;
গাছের ফল নয়রে বাবা গাছের ফল নয়,
অক্ষয় অমর ফল ফলিবে নিশ্চয়;
শিবময় শিবময় শিবময় কাশী,
নয়ন মুদে দেখ্‌রে হৃদে শিব আছেন বসি।
মহাকাল দ্বারপাল সহিত নগর পাল,
ত্বরায় এসে দেখ সবে ত্রাহি কালাকাল;
হরির গুরু হরানন্দ দেখ্‌রে জগজ্জন,
মা আমার পূর্ণানন্দ (দেখ) যুগল মিলন॥
জরা ব্যাধি আর হবে না হরি হরি বল,
হরিপুরের এ নিশানা চন্দ্রনাথে চল্;
বাবা কল্পতরু হ'য়ে প্রেম বিলাবে ভবে,
মা আমার অন্নদানে রক্ষা করে সবে;
চল চল পামর মন চন্দ্রনাথে চল,
শম্ভু দরশনে পাপ ঘুচিবে সকল;
গঙ্গাজল বিল্বদল করি আহরণ
একাসনে হর গৌরী কররে পূজন।

ক্রমদীশ্বর সয়ম্ভু নাথ শিবের
আরতি দেওয়ার নিয়মাবলী।

আদৌ চতুষ্পাদ তশেচ সম্যক দ্বৌনাভিদেশেমুখমণ্ডলে লিং। সর্ব্বাঙ্গ দেশে স্বচ স্বপ্ত বারাণ, পরাত্রিকং ভক্ত্যা জলোপো কুর্য্যাৎ। দর্শনং পুষ্পক-আদৌ মুদ্রাশ্চৈব ততং পরং।

ধুপঞ্চ পঞ্চদীপঞ্চ রচনাঞ্চ ততঃ পরং।
অর্ঘ্যং বস্ত্রেন সংমার্য্যঃ বিচিতঞ্চ জপঞ্চরেৎ॥

শিব কবচ।

শৃনু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
ত্রৈলোক্য রক্ষণং নাম সর্ব্বাপদ্বিনিবারণম্॥
বক্তু কোটী সহস্রৈস্ত কল্পকোটী শতৈরপি।
কবচস্য চ গুণান্ বক্তুং নৈবশক্তো মহেশ্বরঃ॥
ওঁ কারো মে মুখে পাতু নকারঃ কণ্ঠদেশকে।
মকারঃ পাতু শিরসি শিকারো হৃদয়ে মম।
ককারো নেত্র যুগ্মেচ য কারো বাহু যুগ্মকে।
অকারস্ত মুখে পাতু উকার হৃদয়ে মম॥
অকারঃ পৃষ্ঠ দেশে চ পঞ্চার্ণঃ পাতু সর্ব্বতঃ।
ইতিতে কথিতং দেবি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদম্॥
ত্রৈলোক্য রক্ষণং নাম সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কম্।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ কবচস্য চ ধারণাৎ॥

সর্ব্বব্যাধি নির্ম্মুক্তঃ সম্ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ।
ইতি স্ত্রীলিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে মহাদেবস্য ষড়ক্ষর কবচম্॥

দশাঙ্গ ধুপের দ্রব্য।

মধু, মুথা, ঘৃত, চন্দন, গুগ্‌গুল্‌, অগুরু, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, শিলারস, শ্বেত সর্ষপ।

ষোড়শাঙ্গ ধুপ দ্রব্য।

গুগ্‌গুল্‌, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, তেজপত্র, শ্বেতচন্দন, কলা, অগুরু, ইক্ষুগুড়, ধুনা, মুথা, হরিতকী, আমলকী, লাস্নু, জটামাংসী, শৈলজ, সর্ব্বত্র ঘৃতযোগ করিতে হইবে ও দ্রব্যের ভাগ সমান সমান হইবে।

অথ ষোড়শ দানের নিয়মাবলী।

ভূমি শয্যা গোদানে ইয়ং স্ত্রিলিঙ্গেতি বিশেষ।
গন্ধ দীপ দানে অয়ং পুংলিঙ্গেতি বিশেষ।
ভিন্ন একাদশদানে ইদং ন পুং সকলিঙ্গেতি বিশেষ।

(অথ ষোড়শ দান)।

ভূম্যাসং বস্ত্র জলং অন্নদীপশ্চ তাম্বুলং।
স্বর্ণ রৌপ্য ছত্রফলং গন্ধ মাল্যঞ্চ পাদুকা।
শয্যা চৈব তথা শৃঙ্গি দানমে তানি ষোড়শ—

অর্থাৎ

ভূমি আসন, বস্ত্র, জল, অন্ন, প্রদীপ তাম্বুল, স্বর্ণ, রৌপ্য, ছত্র, ফল, গন্ধ, মাল্য, পাদুকা, শয্যা ও শৃঙ্গি। এই ষোলটী জিনিষ পর পর দান করার নাম ষোড়শ দান।

গুরু পূজা, আদৌ বাক্যবাচকং বৃনুয়াৎ। যথা কর্ত্তা ওঁ সাধুভবনাস্তাং, ইতিপৃচ্ছেৎ। ওঁ সাধহমাসে। ইত্যুত্তরম। কর্ত্তা ওঁ অর্চ্চয় য্যামোভবস্তং, ওঁ অর্চ্চয়। ইত্যুত্তরম্।

পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, বস্ত্র, পুনরাচমনীযং দত্বা। দুর্ব্বা, তণ্ডুল, জানুং বিধৃত্য বরয়েৎ। ওঁ অদ্যামুকে মাসি, অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা কর্ত্তব্য সবস্ত্রভূম্যাদি ষোড়শ দান কর্ম্মণি বাক্য বাচক কর্ম্ম করণায়, অমুক গোত্রং শ্রী অমুক দেবশর্ম্মাণং

ব্রাহ্মণেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যচ্চ ভবন্তমহং বৃণে। কর্ম্মণি বৃতে প্রতিনিধিশ্চেৎ কর্ম্মস্থ ইতি বিশেষ।

পরার্থে অমুম গোত্রস্থ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মনহি প্রোক্তব্যং।

অর্চ্চনা।

ওঁ সবস্ত্রায়ৈ, সশয্যায়ৈ প্রিয়দত্তায়ৈ তস্যৈ ভূম্যৈ নম ইতি ত্রিরভ্যাশ্চ এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। ইতি ত্রিরুচ্চার্য্য।

ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেব শর্ম্মা শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ সবস্ত্রাং সশয্যাং প্রিয় দত্তাং তাং ভূমিং বিষ্ণুর্দ্দৈবতাকাং যথা নাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদামি।

দক্ষিণা।

ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ সবস্ত্র সশয্য প্রিয়দত্ত তৎভূমি দানকর্ম্ম প্রতিষ্ঠার্থং দাক্ষিণা কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য রজতং শ্রীশিবদৈবতং যথা নাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।

ওঁ সবস্ত্রা সশয্যা প্রিয়দত্তা সাভূমির্বিষ্ণু দেবতাকা।

ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ কৃতৈতৎ সবস্ত্র সশয্য প্রিয়দত্ত তৎভূমি দান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক।

পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ।

পূর্ব্বাস্য হইয়া আচমন পূর্ব্বক, কুশহস্ত ও তিলক বিশিষ্ট হইয়া

ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্ব কর্ম্মাণি কারয়েৎ॥

মন্ত্র পাঠ করিয়া নারায়ণ গণেশাদিকে, পূজাপূর্ব্বক (শ্রাদ্ধের পর দান নিষেধ, এই যাচকাদি নিমিত্ত অগ্রে) ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। সর্ব্বত্র শূদ্র ও স্ত্রী লোকেরা ওঁকার এবং স্বধা স্থানে নমঃ বলিবেন, ও শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিবে না, ব্রাহ্মণদ্বারা পড়াইবে।

(ভোজ্যোৎসর্গ)

বাম হস্ত দ্বারা ভোজ্য ধরিয়া "ওঁ সঘৃত সোপকরনামান্ন ভোজ্যায় নমঃ" তিনবার এই মন্ত্রে ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিবে। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সঘৃত সোপকরণামান্ন ভোজ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ এই দুইটী মন্ত্রে গন্ধপুষ্প নারায়ণকে দিবে।

বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য পিতুরমুক দেব শর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য পিতামহস্য অমুক দেব শর্ম্মনঃ (এই ক্রমে প্রপিতামহ, মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ, ইঁহাদের গোত্র সম্বন্ধ নামোল্লেখ করিয়া) চন্দ্রশেখর তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে, পুনশ্চ পিতৃ হইতে বৃদ্ধ প্রমাতামহ পর্য্যন্ত ছয় পুরুষের গোত্র নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ করিয়া অক্ষয় স্বর্গ কামেদং সঘৃত সোপকরণমান্ন ভোজ্যমর্চ্চিতং শ্রীশিবদৈবতং যথা সম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।

ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ কৃতৈতৎ সোপকরণ ভোজ্যদান কর্ম্মনঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণাতৎ কাঞ্চন মূল্যং হরীতকী ফলমর্চ্চিতং

শিবদৈবতং যথা সম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি। এই মন্ত্রে দক্ষিণাও করিবে।

তৎপরে পঞ্চোপচারে (গন্ধপুষ্প ধূপ, দীপ ও নৈবিদ্য) ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ পূজান্তে ইদং সঘৃতং সোপকরণামান্ন ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম। বিষ্ণুস্মরণ করিয়া ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ পূজাপূর্ব্বক এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্র ভাগ সঘৃত সোপকরণান্ন ভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। (অর্থাৎ সর্ব্বত্র পিতৃ পক্ষে বাম জানু পাতিয়া ও দক্ষিণজানু উন্নত রাখিয়া দক্ষিণাস্য ও যজ্ঞোপবীতের সহিত বিপরীত উত্তরীয় হইয়া এবং পিতৃতীর্থ দ্বারা স্বধান্ত মন্ত্রে প্রায় সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে—ইহার নাম পিতৃ রীতি। ক্রমে তিল তুলসী, ও মোটক লইয়া এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্র ভাগ সঘৃত সোপকরণামান্নভোজ্যং ওঁ এতৎভুস্বামি পিতৃভ্য স্বধা মন্ত্রে ভোজ্যের উপর দিবে। ক্রমে ওঁ সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্মণদিগকে স্নান করাইয়া এষ গন্ধ ওঁ দর্ভময় ব্রাহ্মণেভ্যোনমঃ এই ক্রমে পূজান্তে তিন ব্রাহ্মণের আসনে দিবে। দুইগাছি প্রশস্ত কুশা এবং পিতৃপক্ষে ও মাতামহ পক্ষে এক এক গাছি দক্ষিণাগ্র কুশা (ব্রাহ্মণাসমর্থে) দিয়া ব্রাহ্মণের পার্শ্বে তাম্বুল রাখিবে। তাহার উপর দিবে পশ্চিমাগ্র এবং মাতামহ পক্ষে দক্ষিণাগ্র করাইয়া ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে।

অনুজ্ঞা। দৈবে জল দিয়া করযোড়ে শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞা লইবে। অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য পিতুরমুক দেব শর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য পিতামহস্য অমুক দেব শর্ম্মণঃ এইক্রমে মাতামহস্য ইত্যাদিনাং বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেব শর্ম্মণঃ চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যো ওঁ পুরুরবোমাদ্রবশের্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধং দর্ভময় ব্রাহ্মণ হংং করিষ্যে।

ওঁ কুরুষ্ব প্রতিবাক্য পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা বামাবর্ত্তে (প্রায় সর্ব্বত্রে দৈবপক্ষ হইতে পিতৃপক্ষে বামাবর্ত্তে আসিতে হইবে) পিতৃপক্ষে আসিয়া অদ্যে [illegible]ক গোত্রস্য পিতুরমুক দেবশর্ম্মণঃ এইক্রমে প্রপিতামহস্য অমুক [illegible] চন্দ্রশেখর তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বনশ্রাদ্ধং দর্ভময় ব্রাহ্মণেইহং ক[illegible] মাতামহাদিত্রয়ের এইরূপে গোত্রনামোল্লেখাদি দ্বারা অনুজ্ঞা ক[illegible] হইবে এবং কুরুষ্ব প্রতিবাক্য গ্রহণ করিবে। পরে গায়ত্রী পাঠ,

করিয়া ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এবচ নমঃ স্বধায়ে স্বহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তিতি। এই মন্ত্রটী তিনবার পাঠকরিবে। পরে বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক একটু গঙ্গা মৃত্তিকা বা তুলসী মৃত্তিকা সম্মুখস্থ জলে গুলিয়া ঐ জল একটু শ্রাদ্ধীয় পাত্রাদিতে দিয়া ‘ওঁ রক্ষোঘ্নমূদক মসি যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ" গঙ্গোদকে অস্মিন শ্রাদ্ধে গঙ্গোদকত্বং রক্ষোঘ্নমসি" বলিবে। এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণের শির স্থানীয় পাত্রে রক্ষোঘ্নজল রাখিবে। এবং ব্রাহ্মণদিগকে একটু জল দিবে।

আমন্নদান দৈব ব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে একটী 'ত্রিপত্র রাখিয়া বাম হস্ত দ্বারা ধরিয়া "ওঁ পুরুরবোমাদ্র বশে বিশ্বেদেবা এতদ্বোদর্ভাসনং নমঃ'' এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া দিবে। পরে পিতৃ পক্ষে ব্রাহ্মণের বাম পার্শ্বে একটী মোটক রাখিয়া পিতৃরীতিক্রমে ধরিয়া বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্র পিতরমুক দেব শর্ম্মন্নমুক গোত্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্নেতত্তে দর্ভাসনং নমঃ ওঁ যে চাত্রত্বা মনুষাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈতে স্বধা," এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। মাতামহপক্ষেও এইরূপ পিতৃরীতিতে মোটক ধরিয়া উৎসর্গ করিবে।

(তীর্থ শ্রাদ্ধে আবাহন অর্ঘ্য নাই)

দৈব রীতি ক্রমে যব (সর্ব্বত্র দৈবে তিল স্থানে যব গ্রাহ্য) লইয়া ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষে। (ওঁ আবাহয় প্রতিবাক্য)

ওঁ বিশ্ব দেবাশ আগত শৃণুতাম ইমং হবম্ ইদং বর্হি নিষীদত।১। যব ছড়াইয়া দিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক—

ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতাম হবং যেমে অন্তরীক্ষে য উপদ্যবিষ্ট যে অগ্নি জিহ্বা উতবা যজত্রা আসাদ্যাস্মিন বর্হিষীমাদয়ধ্যম্।২।

ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহবাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন পারয়ামসি।৩।

পরে পিতৃরীতি ক্রমে তিল গ্রহণ করিয়া ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে (ওঁ আবাহয় প্রতিবাক্য লইয়া) ওঁ এতপিতরঃ সৌম্যাসো গম্ভীরোভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বৈনেভিদেহ্য স্মভ্যং দ্রবিনিহভদ্রং রৈঞ্চনঃ সর্ব্বধীবং নিযচ্ছত।৪।

ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীসন্তমহ্য সমিধিমহি উসন্নবত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে।৫।

কৃতাঞ্জলি হইয়া—ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যা সোঽগ্নিষাত্তা পথিভির্দেবযানৈঃ অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তুতেঽবন্ত্বস্মান্ ।৬। আবাহনং পূর্ব্বক—ওঁ অপহতা অসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ এই মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া দিবে।

অর্ঘ্য জল স্পর্শ পূর্ব্বক দৈব ব্রাহ্মণ নিকটে পূর্ব্বাগ্র কুশার উপর একটী এবং পিতৃ ব্রাহ্মণ নিকটে দক্ষিণাগ্র কুশার উপর তিনটী, এইরূপে কুশার উপর মাতামহ পক্ষে আর তিনটী অর্ঘ্য পাত্র স্থাপন করিবে।

ওঁ পবিত্রেস্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্রে সমি পবিত্র, বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্তে লইয়া নখ ব্যতিরিক্ত অস্ত্রদ্বারা সমভাগ ছেদন করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা জলের ছিটা দিয়া, ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতেস্থ বলিয়া, দেবাদিক্রমে মণ্ড পাত্রে প্রত্যেকে এই ক্রমে মণ্ড পবিত্র স্থান করিবে।

ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে, সংযোরভিস্রবন্তুনঃ ।৭।

এই মন্ত্রে পবিত্রের উপর দৈবাদিক্রমে জল দিয়া দিবে—ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মৎ দ্বেষো যবয়ারাতি র্দিবেত্বা অন্তরীক্ষয়ত্বা পৃথিব্যৈত্বা শুন্ধতাং লোকাঃ পিতৃসদনাঃ পিতৃসদন মসি।৮। এই মন্ত্রে অর্ঘ্য পাত্রের উপর যব দিবে। ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবো দেব নির্ম্মিতঃ প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৃন্ লোকান্ প্রীণাহিনঃ স্বাহা।৯।

এই মন্ত্রে পিতৃপক্ষীয় প্রত্যেক পাত্রে তিল প্রদান করিবে। পরে দেবাদি ক্রমে প্রতি পাত্রে ক্রমশঃ অমন্ত্রক গন্ধ পুষ্পগর্ভশূন্য দূর্ব্বা ও তণ্ডুলাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া দিবে। দৈবাদিক্রমে এক এক গাছা কুশা দ্বারা অর্ঘ্য আচ্ছাদন করিয়া—ওঁ অচ্ছিদ্রানার্ঘ্য পাত্রাণিসন্তু (ওঁ সন্তু প্রতিবাক্য) বলিয়া ঐ কুশ স্বীয় বাম পার্শ্বে রাখিবে। ব্রাহ্মণ হস্তে পবিত্রং বলিয়া, (অর্ঘ্য পাত্র হইতে) দৈবে পূর্ব্বাগ্র এবং পিতৃ পক্ষে ও মাতামহ পক্ষে দক্ষিণাগ্র পবিত্র, সমুদয় দিয়া জলান্তরং নমঃ, পুষ্পান্তরং নমঃ (অন্যত্র হইতে) ব্রাহ্মণকে জল ও পুষ্প দিয়া, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবঃ প্রভৃতি সর্ব্বপাত্রে ভ্যো নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবে। বাম করতলে অর্ঘ্য পাত্র উঠাইয়া লইয়া, তাহার উপর অধোমুখ দক্ষিণ করতল আচ্ছাদন করিয়া—

ওঁ যাদিব্যা আপঃ পয়সাসম্বভূবুর্য্যা অন্তরীক্ষা উৎপার্থিবীর্য্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তান আপঃ শিবাঃ সংস্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু।১০।

এই মন্ত্র পাঠান্তে ভূমিতে রাখিয়া, উৎসর্গ প্রণালীতে ধরিয়া ওঁ পুরুষো-

মাত্রমসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোহর্ঘ্যং নমঃ" এই মন্ত্রে দৈব ব্রাহ্মণে পুষ্পাঞ্জলিসহ অর্ঘ্য প্রদান করিবে। পরে, দক্ষিণা মুখাদি পিতৃরীতি দ্বারা পিতৃ ব্রাহ্মণ হস্তে পূর্ব্ববৎ দক্ষিণাগ্র পবিত্র, জলান্তর, পুষ্পান্তর, একদা দুই দিকেই দিয়া এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ বশব্য প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রে ভো নমঃ বলিয়া পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় অর্ঘ্য পাত্র করতলে লইয়া, যদিব্যা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভূমিতে রাখিয়া পিতৃ রীতিতে ধরিয়া ওঁ অমুক গোত্র পিতারমুক দেবশর্ম্মন্নেতত্তে অর্ঘ্যং ওঁ যেচাত্রত্বামনুযাংশ্চত্বমনুতস্মৈতে স্বধা।

এই মন্ত্রে পিতৃ ব্রাহ্মণ হস্তে অর্ঘ্য দিবে। এইরূপে যাদিব্যা ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া পিতামহাদি পঞ্চককেও যথাক্রমে অর্ঘ্য দান করিবে। (সকল পাত্রেই কিঞ্চিৎ জল থাকা চাই) পরে পিতামহাদি ছয় পুরুষের অর্ঘ্য পাত্রাবশিষ্ট জল পিতৃ পাত্রে সঞ্চয় পূর্ব্বক প্রপিতামহ পাত্র দ্বারা উহা আচ্ছাদন করিয়া স্বীয় বামপার্শ্বে কুশার উপর ন্যুব্জ উল্টাইয়া পিতৃপাত্র উপরে ও প্রপিতামহ পাত্র নিম্নে যেরূপ হয় করিয়া সংস্থাপন করিবে।—মন্ত্র—ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি।১১।

গন্ধাদি দান—দৈবে, পাত্রের উপর বস্ত্র (বস্ত্র অতি দরকারী) ওঁ পুরুরবৌ মাত্রমসৌ বিশ্বেদেবা এতানিবো গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপাচ্ছাদনানী নমঃ মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া এষবোগন্ধ এতদ্বঃপুষ্পং এষবো ধূপঃ এষবো দীপঃ এতদ্বো আচ্ছাদনং যথাক্রমে দৈব ব্রাহ্মণকে দিবে। বিপরীতোত্তরীয় হইয়া ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্নমুক দেব শর্ম্মন্নমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্নেতানিতে গন্ধ পুষ্প ধূপদীপাচ্ছাদনানী ওঁ যেচাত্রত্ব্যমনুযাংশ্চ ত্বমনুত স্মৈতে স্বধা। এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া এষতে গন্ধ এতত্তে পুষ্পং এষতে ধূপঃ এষতে দীপঃ এতত্তাচ্ছাদনং একত্র করিয়া দ্রব্য সকল পিতৃ ব্রাহ্মণকে দিবে। এইরূপে মাতামহাদিত্রয়ের নামোল্লেখ করিয়া নিবেদন পূর্ব্বক ঐ পক্ষীয় ব্রাহ্মণকে দিবে। সমর্থ হইলে (আশনাদি দানের ন্যায় গোত্র নামোল্লেখ করিয়া) যজ্ঞোপবীত দান করিবে। পরে দৈবে যবযুক্ত ও পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পার্শ্বে তিল তুলসীযুক্ত পানীয় জল পাত্রত্রয় সংস্থাপন করিয়া রাখিবে।

অন্নদান। ঃতিন ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ কুশাদি অপধারণ পূর্ব্বক স্থান পরিষ্কার করিয়া, দৈবে ঈশানকোণ হইতে জলদ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে প্রাগগ্রচারি কোণ মণ্ডল এবং পিতৃপক্ষে নৈঋত কোণ হইতে বামাবর্ত্তে দক্ষিণাগ্র চতুকোণ মণ্ডল

ঐরূপ মাতামহ পক্ষেও আর একটী মণ্ডল করিবে। এবং যথাক্রমে ভোজন পাত্র তিনটি রাখিবে। অগ্নৌকরণ, দৈবও পিতৃব্রাহ্মণের মধ্যস্থানে জলপূর্ণ একটি পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক দৈব বা পিতৃরীতিক্রমে আর একটী পাত্রে কেবল সঘৃত অন্ন লইয়া ওঁ অগ্নৌ করিষ্যামি (ওঁ কুরুষ প্রতিবাক্য) ওঁ স্বাহা বলিয়া ঐ জলে করস্থিত পাত্র হইতে (একটী মোটক দ্বারা) কিঞ্চিৎ অন্ন নিক্ষেপ করিয়া হোম করিবে। (তীর্থে অগ্নৌকরণ অনাবশ্যক) ওঁ সোমায় পিতৃমতে বলিবে এবং ওঁ স্বাহা বলিয়া পুনশ্চ হোম করিয়া ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায়। ১২ বলিবে এবং অমন্ত্রক দুইবার হোম করিবে। পরে দৈব পাত্রে দুইবার পিতৃপাত্রে ও মাতামহ পাত্রে তিনবার অল্প অল্প ঐ অন্ন দিবে। পিণ্ডার্থ অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ অন্ন রাখিবে। দৈবরীতিতে দৈবপাত্রে অধোমুখ বাম কর পৃষ্ঠ মূলের উপর দক্ষিণ করতলের মূলদেশ স্থাপন করিয়া মন্ত্র পড়িবে। ওঁ পৃথিবীতে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতেহমৃতং জুহোমী স্বাহা। ১৩। এবং পিতৃরীতিতে পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে ঐরূপ হস্তই চিতভাবে রাখিবে পৃথিবীতে মন্ত্র দুইবার পাঠ করিবে। পরে দৈবাদিক্রমে, ঈষদুষ্ণ প্রচুর অন্ন ব্যঞ্জন দধিমধু ও উপকরণাদি দুই হস্ত দ্বারা পরিবেশন করিয়া দৈব অন্নে দক্ষিণ-অঙ্গুষ্ঠ পৃষ্ঠের মধ্যভাগ স্থাপন পূর্ব্বক ওঁ বিষ্ণো হব্যং রক্ষ মদীয়ং বলিবে। পিতৃঅন্নে পিতৃরীতিতে ঐরূপ অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া ওঁ বিষ্ণোকব্যং রক্ষ এই মন্ত্র অথবা তিনদিকেই ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচ ক্রমে ত্রেধানি দধে পদং সমূঢ় মস্য পাংশুলে, ইদং হবিঃ। ১৪। এই মন্ত্র পড়িবে। মাতামহ পক্ষে ও এইরূপ পরে দৈব পক্ষীয় অন্নে অমন্ত্রক যব নিক্ষেপ করিয়া পিতৃপক্ষে ওঁ অপহতা সুরা রক্ষাংশি বেদিষদঃ। ১৫। এই মন্ত্রে তিল নিক্ষেপ ও ঘৃত দান করিবে। অন্ন মধু দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া—ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্ত সিন্ধব ওঁ মার্ধিন্নং সন্তোষধীর্ম্মধুনক্ত মুতোষশৌর্ম্মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তনঃ পিতা মধুমান্নোবনস্পতির্ম্মধুমাংস্ত সূর্য্যোমাধ্বীর্গবোভবন্তনঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু। ১৬। এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে অন্ন প্রোক্ষণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে জল দিয়া বামহস্ত দ্বারা দৈবরীতিক্রমে তুলসী ত্রিপত্র ও যবযুক্ত অন্নপাত্র ধরিয়া অন্নারব্ধ দক্ষিণহস্ত জলে রাখিয়া উৎসর্গ করিবে। ওঁ পুরুরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোহন্নং শোপকরণং সঘৃতোদকং নমঃ। কৃতাঞ্জলি হইয়া ওঁ ইদমন্নং ইমা আপ ইদং হবি এতান্ন, অপকরণানি যথা সুখং বাগযতোষদত বলিবে। তৎপরে পিতৃপক্ষে অন্নে মধু দিয়া গায়ত্রী

ওঁ মধুবাত জপ করিয়া, অন্নপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণে জল দিয়া, পিতৃরীতিক্রমে মোটক ও তিল তুলসী যুক্ত অন্ন পাত্র ধরিয়া অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মণ-ন্নমুক গোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নমুখ গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্নেস্তভ্তেন্ন সোপকরনং সতিলোদক ওঁ যেচাত্রত্বা মনুষাংশ্চ ত্বমনু ভস্মৈতে স্বধা। এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন— ইদমন্নং ইমা শ্তিলা আপ ঈষৎ হবিবেতানি উপকরণানী, যথা সুখং বাগ যতাস্বদত। পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া মধুবাতা ই আদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক করযোড় করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে—ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীন যদ্ভবেৎ। তৎসর্ব্বামদমচ্ছিদ্রমস্তু মাতামহ পক্ষেও এইরূপ করিবে। পরে সাতটা পিণ্ডের পরিমাণ সঘৃত, অন্ন দধি, মধু ও রম্ভাদি উপকরণ একটী পাত্রে একত্রিত করিয়া মাখিতে মাখিতে পিতৃরীতিতে থাকিয়া এই প্রাব্যমন্ত্র পাঠ করিবে। যথা গায়ত্রী ওঁ মধুবাতা মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক, ওঁ যজ্ঞেশ্বরোহব্য সমস্তকব্য-ভোক্তা ব্যয়াত্মা হবিরীশ্বরোহত্র তৎসন্নিমাধাদপয়াস্ত সদ্যোরং ক্ষাস্য শেষান্ন সুবাশ্চ সর্ব্বে। ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবলক্যং সম্পূজ্য মুনয়োব্রুবন্ বর্ণাশ্রমৎ রাণা-নোরুহি ধর্ম্মাঃনশেষতঃ। মন্নত্রেবিষ্ণু হবিত যাজ্ঞবলেক্যা সনোঙ্গিরা যমাপস্তন্ত সম্বর্ত্তা কাত্যায়নবৃহস্পতি পরাশর ব্যাস সঙ্খ লিখিতা দক্ষ গোতমৌ শাতাতপ বিশিষ্ট ধর্ম্ম শাস্ত্রপ্রযোজকাঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পাং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবিব চক্ষুরাততম্। ওঁ দুর্যোধনো মন্যুময়ে মহাদ্রুমঃ স্কন্দ, কর্ণ শকুনি, স্তশ্চ শাখা দুঃশাসনঃ পুষ্পকলে সমৃদ্ধে, মূলং রাজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রো মনিসী। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মোময়ো মহাদ্রুম স্কন্দোর্জ্জুনোভীম সেনো হস্য শাখা, মাদ্রীসুতৌ পুষ্পকলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মাণাশ্চ। ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষুমৃগা কালাঞ্জরে গিরৌ, চক্রবাকাঃ শবদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে তেহাভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারলাঃ, প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যুয়ং তেভ্যোহবশিদত। তিল তুলসী মোটকযুক্ত একটী পিণ্ড লইয়া অন্বারব্ধ বাম হস্ত দ্বারা জল পাত্র গ্রহণান্তর। ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলেমম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যস্তু তৃপ্তায়াস্তু পরাগতিম। ১৭।

ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ণ তথান্ন মস্তি তত্তৃপ্তয়েহন্নং ভূমি দত্তমেতৎ প্রয়াস্ত লোকায় সুখায় তদ্বৎ। ১৮।

এই মন্ত্র পড়িয়া সুজল পিণ্ড পিতৃতীর্থদ্বারা ত্রিকুশার উপর দিয়া গয়াগঙ্গা হরি বলিয়া পিণ্ড একটু চাপিয়া দিবে পরে। পরে উত্তমরূপ হস্ত প্রক্ষালন করিবে।

পিণ্ডদান—আগমন পূর্ব্বক দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জল দিবে এবং গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ করিবে। ওঁ শেষমন্নং ককদেয়ং জিজ্ঞাসা করিবে। ওঁ ইষ্টে ভ্যো দীয়তাং (প্রত্যুত্তর) ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে। ওঁ কুরুষ্ব (প্রতিবাক্য) পূর্ব্বদত্ত পিতা ও মাতামহ অন্ন পাত্রের সম্মুখে পরিষ্কার করিবে।

ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধাবন্তবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুর দানবাময়া রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচ সঙ্ঘাহতাময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে। ১৯।

এই মন্ত্র পড়িয়া নৈঋত কোণ হইতেবাম বর্ত্তে জলদ্বারা উর্দ্ধোর্দ্ধ তিনটী চতুষ্কোন মণ্ডল করিয়া তৎপূর্ব্বে পার্শ্বে মাতামহ পক্ষও ঐরূপ মণ্ডল করিবে। দুইগাছা মাত্র কুশাদ্বারা ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংশি বেদিষদঃ।

ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং এই মন্ত্রদ্বয় পড়িয়া ঐ মণ্ডলের মধ্যে দক্ষিণাগ্র এক একটী রেখা মণ্ডিত করিবে ও কুশাদ্বয় উত্তর দিকে প্রক্ষেপ করিবে। তৎ-পরে উভয় মণ্ডলে কুশাগচ্ছ বিস্তার করিয়া জলের ছিটা দিয়া—

ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এবচ নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তিতি। এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া ওঁ এত পিতর সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিনেভির্দত্তা সভ্যং দ্রবীনে হ ভদ্রংরৈক্ষনঃ সর্ব্ববারং নিযচ্ছত।

এই মন্ত্রে কুশার উপর তিল দিয়া আবাহন করিবে। পরে তিল তুলসী যুক্ত মোটক ঐ কুশাগুলি বাম হস্ত দ্বারা (পিতৃরীতিতে) দক্ষিণ হস্ত জলে রাখিয়া—

ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নবনে নিক্ষ, ওঁ যেচাএত্রামনুযাংশ্চ ত্ব মনুতমৈতে স্বধা। ২০। এই মন্ত্রে অম্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে করিয়া উহার মূলে জল দিবে, এবং পুষ্প যুক্ত জল পাত্র হইতে ঐ কুশার মধ্যস্থানে ও অগ্রদেশে পিতার ন্যায় পিতামহ এবং প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া জল দিবে; ঐরূপে মাতামহ পক্ষেও যথাক্রমে জল দিবে। তৎপরে অগ্নৌকরণ শেষ সংযুক্ত বিল্ব প্রমাণ ছয়টী পিণ্ডের একটী লইয়া তিল তুলসী মোটক দিয়া ওঁ মধুবাতা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ওঁ অক্ষন্নমীমদন্তহ্যবপ্রিয়া অধুষদ অস্তোষত স্বভানবোবিপ্রাণ বিষ্টয়া মতীয়োযান্নিন্দ্র তে হরি। ২১। এই মন্ত্র পড়িয়া উৎসর্গের ক্রমে অন্বারব্ধ বাম হস্তে লইয়া—

ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নেষতে সতিলোদক পিণ্ড ওঁ

যেচাত্রত্বামনুযাংশ্চত্ব মনু তৈস্মৈত স্বধা। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আস্তৃত কুশার মূলে পিণ্ড দিবে। মধুবাতা ও অক্ষন্নমিব মন্ত্র পড়িয়া গোত্রাদি উচ্চারণ করতঃ পিতামহ ও প্রপিতামহকে এবং মাতামহাদি তিন জনকে যথাক্রমে আস্তৃত কুশার মূলমধ্যে ও অগ্রদেশ ঈষৎ সংলগ্ন করিয়া পিণ্ড দিতে হইবে; পাত্রা বিশিষ্ট অন্নপিণ্ডের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিবে। তৎপরে পিতৃ পিণ্ডের নিচে আস্তৃত কুশার মূল দ্বারা ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং মন্ত্র বলিয়া (ঊর্দ্ধ তিন পুরুষের উদ্দেশে) দক্ষিণ করতল ঘসিয়া দিবে। পরে আচমন ও হরি স্মরণ করিয়া পিণ্ড পাত্রে জল দিয়া ক্রমে পিতাদি ষটপুরুষকে পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যাবনে জল স্থানে পুনশ্চ গোত্র নামোচ্চরণ করিয়া (অবনেনিক্ষ মন্ত্রে) যথাক্রমে ঐ জল দিবে, পরে শ্বাস রোধ করিরা পিতৃ দিগকে (তেজময় মূর্ত্তি) চিন্তাপূর্ব্বক মস্তকের উপর যুক্ত কর বামাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করিতে করিতে উত্তরাসা হইয়া—

ওঁ অত্র পিতরোমাদয়ধ্বং যথা ভাগমা বৃষায়িধ্বম্‌। ২২।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে। ওঁ নমোবঃ পিতরঃ পিতরো নমোবঃ ওঁ গৃহান্নঃ পিতরোদত্ত ওঁ সদোবঃ পিতরোদিশ্ম। ২৩।

তৎপরে ওঁ এতদ্বঃ পিতরোবাসঃ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ছয় পিণ্ডের উপর সূত্র প্রদান করিয়া উৎসর্গ প্রণালীতে ধরিয়া উৎসর্গ করিবে. ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেবশর্ম্মন্নেতত্তে বাস ওঁ যেচাত্রত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈতে স্বধা" এই প্রকারে প্রত্যেক উৎসর্গ করিয়া যথাক্রমে সকলকে বাসদান করিবে। পরে ধূপ, দীপ. জ্বালিয়া ছয় পিণ্ডের উপর গন্ধ. পুষ্প ও তাম্বুল দিয়া পিতৃগণকে অমন্ত্রক পূজা করিয়া পিত্রাদিত্রয়কে আদিত্য বসু ও রুদ্র মূর্ত্তি স্বরূপে চিন্তা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায়চ নমোনমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ ঋতবেচ নমঃসদা। হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায়চ। মাস সম্বৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ। ২৫।

ষড়ভ্য ঋতুভ্যো নমঃ। পিণ্ডাঃ সম্পন্নাঃ সুসম্পন্নাঃ প্রতিবাক্য বলিয়া পিণ্ডে জল দিবে। পিণ্ডা গয়াং গচ্ছত বলিয়া পিণ্ড ছয়টী পশ্চিমের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া এস্থলে ব্যবহার আছে।

ওঁ কুমুপ্রোক্ষিতমস্ত (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য সর্ব্বত্র) এই মন্ত্রটী তিন পক্ষেই

স্থালীতে জল দিবে। ওঁ শিবা আপঃ সন্তু” (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) ব্রাহ্মণদিগকে জল দিবে। ওঁ সৌমনস্যমস্তু (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পুষ্প দিবে। অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু” (ওঁ অস্তু) ব্রাহ্মণকে যব (অভাবে দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল) দিবে।

ওঁ অমুক গোত্রস্য পিতুরমুক দেবশর্ম্মনঃ কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমস্তু” ॥ এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দিবে। এই ক্রমে পিতামহাদি পঞ্চকে ও পৃথক পৃথক নামে গোত্র উল্লেখে ঐ জল দিতে হইবে। পরে করযোড়ে বলিবে—ওঁ অঘোরা পিতরঃ সন্তু” (ওঁ সন্তু প্রতিবচন) ওঁ গোত্রং নোবর্দ্ধতাং” (ওঁ বর্দ্ধতা প্রতিবচন)। ২৭।

পরে পিতৃ ও মাতামহ পক্ষীয় ব্রাহ্মণের পার্শ্বস্থ অর্ঘ্য সম্বন্ধীয় পবিত্র খুলিয়া একগাছি লইয়া অপর একটী কুশার সহিত প্রত্যেক পিণ্ডের উপর দিয়া ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে ওঁ বাচ্যতাং এই প্রতিবাক্য লইয়া—ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং। পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং। এইরূপ প্রত্যেক মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক (মাতামহাদি ত্রয়ের পিণ্ডেও) সপবিত্র কুশাপ্রদান করিবে। শেষে একবার ওঁ অস্তু স্বধা প্রতিবাক্য বলাইবে। তৎপরে অঞ্জলি করিয়া জল লইয়া—ওঁ উর্জ্জং বহন্তিরমৃত ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়তমে পিতৄন্। ২৮।

দাক্ষিণান্ত—অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য পিতরমুক দেবশর্ম্মনঃ অমুক গোত্রস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মনঃ কৃতৈতৎ চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বন শ্রাদ্ধঃ কর্ম্মনঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতঃ মূল্যং দক্ষিণা বর্ত্তমানে রজতমর্চ্চিতং শিবদৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি। মাতামহ পক্ষেও এইরূপ হইবে দক্ষিণান্ত হইবে।

ওঁ অদ্যেত্যাদি ষড় পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া পিতা হইতে বৃদ্ধ প্রপিতামহ পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখর তীর্থ-প্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বন শ্রাদ্ধে কৃতে—ওঁ পুরূরবো মাদ্রবসোর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কর্ম্মনঃ প্রতিষ্ঠায়াং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন মূল্যং হরীতকী ফলমর্চ্চিতং শিব দৈবতং যথা সম্ভব গোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি। ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং (প্রীয়ন্তাং প্রতিবাক্য)।

এই মন্ত্রে দেব ব্রাহ্মণকে জল দিবে। ওঁ আশীষোমে প্রদীয়ন্তাং (ওঁ

আশীষঃ প্রতিগৃহ্ণাং প্রতিবাক্য)। ওঁ দাতারোনোভিবর্দ্ধতাং বেদঃ সন্ততিরেবচ শ্রদ্ধাচগ্রোমাব্য গমবহুদেয়ঞ্চ শোহাস্তভি অন্নঞ্চনোবহুভবেদ তিথিংশ্চলভে- মহি যাচিতারশ্চনঃ সন্তু ধাচ যাচিস্ম কঞ্চন। অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যঃ দাতাশতং জীবন্তু, যেভ্যঃ সঙ্কান্নিতা বিজাস্তেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু। এতাঃ সত্যাশিষঃ সন্তু। (পিতৃবর্গ প্রাসাদোঽস্ত্ব প্রতিবাক্য) গৃহীত পুষ্পকটী আঘ্রাণ করিয়া স্বীয় মস্তকে দিবে। পরে ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহা- যোগিভ্য এবচ, নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবান্থিতি। মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া কুশাগ্র দ্বারা পিতৃ ও মাতা মহ পক্ষীয় ব্রাহ্মণদ্বয়কে স্পর্শ করিতে করিতে ঐ মন্ত্রে। ওঁ বাজে বাজে হবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃত ঋতজ্ঞা অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তায়াত পথিভির্দ্দেব যানৈঃ। ২৯। এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ শরীরস্থ পিতৃদিগকে বিসর্জ্জন করিবে, ব্রাহ্মণদিগকে জলধারা দ্বারা বেষ্টন করিয়া মন্ত্র পড়িবে। ওঁ অমারাবস্থ প্রসবো জগম্যা দেবেদ্যাবা পৃথিবী বিশ্বরূপে আমাগন্তং পিতরামাতরা যুব মামা গোমহ্যৃত স্বায় গম্যাৎ।

পিতৃ তর্পণ।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

পরে অন্ন পাত্র লইয়া সমীপস্থ জলে এই মন্ত্রে দৈবপক্ষে দিবে।

যয়ো শ্রাদ্ধং কৃতং তয়োরক্ষায়ৈঃ তৃপ্তয়ে পাত্রীয় মন্নং সমর্পয়ামি (জলে অর্পন করিবে)।

•ওঁ যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং তেষাং অক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে পাত্রীয়মন্নং জলে সম্পয়ামি। এই মন্ত্রে পিতৃ এবং মতামহ পক্ষে দিবে। পিণ্ডানহাপি অস্তাসি সমর্পয়ামি" বলিয়া পিণ্ড সমুদায় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্নজলে দিবে।

শিবরাত্রি ব্রত।

ফাল্গুনের প্রথম বা মাঘের শেষে যে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তাহার নাম শিবরাত্রি। স্কন্দ পুরাণে ইহার প্রমাণ আছে যথা—

ঃমাঘ মাসস্য শেষে বা প্রথমে ফাল্গুনস্য চ।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী যাতু শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী॥

পূর্ব্বদিনে মহানিশিতে চতুর্দ্দশী না হইয়া পরদিনে প্রদোষকালে হইলে পরদিনেই শিবরাত্রি ব্রত করা ব্যবস্থা। প্রমাণ যথা—

প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী। মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন শিবরাত্রিতে উপবাসই প্রধান কর্ম্ম। স্নান, বস্ত্র ধূপ বা পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিলে আমি যেমন প্রীতি না হই একমাত্র উপবাসে ততোধিক প্রীতি হইয়া থাকি। প্রমাণ যথা—ন স্নানেন ন বস্ত্রেন ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া। তুষ্যামি ন তথা-পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ॥

পূজাপদ্ধতি—কৃত নিত্য ক্রিয় হইয়া স্বস্তিবচনাদি সমাপনান্তে সঙ্কল্প করিবে। বাক্য যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যান্তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শিবপ্রীতিকাম শিবরোহংসোক্ত শিবরাত্রি ব্রতমহং করিষ্যে।

পরে সঙ্কল্প সূক্তাদি পাঠ করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবে। যথা—শিবরাত্রি ব্রতং হ্যেতৎ করিষ্যেহহং মহাফলম্। নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে চাত্র তৎ প্রসাদজ্জগৎ পতে।

চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা চৈবা পরেহহনি। ভক্ষেহহং ভক্তি মুক্ত্যর্থং শরনং মে ভবেশ্বর। তৎপরে আবাএগর্ঘ্যস্থাপনও গণেশাদি দেবতায় অর্চ্চনান্তে শিবপূজা করিবে। প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ হইলে আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিসর্জ্জন প্রভৃতি নাই। মৃত্তিকাময় লিঙ্গে পূজা হইলে পার্থিব শিবপূজার বিধানে পূজা করিবে। চারিপ্রহরে চারিবার পূজা এবং চারিপ্রহরে পৃথক পৃথক দ্রব্য দ্বারা স্নান করাইবে। স্নান মন্ত্র ও অর্ঘ্যমন্ত্র ভিন্ন। চারি প্রহরে ওঁ পশুপতয়ে নমঃ প্রথমে জল দিয়া স্নান করাইবে বিশেষ বিশেষ বস্তুতে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে স্নান করাইতে হয় যথা—প্রথম প্রহরে ওঁ হৌঁ ঈশানায় নমঃ মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বার স্নান করাইবে। অর্ঘমন্ত্র। ওঁ শিবরাত্রি ব্রতং দেব পূজাজপ পরায়নঃ। করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহানার্ঘ্যং মহেশ্বর ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। দ্বিতীয় প্রহরে—ওঁ হোং অঘোরায় নমঃ মন্ত্রে দধি দ্বারা স্নান করাইবে। অর্ঘমন্ত্র। ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায়চ। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদউমযাসহ॥ ইদমর্ঘং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥

তৃতীয় প্রহরে। ওঁ হো বামদেবায় নমঃ মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা স্নান করাইতে হয় অর্ঘমন্ত্র। ওঁ দুঃখ দারিদ্র শোকেন দদোহহং পার্ব্বতীশ্বর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহানমে ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।

চতুর্থ প্রহরে—ওঁ হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ এই বলিয়া মধু দ্বারা স্নান করাইতে হয়। অর্ঘ্যমন্ত্র। ওঁ ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানিহর শঙ্কর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণমে। ইদমর্ঘ্যং নমঃ শিবায় নমঃ। অর্চ্চনান্তে কথা শ্রবণও স্তবাদি পাঠ করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। তৎপরদিন কৃত নিত্যক্রিয়া হইয়া শিব পূজা ও স্তব পাঠান্তে ব্রাহ্মণকে পারণ করাইয়া স্বয়ং নিম্নলিখিত মন্ত্রে পারণ করিবে, যথা—

সংসার ক্লেশদগ্ধস্য ব্রতে নানেন শঙ্কর।
প্রসীদ সমুখোনাথ জ্ঞানদৃষ্টি প্রদো ভব।
ব্রত কথা—ওঁ পুরা কৈলাস শিখরে সর্ব্বরত্ন বিভূষিতে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধচারণ সেবিতে॥
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যান্তীভিরিতস্ততঃ।
সর্ব্বত্র কুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্ত ফল শোভিতে॥
স্নিগ্ধচ্ছায়া দ্রুমাকীর্ণে সন্তান কবনাবৃতে।
পারিজাত প্রসূনোত্থ গন্ধা মোদিতদিন্মুখে॥
আকাশ গঙ্গা সলিল তরঙ্গ স্বননাদিতে।
ত্রৈগুণ্য ললিতৈশ্চারু মরুদ্ভিরুপবীজিতে॥
ব্রহ্মর্ষি বদনোদ্ভূত বেদধ্বনি নিনাদিতে।
উবাস সুচিরং প্রীতোভবে গিরি জায়া সহ॥
সুখাসিতা সদাচিত্ত দেবীপপ্রচ্ছ শঙ্করম।
দেব্যুবাচ কর্ম্মণা কেন ভগবন ব্রতেন॥
তপসাসি ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষানাং হেতুস্তং পরিতুষ্যসি।
ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান শঙ্করোঽব্রবীৎ॥
শঙ্করোবাচ ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য যাতিথিঃ স্যাচ্চতুর্দ্দশী।
তস্যাং যা তামসি রাত্রি নোচ্যতে শিব রাত্রিকা॥
তত্রোপবাসং কুর্ব্বানঃ প্রসাদয়তি মাংধ্রুবম্।
ন স্নানেন ন বস্ত্রেন ন ধুপেন ন চার্চ্চয়া॥
তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ।
ত্রয়োদশ্যাং কৃতস্নানো ব্রহ্মচারি সমাহিতঃ॥
নিরামিষং হবিষ্যং বা সকৃদ ভুঞ্জিত নান্যথা।
মন্নাম সংস্মরণ রাত্রৌ শয়ীতস্থণ্ডিলেকুশে॥

রাত্রিশেষে সমুত্থায় কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ।
সন্ধ্যামুপাস্ত বিধিনা বিল্ব পত্রাণ্যুপার্জ্জয়েৎ॥
ততো নিত্য ক্রিয়াং কৃত্বা সন্ধ্যাকোপাস্য পশ্চিমাম্।
নদ্যাদৌস্থবতঙ্গিদে বা পি লিঙ্গে বা স্থাবরেপিচ॥
বিল্বপত্রৈর্ব্বিমৃজ্যাথ লিঙ্গ পিণ্ডং প্রযত্নতঃ।
একতঃ সর্ব্বপুষ্পাংস্তাৎ বিল্ব পত্রং তথৈকতঃ॥
মণিমুক্তা প্রবালৈশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিভিস্তথা।
ন তথা জায়তে প্রীতির্ব্বিল্বপত্রৈর্যথা মম॥
প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাঞ্চৈব বিশেষতঃ।
কুর্ব্বীত মম গন্ধাদ্যৈঃ পুষ্প ধূপাদিভিস্তথা॥
দুগ্ধেন প্রথমং স্নানং দধ্নাচৈব দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়েতু তথাজ্যেন চতুর্থে মধুনা তথা॥
পঞ্চরাত্র বিধানেন মূল মন্ত্রেন চৈ বহি।
পূজয়েন্মাং যথা ভক্ত্যানৃত্য গীতাদিভির্নরঃ॥
অপরে হ্যস্ততো বিপ্রান্ মমভক্ত্যান্ স্তত্ত্রতান্।
ভোজয়িত্বা তথাভার্চ্চ পারণং স্বয়মাচরেৎ॥
এব মে তদব্রতং দেবি মম প্রীতি করং পরম্।
যজ্ঞদান তপাংস্তস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
এতদ্ব্রত প্রভাবেন গান পত্যমবাপ্নুয়াৎ।
সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ পৃথ্ব্যাং জায়তে কাম চারবান॥
তিথেরস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কথ্যমান ময়াশৃণু।
অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্ব্ব গুনৈর্যুতা॥
ব্যাধস্তত্রাবসদ্ ঘোরঃ সর্ব্বদা প্রাণিহিংসকঃ।
খর্ব্বং কৃষ্ণবপুঃ ক্রূরঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গ কেশকঃ॥
বাগুরা পাশশলাদি প্রপূরিত গৃহান্তরঃ।
স একদা বনং গত্বা হত্বাচ বিবিধান পশূন॥
মাংস ভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ।
সোহসমর্থস্ত তং ভারং বোঢ়ুং শ্রান্তোবনান্তরে॥
বিশ্রাম হেতোঃ সুষাপমূলেরৈ কস্যাচিত্তরোঃ।
অথাস্তম্ গমৎ সূর্য্যো নিশাভূৎস্তু ভয়প্রদা॥

তত উত্থায় সোঽপশ্যন্ন কিঞ্চিত্তিমিরাবৃতম্।
হস্তামর্ষ বশাতত্র বৃক্ষে শ্রীফল সংজ্ঞকে॥
লতাপাশৈর্বিহৃবিধৈর্ম্মাংসভার ববন্ধসঃ।
তমেব বৃক্ষমারুহ্য মূলে শ্বাপদভীষিতঃ॥
শীতার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ কম্পান্বিত কলেবরঃ।
জজাগার তদারাত্রৌপ্লুতো নীহার বারিণা॥
দৈব যোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতিমামকম্।
শিবরাত্রি তিথিঃ সাচ নিরাহারশ্চ লুব্ধকঃ॥
অথ তদ্দেহসংসর্গাৎ ছিন্ন পাত্রৈ মমোপরি।
জজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিঃ ক্ষণাৎ॥
তস্যতেনৈব ভাবেন মম তোষোমহানভূৎ।
তিথি মহাত্ম্য তো দেবি বিল্বপত্রস্য চে শ্বরি॥
ন স্নানং ন তথাপূজা ন নৈবেদ্যাদি সম্ভবঃ।
তথাপি তিথি মাহাত্ম্যাত্তত্র মেহর্চ্চা মহাফলম্॥
অথ প্রভাতে বিমলে গতোহসৌ নিজ মন্দিরম্
কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূত স্তমভ্যগাৎ॥
বদ্ধ কামস্ততং দূতং পাশেন বিবিধেন চ।
পুরুষো বারয়া মাস মদীয়মন্নিযোগতঃ॥
অথো ভয়োর্ব্ব্যাধ হেতোঃ কলহঃ সুমহানভূৎ।
অথাহতো মদীয়েন দূতেন যম কিঙ্করঃ॥
যমং সমানয়ামাসমৎপুরদ্বারমুজ্জ্বলং।
দৃষ্ট্বাচ নন্দিনং তত্র সর্ব্বাম কথযৎ কথাম্॥
ব্যাধস্যচ কুকর্ম্মত্ব যাবজ্জীবং তমব্রবীৎ।
তৎশ্রুত্বা তস্য সর্ব্বজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ॥
ব্যাধস্য তদ্দিনে কর্ম্ম শ্রাবয়ামাস তং যমম্।
এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাত্মবান॥
পাপমেবা করোদ্ব্যাধো ধর্ম্মরাজ তথাপ্যসৌ।
শিবরাত্রি প্রভাবেন নীতঃ সর্ব্বেশ সন্নিধিম্॥
ততোঽসৌ বিস্ময়া বিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনংযমঃ।
দূতান্বিতো যমো গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ॥

এবমস্য প্রভাবংহে ব্রতস্য কস্য বর্ণিনি ।
অবোচং তব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামিতে ॥
তৎশ্রুত্বা ভগবাক্য বিস্মিতা হিম শৈলজা ।
প্রশশংস সদৈবৈতৎ শিবরাত্রি ব্রতং মুদা ।
বান্ধবে ভোহগ্য কথয়ৎ ব্রত মেতৎ পতিব্রতা ।
তৈশ্চাপি কথিতঃ পৃথ্ব্যাং রাজভ্যো ভক্তিভাবতঃ ॥
এবমেতদ্ ব্রতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশমুপপাদিতম্ ।
বানেশ্বরাদিহ পরোহস্তি ন পূজনীয়ো,
নৈবাশ্ব মেধসদৃশ ক্রতুরস্তি লোকে ।
গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি,
ন নান্যদ্ব্রতংহি শিবরাত্রি সমং তথাস্তি ॥

অথ শিবরাত্রি ব্রতের অর্থ।

পূর্ব্বে কৈলাশপর্ব্বত শিখরে নানারঙ্গে শোভায়মান হইতেছে। তথা দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, সিদ্ধচারণগণ এবং দেব ঋষি, ব্রহ্মঋষি, রাজঋষিগণ, কৈলাশ পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য দর্শনে আনন্দিত হইয়া তথায় নিবাস করিতেছেন, ও হর পার্ব্বতীর যুগলরূপদর্শনে মুগ্ধ হইয়া নানা প্রকার উপচার দ্রব্যে অর্চনা করিতেছেন। তথা অপ্সরাগণ সুন্দর বেশভুষা পরিচ্ছদ দ্বারা নৃত্য করিতেছে এবং গীতবাদ্যাদি করিতেছে তথায় সমুদয় কাল পুষ্প সমূহেও সমুদয় কাল সর্ব্বপ্রকার ফল সমূহে শোভয়মান হইতেছে। তথা বৃক্ষ লতা পত্রদ্বারা স্নিগ্ধ ছায়াতে নানাবিধ ক্লেশ সন্তাপ দূরীভূত হইতেছে। তথা পারিজাত পুষ্পের প্রস্ফুটিত আঘ্রাণে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে ও গঙ্গার জল উর্দ্ধগামী হইয়া তরঙ্গ সমূহে আনন্দিত হইতেছে। সত্ত্ব, রজ, তম গুণাতীত সুন্দর কল্লোল তথা মৃদুমন্দ পবন বহমান হইতেছে। ব্রাহ্মণগণের মুখোত্তর

বৃক্ষ হইতে বেদধ্বনি নির্গত হইতেছে। এরূপ কৈলাশ পর্বতে শম্ভু আনন্দে বিভোলচিত্তে দেবী পার্বতী শঙ্করকে বলিতেছেন—হে জগদ্বিজ্ঞ জীবের কর্তব্য কি, হে শঙ্কর ব্রত, তপ, দান, যজ্ঞ কি প্রকারে করিলে কিরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়। এই কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্কর বলিতেছেন—ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীতে পুনঃ রাত্রি তিথিতে শিবরাত্রি ব্রত, তাহাতে উপবাস রূপ ব্রত করিলে আমি নিশ্চয়ই প্রসন্ন হই। না স্নানে, না বস্ত্রে, না ধূপে, না অর্চনে, না পুষ্পে কেবল একমাত্র ভক্তি সহকারে উপবাস করিলে আমি তুষ্ট হই। ত্রয়োদশী তিথিতে স্নান করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও নিরামিষ্য হবিষান্ন সহিতে পাক করিয়া ভোজন করিবে। ইহা ব্যতিরেকে অন্য খাদ্য ভোজন করিবে না। মৃত্তিকা দ্বারা মণ্ডল পবিত্র করিয়া কুশাসন বিছাইবে তাহাতে উপবেশন করিয়া আমার স্মরণ করিবে। রাত্রিশেষে ব্রহ্ম মুহূর্তে গাত্রোত্থান করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক আবশ্যকীয় কার্য্য ও প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। পরে পুষ্প, বিল্বপত্র দ্বারা পার্থিব লিঙ্গে অথবা নদীতটে স্বয়ম্ভুলিঙ্গে অথবা স্থাপিত লিঙ্গে চন্দন দধি বিল্বপত্র সংযোগে মার্জ্জনা করিবে এবং নানাবিধ সুগন্ধযুক্ত পুষ্প বিল্বপত্র চন্দন ধূপ দীপ নৈবিদ্য দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিবে। তথা মণি মুক্তা, প্রবাল সুবর্ণময় পুষ্পে আমাকে অর্চ্চনা করিবে। তাহা হইলেও ভক্তিপূর্বক বিল্বপত্র অর্পণে যেরূপ তুষ্ট লাভ করি সেইরূপ ভক্তি রহিত নানাবিধ দ্রব্যে তুষ্ট হই না। এইরূপ দিবসে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিশির প্রথম প্রহরে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে। এবং নানাবিধ উপচার দ্রব্য দ্বারা ভক্তি সহকারে আমাকে অর্চ্চনা করিবে। দ্বিতীয় প্রহরে দধিদ্বারা মার্জ্জনা করিয়া উপরোক্ত প্রকারে পূজা কার্য্য সমাধা করিবে। তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া ঐরূপ প্রকারে পূজা কার্য্য সমাধা করিবে এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া ঐরূপ ভাবে অর্চ্চনা করিবে। শিবপক্ষ শাস্ত্রে যে মূলমন্ত্র কথিত হইয়াছে, সেই মূল মন্ত্র দ্বারা ঐরূপ প্রকারে নৃত্যগীত বাদ্য সহকারে আমাকে পূজা করিবে। আমার যে ভক্ত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ গণকে ভোজন করাইবে, বিবিধ প্রকারে সম্মান করিবে পরে স্বয়ং পারণ করিবে। হে পার্বতী, এই প্রকারে পরম ব্রত করিলে প্রীতিকর হই। যজ্ঞ, দান, তপাদি ইহার এক অংশের সমতুল্য হয় না। এই ব্রত প্রভাবে পৌত্রপুত্রাদি লোক প্রাপ্ত হয়। সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর কামচারবানও অধিপতি

বন্ধ্যা হে পার্ব্বতী! শিবরাত্রি ব্রত মাহাত্ম্য আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর। এক বারাণসী নামে সর্ব্বগুণযুক্ত পুরী আছে, তথা এক ব্যাধ ঘোর পাপকারী কৃষ্ণবর্ণ, পিঙ্গচক্ষু কেশ পিঙ্গল, সর্ব্বদা প্রাণি হিংসাকারী। তাহার গৃহে অস্ত্র-শস্ত্রাদি পূর্ণিত থাকে, কোন সময় সেই ব্যাধ বনে গমন করিয়া নানাবিধ পশু বধ করিয়া মাংসের ভার বহন করিয়া স্বগৃহে আসিতেছে, পথ ক্লান্ত মাংসভার বহনে অশক্ত হইয়া কিয়দ্দূরে এক বনান্তরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম হেতু এক বৃক্ষ মূল পরিষ্কার করিয়া শান্ত হইতে লাগিল, সেই সময় সূর্য্যদেব অস্ত হইয়া রাত্রি প্রাপ্ত হইল। সেই রাত্রি ব্যাধ তথায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইল, পরে উত্থান হইয়া, অন্ধকার দর্শনে কুণ্ঠিত হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্য শ্রীফলবৃক্ষে হস্ত ধরিয়া বসিল, মাংসের ভার বহুবিধ লতা দ্বারা বন্ধন করিল, তথা সেই বৃক্ষ মূলে এক শিব লিঙ্গ ছিল; ব্যাধ শীত ও ক্ষুধার্থ ভয়ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিল—সেই রাত্রি জাগরণ করিয়া এদিক ওদিক জল অন্বেষণ করিতে লাগিল, তথা দৈবযোগে সেই বৃক্ষমূলে আমার একটী শিবলিঙ্গ ছিল, সেই রাত্রি শিবরাত্রি। তাহাতে সে ব্যাধ নিরাহারে ছিল, অতএব তাহার দেহ সংসর্গে আমার লিঙ্গের উপর জল পড়িয়াছিল। হে বরাননে! তাহার দেহ সঞ্চালনে বিল্বপত্র ভগ্ন হইয়া লিঙ্গোপরি পড়িয়াছিল এই প্রকারে সেই ব্যাধ জল বিল্বপত্র লিঙ্গোপরি প্রাপ্ত করিয়াছিল আমি তাহাতে তুষ্ট হইয়াছি। হে দেবি! তিথি মাহাত্ম্য তথা বিল্বপত্র মাহাত্ম্য। হে ঈশ্বরি! নস্নান তথা না নৈবিদ্যাদি ন বস্ত্র তথাপিও তিথি মাহাত্ম্যে ও আমার অর্চ্চনা মহান্ পলে প্রভাতে বিমলচিত্তে সে ব্যাধ গৃহে গমন করিল। যমদূতগণ আসিয়া পাশে বদ্ধ করিল, মর্ম হইতে এক পুরুষ বহির্গত হইয়া আমার অনুগত হইয়া ব্যাধের হেতু যমদূত সহ মহান কলহ করিতে লাগিল। তথা দূতগণ যম আসিয়া আমার উজ্জ্বল পুর দ্বার দেখিয়া নন্দিগণ সহিত কথন করিতে লাগিল। ব্যাধ আজীবন কাল পর্য্যন্ত কুকর্ম্ম ও জীব হিংসা করিয়াছে, সেই কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ নন্দিকেশ্বর বলিলেন—ব্যাধ যাবজ্জীবন কাল শিবরাত্রি দিনে যে কর্ম্ম করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ যম পার্শ্বে শ্রবণ কর আপনি মনে করিবেন না যে ব্যাধ দুরাত্মবান শিবরাত্রি তিথিতে নিরাহার জাগরণে বিল্বপত্র দ্বারা শিব অর্চ্চনা করিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া যমদূতগণ সহ যম বিস্ময়ান্বিত হইয়া নন্দিকেশ্বরকে বন্দনা করিয়া শিব চিন্তা করিতে করিতে আপন স্থানে গমন

করিলেন। এই ব্রতের প্রভাবে আমি তোমার নিকট অধিক কি বলিব, আমিও বলিতে অক্ষম। ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতী বিস্মিত হইয়া শিবরাত্রি ব্রতের কথা দিবানিশি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শিবরাত্রি ব্রত কথা কথন করিয়া আত্মীয় গণকে শুনাইলে তথা পতিব্রতা স্ত্রী—ও ভক্তি যতির প্রতি কথন করিলে পৃথিবীর রাজগণের পূজ্যযোগ্য হয়। এই প্রকারে শিব রাত্রি ব্রত কথা জগতে আমা কর্ত্তৃক প্রকাশ হইল, যেমন বানেশ্বরাদি শিবলিঙ্গ পূজা অশ্বমেধাদি যজ্ঞ ত্রিভুবনে যেমন গঙ্গাসমতীর্থ অধিক আর নাই, সেইরূপ শিবরাত্রি ব্রত সমতুল্য আর ব্রত নাই, বাণেশ্বরাদি শিবলিঙ্গ পূজা তথা অশ্ব মেধাদি যজ্ঞ গঙ্গাতীর্থ শিবরাত্রি ব্রতের সমতুল্য নহে।

শিবরাত্রিতে উপবাস ফল।

চতুর্দ্দশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সম্বৎসর সমাহিতঃ।
যঃ কুর্য্যাদুপবাসঞ্চ তস্যপুণ্য ফলং শৃণু॥
আজন্মার্জ্জিত পাপানি বিনাশয়তি তৎক্ষণাৎ।
পুত্র পৌত্র সমাযুক্তো ভুঙক্তে ভোগমনুত্তমং॥
অশীত্যব্দ সহস্রানি শিবলোকে মহীয়তে।
মাসে মাসে চতুর্দ্দশ্যাং যঃ কুর্য্যান্নক্ত ভোজনং॥
মহাদেবার্চ্চনঞ্চৈব তেষাং লোকা মহোদয়াঃ।
নক্তং কৃত্বা চতুর্দ্দশ্যাং বিধি পূর্ব্বেন বৈ শুভে॥
শিবলোক মবাপ্নোতি সত্যমেতচ্ছি বোদিতং।
স্নাত্বা সন্তর্পদেবাদীন্ গচ্ছেচ্ছিব নিকেতনং॥
বৃষঞ্চ বৃষনং স্পৃষ্ট্বা শিবলিঙ্গ বিলোকয়েৎ।
যথা শক্ত্যার্চ্চয়েদ্দেবং গন্ধপুষ্পাদিভির্মুনে॥
নৈবেদ্যৈ বিবিধৈ শ্চৈব দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি।
ততঃ কৃতাঞ্জলি ভূত্বা বামদেব পুরঃসরঃ॥

পঠেচ্ছ্লোকমিদং ভক্ত্যা চ নক্তকল্পকঃ।
চতুর্দ্দশী নক্তমধ্যে কল্পিতামি মহেশ্বর॥
সম্পূর্ণং ব্রতকলং দেহি শিবলোক মনুত্তমং।
এবমুক্ত্বা শিবস্যাগ্রে ভূয়স্ত প্রণমেদ্ভুবি॥
ততঃ পঞ্চাক্ষরং মন্ত্র সহস্রং তত্র বৈজপেৎ।
যাবৎকালে তু সংপ্রাপ্তেঽস্মাদ্ধি পূজ্য জনে মনঃ॥
নক্তংকালে মহাদেবং যথা শক্ত্যাচ পূজয়েৎ।
ততো নিরঞ্জনং কৃত্বা শিব লিঙ্গে মহামুনে॥
শিবাগ্নৌ চৈব জুহুযাদষ্ট অষ্টোত্তরা শতিং।
তদশক্তৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠ মন্ত্রং পঞ্চাক্ষরং শুভং॥
চতুর্গনস্ত জপ্তব্যং ব্রত পূর্ণেচ্ছায়া মুনে।
ব্রতস্য সুপ্রতিষ্ঠার্থং কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মনভোজনং॥
স্বয়ং ততস্তু ভুঞ্জীত লিঙ্গ নৈবেদ্যে মুত্তমং।
রাত্রৌ শয়ন্তে ধরনীং শয্যায়াং কুশবিষ্টরে॥
উপবাস চতুর্দ্দশ্যাং নক্তমেব প্রশস্যতে।
তস্মান্নক্তঞ্চ কর্ত্তব্যং চতুর্দ্দশ্যাং শুভেপ্সুণা॥
ইতি শিব পুরাণে পাতালখণ্ডীয় খণ্ডে শিবরাত্রিব্রত মাহাত্ম্যং।

পীঠাধিষ্ঠাত্রী অষ্ট শক্তির নাম।

ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী শান্তা ব্রহ্মাণী ব্রহ্মবাদিনী।
কৌমারী নারসিংহীচ করোহী বিকটাকৃতিঃ॥
মহেশ্বরী মহামায়া ভৈরবী ভীমরূপিনী।
অষ্টৌচ শক্তয়ঃ সর্ব্বা সর্ব্বদা প্রমদুর্দ্দা॥
(ইতি ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে বাণযুদ্ধং নাম অধ্যায়ঃ) ১১৯।

অর্থাৎ ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, ব্রহ্মাণী, কৌমারী, নারসিংহী, বারাহী, মহেশ্বরী, ভৈরবী এই অষ্ট শক্তি।

পীঠাধিষ্ঠাত্রী শক্তি ভবানীর ধ্যান।

১

কৃষ্ণাং লম্বোদরীং ভীমাং নাগকুণ্ডলশোভিতং।
রক্তমুখীং লোলজিহ্বাং রক্তাম্বর ধরাং করৌ॥
পীনোন্নতস্তনীযুক্তাং মহানাগেন বেষ্টিতাং।
শিবস্যোপরি দেবেশিতস্যোপরি কপালকে॥
নামাগ্রধ্যান নিরতাং মহাঘোরাং বরপ্রদাম্।
চতুর্ভুজাং দীর্ঘকেশীং দক্ষিণস্যোর্দ্ধবাহনা॥
বিভ্রতীং নলিনীমেকাং বামোর্দ্ধে পানপাত্রকং॥
বরাভয় ধরাং দেবীমধস্তাং দক্ষবাময়োঃ॥
পীবন্তীং রৌধিরাংধারাং পান পাত্রে সদাশিবে।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং নিত্যং গিরি নিবাসিনীং॥
লোচনত্রয় সংযুক্তা নাগযজ্ঞোপবীতিনীং।
দীর্ঘনাশা দীর্ঘজংঘ্যা দীর্ঘাঙ্গীং দীর্ঘজীবিকাং॥
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভেদেন ত্রিলোচন সমন্বিতাং।
শত্রুনাশকরীং দেবীং মহাভীমাং বরপ্রদাং॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাশিরোবধরাং জগত্রয় বিভাসিনীং।
সাধকানাং সুখং কর্ত্রীং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করীং॥
এবম্ভূতাং মহাকেশীং ভবানীং প্রণমাম্যহং।

(ইতি তারিণী তন্ত্র)

কালাকাল ব্যবস্থা।

গ্রহাদির রাশ্যন্তরে গমন দ্বারা যেই কাল কিম্বা অকাল হয়, তাহা পঞ্জিকা দৃষ্ট করিলে জানা যায়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত দেবতা কাম্যকর্ম্ম অকালে নিষিদ্ধ। নিষ্কাম যে ব্যক্তি সে মহাদানাদি ব্যতীত সমুদায় দান অকালে করিতে পারেন কিন্তু বিষ্ণু তুষ্ট্যর্থে সমুদয় দান অকালে করিবার বিধি নাই। শিবপূজাদি কাহারও মতে অকালে করিলে দোষ হয় আবার কাহারও মতে প্রতিষ্ঠিত দেবতা অকালে দর্শন করিবে না। স্বয়ম্ভু, স্বয়ংউদ্ভব, লিঙ্গোৎপত্তি, ব্রহ্মা প্রজাপতি স্বয়ং উদ্ভব দেবতার দর্শনাদি সকল সময় করিতে পারে। চন্দ্রনাথ তীর্থের স্বয়ম্ভুলিঙ্গ দর্শনে কালাকালের আবশ্যকতা নাই। প্রমাণ যথা—বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে আছে—

'গয়ায়াং ভাস্করক্ষেত্রে পুরুষস্য দর্শনে।
কাশ্যাং চন্দ্রনাথে চৈব নাস্তিকাল বিচারণং।'

যোগিনী তন্ত্রে আছে—

"উপরাগে মহাতীর্থে কালদোষো নবিদ্যতে।"
গ্রহণে ও মহাতীর্থে কালাকাল বিচার নাই।

মানস পূজা।

হৃদয়ে প্রার্থনা মুদ্রা স্থাপন করতঃ বাহ্যপূজার উপচার ও উপকরণাদি এবং সেই নিয়মে মানস পূজা করিতে হয়। বাক্য মন ও হৃদয় দ্বারা মানস পূজা করাই কর্ত্তব্য। প্রমাণ যথা—

"বাহ্যপূজা ক্রমেনৈব ধ্যান যোগেন পূজয়েৎ।
পূজয়েচ্চিন্তয়েদেবং বচসা মনসা হৃদা।
তথৈব সাধকো লোকে চাতুর্বর্গ পরায়ণ॥"

সঙ্কল্প মাস নির্ণয়।

মাস ত্রিবিধ;—সৌর, চান্দ্র, সাবান।

পিতৃ ক্রিয়ায় (শ্রাদ্ধাদিতে) চান্দ্রমাস, বিবাহাদিতে সৌর মাস এবং যজ্ঞাদিতে সাবান মাস উল্লেখ্য।

প্রমাণ যথা—

"অব্দিকে পিতৃকৃত্যেতু মাসশ্চান্দ্র মসঃ স্মৃতঃ।
বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো, যজ্ঞাদৌ সাবানোমতঃ॥"

চন্দ্রের ত্রিশ তিথিতে এক চান্দ্র মাস সম্পূর্ণ হয়।

চান্দ্রমাস দ্বিবিধ—মুখ্যচান্দ্র ও গৌণ চান্দ্র। শুক্ল প্রতিপদ তিথি হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিশ তিথিকে মুখ্য চান্দ্র মাস। কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ত্রিশ তিথিকে গৌণ চান্দ্র মাস। যখন সূর্য্য মেষাদি রাশি দ্বাদশকের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে সংক্রমণ করেন, তৎকালের নাম সৌর মাস। সৌর মাসের সঙ্কল্পের রাশির উল্লেখ কর্ত্তব্য, যেরূপ অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থেই ভাস্করে ইত্যাদি।

৪৬ নং গৌরীবেড় লেন, সূর্য্য-যন্ত্রে শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ নাথ
দ্বারা মুদ্রিত, কলিকাতা।
১৩১৭

ব্যাস কুণ্ড।

SOMAJ PRESS

চন্দ্রনাথ পদ্ধতি।

তীর্থ প্রাপ্তি অনন্তর ব্যাসকুণ্ডে স্নান ও তর্পণবিধি কতিপয় প্রমাণ।

নিষিদ্ধ দিনে তিল তর্পণ বিধি ঃ—

১। তীর্থে তিথি বিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেত পক্ষকে। নিষিদ্ধেঽপি দিনে কুর্য্যাত্তর্পণং তিলমিশ্রিতং॥

তীর্থে, বিশেষ তিথিতে, গঙ্গাতে, প্রেত পক্ষে নিষিদ্ধ, দিনেও তিল তর্পণ করিবে।

২। অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষু চ উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে যুগাদৌ মৃতবাসরে সূর্য্য শুক্রাদিবারেঽপি ন দোষ স্তিল তর্পণে।

উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, মহাবিষুব, জলবিষুব সংক্রান্তি, গ্রহণে, উপাকর্ম্মে, উৎসর্গে, যুগদ্যাতে, মৃততিথি প্রভৃতিতে এবং রবিবার, শুক্রবার ইত্যাদিতে তিল তর্পণে নিন্দা শ্রুতি জনিত দোষ হইবে না।

উপরোক্ত বচনদ্বয়ের দ্বারা নিষিদ্ধ দিনে তীর্থাদিতে তিলমিশ্রিত তর্পণ করিবে, ইহাতে দোষ হইবে না। কিন্তু পর বচনে লিখিত হইয়াছে তীর্থে তিলভিন্ন তর্পণ করিবে না। যথা—

তীর্থ মাত্রে তু কর্ত্তব্যং সতিলেনৈব তর্পণং।
যোঽন্যথা তর্পয়ে মূঢ়ঃ সবিষ্ঠায়াং কৃমি র্ভবেৎ॥

তীর্থ মাত্রেই তিল তর্পণ করা কর্ত্তব্য, কোন ব্যক্তি যদি নিষিদ্ধ দিনেতেও তিল রহিত তর্পণ করে, তাহা হইলে সে বিষ্ঠাতে কৃমিযোনি প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

এই বচনের দ্বারায় তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া তর্পণ করিতে হইলে, তিল দ্বারা তর্পণ করিবে, তিল ভিন্ন তর্পণ করিবে না।

কিন্তু আবার বলিতেছেন, তিলের অভাবে তৎ প্রতিনিধি স্বর্ণ রৌপ্য এবং কুশার দ্বারা তর্পণ করিবে। যথা—

তিলানা মপ্য ভাবেতু সুবর্ণ রজতান্বিতং।
তদভাবে নিষিঞ্চেত্তু দর্ভৈ মন্ত্রেন চাপ্যথ॥

তিলের অভাবে সুবর্ণ ও রৌপ্য স্পৃষ্ট জল দ্বারা তর্পণ করিবে। তাহারও অভাব হইলে কুশার দ্বারা করিবে, যদি কুশারও অভাব হয়, তবে কেবল মন্ত্র পাঠ করিয়া তর্পণ করিবে।

এইরূপ করিলে দোষ হইবে না।

বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত তত্বাদি গ্রন্থে দেখ।

ব্যাসকুণ্ডে স্নানের ফল।

স্নানঞ্চ তর্পণং তত্র কুর্য্যান্মন্ত্র পুরঃসরম্।
শত জন্মার্জ্জিতং পাপং মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

সেই জলে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তর্পণ করিলে, নিঃসন্দেহ শত শত জন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়।

তীর্থ মাত্রে তর্পণ করিতে হইলে, এক চরণ জলে অপর চরণ স্থলে রাখিতে হইবে। তর্পণ করিতে জলাশয়ে আদ্র বস্ত্র পরিধানে থাকিলে নাভি জলে দাঁড়াইয়া এবং শুষ্ক বস্ত্র পরিধানে থাকিলে কুলে উঠিয়া তিল তর্পণ করিবে।

পঞ্চক্রোশাত্মক চন্দ্রনাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ ব্যাসকুণ্ডে স্নান করিতে হয়।

পূর্ব্ব মুখী হইয়া ত্রিপত্র, তুলসী, যব, মিশ্রিত জল হাতে করিয়া মন্ত্র পড়িবে।

বিষ্ণুরোম্ তৎ সৎ ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শিব প্রীতিকাম চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে অস্মিন্ ব্যাস কুণ্ডোদকে স্নানে তর্পণ মহং করিষ্যে।

বিশেষ বিশেষ কুণ্ডে সেই সেই কুণ্ডের নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

সধবা স্ত্রী স্নান করিতে তিল কুশ ব্যবহার করিবে না। তৎপ্রতিনিধি যব, দূর্ব্বা, ব্যবহার করিবে। সংকল্পান্তর মৃত্তিকা লেপন করিবে।

মন্ত্র যথা—

ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং। উদ্ধৃতাসি বরাহেন কৃষ্ণেন শত বাহনা আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়।

সমুদয়ের জন্যই এই মন্ত্র ব্যবহৃত। তীর্থ মাত্রেই তীর্থাবাহন করিবে না।

শিখা বন্ধন করিবে, মন্ত্র যথা—

গায়ত্র্যাচ শিখাং বদ্ধা নৈঋত্যাং ব্রহ্ম রন্ধ্রতঃ। ততশ্চ জুটিকাং বদ্ধা ততঃ কর্ম্ম সমারম্ভেৎ।

অর্থাৎ গায়ত্রী পাঠ করিয়া মস্তকের ব্রহ্ম রন্ধ্রের নৈঋর্ত কোণে আড়াই পাক দিয়া শিখা বন্ধন করিয়া অনন্তর জুটিকা বন্ধন করিবে। তৎপর দৈব বা পৈতৃক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। যথা—

শিখী তিলকী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ।

সাম বেদী মতে তিলক ধারণ যথা—

শিরঃ কণ্ঠ ললাটেচ বাহ্বো র্দক্ষিণ বাময়োঃ হৃদি। নাভৌ তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ দ্বয়ং দ্বয়ং।

যজুর্ব্বেদীর তিলক ধারণ মন্ত্র।

ললাটে কেশবং বিদ্যাৎ কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তম নাভৌ নারায়ণঞ্চৈব হৃদয়ে মাধব স্তথা গোবিন্দং দক্ষিণে পার্শ্বে তথা বামে ত্রিবিক্রমং উর্দ্ধেচ চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং কর্ণয়ো র্মধুসূদনং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠতঃ বাহুমূলে বাসুদেবং সব্যে দামোদরস্তথা।

হরে র্দ্বাদশ নামানি পঠিত্বা তিলকং দদেৎ। সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণু লোকং সগচ্ছতি।

স্ত্রী শূদ্রের শিখা বন্ধন মন্ত্রঃ—

নমো ব্রহ্মা বানি সহস্রানি শিব বানি শতানি চ। বিষ্ণোর্নাম সহস্রেণ শিখা বন্ধং করোম্যহং।

সাম বেদীয় ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যোপস্থান করিয়া তর্পণ করিবে।

অনন্তর পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া আচমন করিবে। কিন্তু আচমনের পূর্ব্বে চক্ষুদ্বয় ধৌত করিয়া আচমন করিবে।

ক্রিয়াং যঃ কুরুতে মোহাদনাচাম্যো বনাস্তিকঃ ভবন্তি হি বৃথা তস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বানসংশয়ঃ।

ওঁ ভূঃস্বাহা, ওঁ ভুবঃস্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা।

এই রূপ ওঁ যুক্ত ব্যাহৃতি ত্রয়ের দ্বারা ব্রাহ্মণ গণ আচমন করিবে।

স্ত্রী শূদ্রের নমো বিষ্ণুঃ বলিয়া তিনবার জল দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে।

স্ত্রী এবং শূদ্রগণ কোনও প্রকার বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে না। তর্পণ স্নান এবং শ্রাদ্ধেতে পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করিবে না।

নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিবে এবং ওঁ স্বাহা, স্বধা, স্থলে নমো নমঃ উচ্চারণ করিবে। তস্মৈ স্থলে তুভ্যং পাঠ করিবে।

সংকল্পাদিতে ব্রাহ্মণী হইলে দেবী, শূদ্রাণী হইলে দাসী পুরুষের দাস উল্লেখ করিবে। বাক্য রচিত নমস্কারাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

অনন্তর দেব তর্পণ করিবে।

ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং অঙ্গুলির অগ্রভাগ রূপ দৈব তীর্থ দ্বারা একাঞ্জলি জল প্রদান করিবে।

ওঁ বিষ্ণু স্তৃপ্যতাং ওঁ রুদ্র স্তৃপ্যতাং ওঁ প্রজাপতি স্তৃপ্যতাং।

দেবা যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্‌সরসোঽসুরাঃ ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জ্‌ম্ভগাঃ খগাঃ।

বিদ্যাধরা জলাধারা স্তথৈবাকাশ গামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চযে।
তেষা মাপ্যায়নায়ৈত দ্দীয়তে সলিলং ময়া।

(মনুষ্য তর্পণ)

উত্তরাভিমুখে হারবৎ জজ্ঞ সূত্র ধারণ পূর্ব্বক পশ্চিমাস্যে উপবীতী হইয়া কায় তীর্থ দ্বারা ক্রোড়াভিমুখে দুই অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ কপিলশ্চা সুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চ শিখ স্তথা। সর্ব্বেতে তৃপ্তি মায়ান্তু মদ্দত্তে নাম্বুনা সদা।

ঋষি তর্পণ।

পূর্ব্বাস্যে উপবিতী হইয়া দেব তীর্থ দ্বারা একাঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ মরীচি স্তৃপ্যতাং ওঁ অত্রি স্তৃপ্যতাং ওঁ অঙ্গিরা স্তৃপ্যতাং ওঁ পুলস্ত্য স্তৃপ্যতাং ওঁ পুলহ স্তৃপ্যতাং ওঁ ক্রতু স্তৃপ্যতাং ওঁ প্রচেতা স্তৃপ্যতাং বশিষ্ঠ স্তৃপ্যতাং ওঁ ভৃগু স্তৃপ্যতাং ওঁ নারদ স্তৃপ্যতাং ওঁ দেবাস্তৃপ্যতাং ওঁ ব্রহ্মর্ষয় স্তৃপ্যতাং।

দিব্য পিতৃ তর্পণ।

দক্ষিনাস্যে বামোত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক দৈবতীর্থ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা একাঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরঃ স্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ সৌম্যাঃ পিতরঃ স্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরঃ স্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ উষ্মপাঃ পিতরঃ স্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
ওঁ সৌকালিনঃ পিতর স্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

ওঁ বর্হিষদঃ পিতর স্তৃপ্যন্তাং মেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

ওঁ আজ্যপাঃ পিতর স্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

যম তর্পণ।

তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে।

ওঁ যমায়, ধর্ম্মরাজায়, মৃত্যবে চান্তকায়চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূত ক্ষয়ায় চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্টিনে ;
বৃকোদরায় চিত্রায়, চিত্রগুপ্তায় বৈনমঃ।
ওঁ যমস্য ভগ্নী যমুনায়ৈ নমঃ।

(পিতৃ-তর্পণ)

অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা তিল গ্রহণপূর্ব্বক।

ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্তপোঽঞ্জলিং।

গোত্র সম্বন্ধ ও নামোল্লেখ করতঃ

পিতা প্রভৃতি মাতামহ প্রভৃতি এই নয় জনের প্রত্যেককে তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। পরে একবার মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মাতামহী প্রভৃতি এবং সপিণ্ড প্রভৃতিকে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। যথা—

ওঁ বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতা মেতৎসতিলোব্যাস কুশোদকং তস্মৈ স্বধা। ওঁ বিষ্ণুরোম্ (অমুক গোত্র) পিতামহঃ অমুক দেবশর্ম্মা ইত্যাদি।

অমুক গোত্রা মাতা অমুকী দেবী ইত্যাদি যজুর্ব্বেদী হইলে অমুকগোত্রঃ পিতঃ অমুক দাস এবং শূদ্রানী হইলে অমুক গোত্রে মাতঃ অমুকী দাসী ইত্যাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহী এই দ্বাদশজনের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উর্দ্ধতন পুরুষ ধরিয়া দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ করিতে হয়।

নিম্নলিখিত মন্ত্রে একাঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্য জন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তি মখিলাং যান্ত যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ।

নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনা সুচযে স্থিতা।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

(পূর্ব্বমুখী হইয়া)

(রাম তর্পণ)

তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃ মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ মাতা মহাদয়ঃ।
অতীত কুল কোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং।
ময়াদত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥

(লক্ষণ তর্পণ)

তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্তং জগ তৃপ্যতু।

বস্ত্র নিষ্পীড়ন জল দ্বারা ভূমিতে একবার জল দিবে।

ওঁ যেচাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিনোমৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়াদত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥

(ভীষ্ম তর্পণ)

ওঁ বৈয়াঘ্র পদ্য গোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায়চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্ম বর্ম্মণে॥

নিম্ন মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবোবীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্র পৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্॥

ভীষ্মাষ্টমী অর্থাৎ মাঘী শুক্লাষ্টমীতেই ভীষ্মতর্পণ কর্ত্তব্য। প্রতিদিন করিবার প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি পিতৃতর্পণের পূর্ব্বে ভীষ্ম তর্পণ করিবে।

(পিতৃ স্তুতি)

ওঁ পিতাসর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। পিতৃ মাতৃ চরণেভ্যো নমঃ।

পূর্ব্বাস্য হইয়া দক্ষিণা করিবে।

বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শিব প্রীতিকাম চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে অস্মিন্ ব্যাস কুণ্ডোদকে স্নান তর্পণ কর্ম্ম প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণা-মিকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।

(অচ্ছিদ্র)।

ওঁ অদ্য কৃতৈতৎ শিবপ্রীতিকাম চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে অস্মিন্ ব্যাস কুণ্ডোদকে স্নান তর্পণ কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

অদ্যেত্যাদি অমুক দেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। দশবার গোবিন্দনাম শরণ করিবে।

ওঁ ময়া যদেতৎকর্ম্ম কৃতং তৎসর্ব্বং শ্রীশিব চরণে সমর্পিতং যন্ন্যূন তন্নারায়ণ পুরয়ঃ হরয়ে নমঃ। অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতা ধ্বরেষু যৎ স্মরণা দেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ। ন্যূনাতিরিক্ততা সিদ্ধৌ কলৌবেদোক্ত কর্ম্মণাং হরি স্মরণ মাত্রেণ সম্পূর্ণং ফলদায়কং। ব্রাহ্মণ বচনাৎ সর্ব্বং সাঙ্গং জাতমেব।

সূর্য্য নমস্কার।

ওঁ জগৎ সবিত্রে জগদেক চক্ষুষে জগৎ প্রসূতে স্থিতি নাশ হেতবে ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্ম ধারিণে বিরিঞ্চিনারায়ণ শঙ্করাত্মনে নমঃ। এই মন্ত্র পাঠান্তে জবা কুসুম ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিবে।

তদনন্তর বটুক ভৈরব দর্শন করিবে।

(দর্শনের সঙ্কল্প মন্ত্র যথা)

বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শিবপ্রীতি কাম বটুক ভৈরব দর্শন স্পর্শন পূজনমহং করিষ্যে। ইদং স্নানীয়জলং ওঁ বটুক ভৈরবায় নমঃ এই প্রকারে ব্যাসেশ্বর শিবায় নমঃ। ব্যাসমুনয়ে নমঃ। চণ্ডিকায়ৈ নমঃ। ইদং সজলপুষ্প বিল্বপত্রং ওঁ বটুক ভৈরবায় নমঃ। এই প্রকারে যথানিয়মে জলপুষ্প বিল্বপত্রাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। দর্শন স্পর্শন তদনন্তর নমস্কার করিবে।

ওঁ কর্পূর ঘোরং করুণাত্ম তারং সংসার সারং ভুজগেন্দ্র হারং। সদাবসন্তং হৃদয়ারবিন্দং ভবং ভবামি নমো ভৈরবায়। ওঁ মহাদেব মহাত্মানাং মহাযোগী মহেশ্বর, মহাপাপ হরং দেব মকারায় নমো নমঃ॥

বটুক ভৈরবের ধ্যান ;—

ওঁ বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসি বক্তং দিব্যা কল্পৈ নর্বমণিময়ৈঃ কিঙ্কিনী নূপুরাদ্যৈঃ দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং। হস্তা-

আস্তাং বটুকমণিবং শূলদণ্ডৌ দধানম্। যথানিয়মে পূজাদি করিবে। জপ সমর্পণ করিয়া স্তোত্রাদি পাঠ করিবে।

তদনন্তর বটুকবৃক্ষ সমীপে উপস্থিত হইয়া সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিবে।

পশ্চিমে ব্যাস কুণ্ডস্য বটুকাদীন্ প্রপূজয়েৎ।
পঞ্চলোষ্ট্রানি দত্বাচ মন্ত্রপাঠ পুরঃসরম্॥

তৎপর ব্যাসকুণ্ডের পশ্চিমদিকে স্থিত বটুকবৃক্ষকে পঞ্চলোষ্ট্র প্রদানপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অর্চ্চনা করিবে।

ওঁ বটুকোহতি দক্ষশ্চ নন্দীশঃ ক্ষেত্রনায়কঃ।
নির্ব্বিঘ্নং কুরুদেবেশ পঞ্চলোষ্ট্রপ্রিয়ঃ সদা॥

অর্চ্চনা করণানন্তর এই মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণিপাত করিবে।

বটুর্নাম মহাবৃক্ষঃ ঈশ্বরদ্বার পালকঃ।
সর্ব্ব বিঘ্নবিনাশায় বটুদেব নমোহস্তু তে॥

তদনন্তর মন্মথ নদীতে একটু জলস্পর্শ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় হোম করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি বর্দ্ধনংউর্ব্বারূপ মিবন্ধনাম্‌ত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ। এই মন্ত্রে হোম করিবে।

অগ্নিরূপায় ভীমায় নমোহন্তে ন প্রপূজয়েৎ।
ঘৃতাদিভি র্যথালাভৈ দ্রব্যৈ হূর্ত্বা ন মেত্ততঃ॥

সেই অগ্নিরূপী ভগবান ত্রিলোচনকে নমস্কার পূর্ব্বক ভক্তির সহিত পূজা করিবে। তদনন্তর যথালাভ ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা হোম করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণিপাত করিবে।

ওঁ অগ্নিরূপ মহাদেব নিত্যানিজ্জল সংশ্রয়ঃ।
পশ্যামি বহুরূপাং ত্বাং মম মোক্ষব্য পাদয়॥

তদূর্দ্ধে কালীদর্শন করিবে এবং প্রণাম করিবে। সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে, ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

তদূর্দ্ধে নবভৈরব দর্শন করিবে। স্বয়ম্ভুনাথের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারপাল ভৈরব পূজনানন্তর মন্দিরে প্রবেশ করিবে। মহান্ত মহারাজের

অনুমতি প্রণামি প্রদান পূর্ব্বক দ্বাদশ শালগ্রাম দর্শন করিবে। তৎপরে গুরু পাদুকা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ যদ্‌পাদং সলিলং ধৃত্বা ধন্যোঽভূৎ কমলাপতিঃ। অতঃ স্পৃশামি তৎপাদং দেহি মে বাঞ্ছিতং ফলং॥ ওঁ নমো গুরু পাদুকা যুগলাভ্যাং নমঃ॥ তৎপরে প্রণাম করিবে।

স্বয়ম্ভূ শিবপূজা।

প্রথমতঃ হরি স্মরণম্ আচমনং কৃত্বা। সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা। স্বস্তিবাচনং কৃত্বা সোমং রাজানং ইতি। সূর্য্য সোমঃ পঠিত্বা ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ।

বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওমদ্যামুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শিবপ্রীতি কামনয়া গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বক অষ্টশক্তি অষ্টমূর্ত্তি সহিত ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভূশিব পূজন কর্ম্মাহং করিষ্যামি।

ইতি পরার্থে ষষ্ঠ্যন্ততা নির্দ্দেশঃ॥

ওঁ দেবোবো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্টাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপবা প্রণুধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে॥ ইতি সঙ্কল্প সূক্তং পঠিত্বা আসন শুদ্ধিং ভূতশুদ্ধিং কৃত্বা অর্ঘ্যপাত্রং সামান্যার্ঘ্যঞ্চ সংস্থাপ্য। গণেশাদীন্ সম্পূজ্য, নারায়ণং পূজয়িত্বা প্রণমেৎ।

ক্রাং ক্রীং ক্রূং ক্রৈং ক্রৌং ক্রঃ এই মন্ত্রে করন্যাসাঙ্গন্যাস পদ্ধতি নিয়মে, করাঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্ম মুদ্রাযোগে একটি শ্বেতবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে। যথা—

ওঁ দ্বীপিচর্ম্ম পরীধানং ভস্মরেণু বিভূষিতম্
শূল ডমরু হস্তঞ্চ কমণ্ডলু ধরং বিভুম্
জটাধরং চোগ্রতেজং বালার্কমিব বর্চ্চসা।
নিরীক্ষেদব্যয়ং দেবং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
বিশ্বরূপং স্বরূপঞ্চ শব্দরূপং মহেশ্বরম্।
শব্দান্তে জ্ঞানরূপঞ্চ তত্ত্বরূপং মহেশ্বরম্।
শূন্যাৎ শূন্যতরং দেবং লয়াল্লয়তরং বিভুম্।
এবমেব নরোধ্যায়েত্তং দেবং ক্রমদীশ্বরম্॥

ধ্যানান্তে স্বীয় মস্তকে ঐ পুষ্প দিয়া মানস পূজা করতঃ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে।

কোশার অগ্রভাগে গন্ধ পুষ্প অক্ষত বিল্বপত্র গর্ভশূন্য ত্রিপত্র দূর্ব্বা দিয়া অর্ঘ্য স্থাপন করিবে।

পীঠদেবতাগণকে গন্ধপুষ্প দিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। অনন্তর ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

ওঁ ক্রমদীশ্বর স্বয়ম্ভু শিবায় নমঃ। বলিয়া পূজাদি করিবে।

ষোড়শ উপচার যথা।

আসনং। স্বাগতং। পাদ্যং। অর্ঘ্যং। আচমনীয়কঃ। মধুপর্কঃ। আচমনীয়ং। স্নানং। বসনং। কাঞ্চনং। সুগন্ধি। সুমনঃ। ধূপঃ। দীপঃ। নৈবেদ্যং। বন্দনং প্রযোজয়ে দর্চ্চনায়া মুপচারাংস্তু ষোড়শঃ।

ষোড়শ উপচার দ্রব্য দিয়া অনন্তর যজ্ঞোপবীত, বিজয়াপত্র, ধুস্তুরপত্র, এবং পুনরাচমনীয় তাম্বূল দিয়া অর্চ্চনা করিবে।

অনন্তর অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। যথা—

ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ ইতি পূর্ব্বদিকে।
ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ ইতি ঈশানে।
ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ ইতি উত্তরে।
ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ ইতি বায়ুকোণে।
ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ ইতি পশ্চিমে।
ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ ইতি নৈর্ঋতে।
ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ ইতি দক্ষিণে।
ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ ইতি অগ্নিকোণে।

এইরূপ অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া জপ ও প্রণাম করিবে। অনন্তর শক্তির পূজা করিবে। হ্রাং ইতি করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে। রক্ত পুষ্পং গৃহীত্বা।

ওঁ হ্রীং জটাজূট সমাযুক্তা, মর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবন সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাং॥

সুচারুদশনাং তীক্ষ্ণাং পীনোন্নত পয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গ স্থান সংস্থানাং মহিষাসুর মর্দ্দিনীং॥
মৃণালায়ত সংস্পর্শ দশবাহু সমন্বিতাং।
ত্রিশূলং দক্ষিণে দদ্যাৎ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথাশক্তিং বাহুসঙ্ঘেষু সঙ্গতাং।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশ মূর্দ্ধতঃ।
ঘন্টাম্বাপরশুম্বাপি বামেঽধঃ পরিযোজয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরশ্চেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনং।
হৃদিশূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং॥
রক্তারক্তি কৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটী কুটিলাননং॥
সপাশ বামহস্তঞ্চ ধৃত কেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধির বক্তুঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাচ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডাচণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতি চণ্ডিকা॥
আভিঃ শক্তিভি রষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং।
চিন্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদাং॥

এইরূপ দেবীর ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্তনিয়মে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া অষ্টশক্তির পূজা করিবে।

১ অণিমা। ২ লঘিমা। ৩ প্রাপ্তি। ৪ মহিমা। ৫ ঈশিত্বা। ৬ বশিত্বা। ৭ প্রকাম্যা। ৮ কামসুন্দরী॥ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অষ্টশক্তির পূজা করিয়া, দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া জপ সমর্পণ ও প্রণাম করিবে।

অনন্তর পীঠদেবতার পূজা—

ওঁ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ। এবং লক্ষ্মৈ, সরস্বত্যৈ, রামায়, লক্ষ্মণায়, সীতায়ৈ বাসুদেবায়, দ্বারপালভৈরবায়, অসিতাঙ্গভৈরবায়, রুরুভৈরবায়, চণ্ডভৈরবায়, ক্রোধ ভৈরবায়, উন্মত্ত ভৈরবায়, কপালিনী ভৈরবায়, ভীষণ ভৈরবায়, সংহার ভৈরবায়, ভয়ঙ্কর ভৈরবায়, দুর্গায়ৈ, গঙ্গায়ৈ, অর্দ্ধচন্দ্রায়, সাক্ষিশিবায়।

গুরুপাদুকাভ্যাং নমঃ, দ্বাদশ চক্রেভ্যো নমঃ, সমাধীশ্বর শিবেভ্যো নমঃ, ক্ষেত্রস্থ দেবতাগণেভ্যো নমঃ, স্বর্গস্থ দেবতাগণেভ্যো নমঃ। মর্ত্ত্যস্থ দেবতা-গণেভ্যো নমঃ। পাতালস্থ দেবতাগণেভ্যো নমঃ।

অনন্তর ক্রমদীশ্বর শিবকে পুষ্পাঞ্জলি ত্রয় দ্বারা পূজা করিয়া প্রাণায়াম পূর্ব্বক অষ্টোত্তর শতবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যমন্ত্রে জপ বিসর্জ্জন করিবে অর্থাৎ কোশাস্থিত সামান্যার্ঘ্য বা জলগণ্ডূষ দেবতার দক্ষিণ হস্তে মনে মনে অর্পণ করিবে। এবং ঊর্দ্ধস্থিত ঈশান নামক মুখে জল ও ফল সমর্পণ করিবে।

অনন্তর গালবাদ্য করিবে।

তথাচ লিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে।

মুখস্য দক্ষভাগে চ দক্ষিণস্য করস্য চ। অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ কুর্য্যাৎ সাধক সত্তমঃ॥ অঙ্গুষ্ঠং শিব রূপঞ্চ তর্জ্জনী শক্তি রূপিণী। তয়োর্যোগে মহেশানি! মুখবাদ্যঞ্চ কারয়েৎ॥

লিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীকে শিব ও শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব মুখের দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও বামগণ্ডে তর্জ্জনী সংযোগ করিয়া ঐ দুই অঙ্গুলিদ্বারা মুখবাদ্য করিবে।

মুখ বাদ্য অনন্তর কক্ষবাদ্য ও করতল বাদ্য করিবে।

দক্ষিণাচ্ছিদ্র করিয়া পুনশ্চ সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

ক্ষমা প্রার্থনা। আত্ম সমর্পণান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

তৎপরে ঈশান কোণে জলের ছিটা দিয়া ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক সংহার মুদ্রা দ্বারা একটি নির্ম্মাল্য লইয়া নাসিকাগ্রে আঘ্রাণ লইবে। আঘ্রাণ করিতে করিতে এই প্রকার ভাবনা করিবে যে, পূজিত দেবতা হৃৎপদ্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে ঐ পুষ্পটি পূর্ব্ব কথিত ত্রিকোণ মণ্ডলের উপর স্থাপন পূর্ব্বক এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ। মন্ত্রে মণ্ডলোপরি অর্চ্চনা করিয়া মহাদেব ক্ষমস্ব বলিয়া শিবের মস্তকে একটু জল দিতে হয়।

তদনন্তর নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ করিবে।

শিবনির্ম্মাল্য ও নৈবেদ্যাদি প্রথমে বিষ্ণুকে নিবেদন পূর্ব্বক তৎপরে গ্রহণ

করাই কর্ত্তব্য। মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনঞ্চ যন্তবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদান্মহেশ্বরঃ। তদনন্তর স্তোত্র পাঠ করিবে।

ওঁ তৎসৎ।

অথ শিব শতনাম স্তোত্রম্।

পার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণব তারক শিবলিঙ্গার্চ্চনং সর্ব্বং শ্রুতং তব মুখাৎ প্রভো॥ ১॥ ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি শিবস্য শতনামকং। যস্য শ্রবণ মাত্রেণ মুচ্যতে ভব বন্ধনাৎ॥ ২॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাতুং পরিপৃচ্ছসি। তস্য স্মরণ মাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ॥ ৩॥ অতি গুহ্যং মহাপুণ্যং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্। গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন প্রকাশ্যং যথাতথা॥ ৪॥ মম নাম পরার্দ্ধঞ্চ তথৈব কথিতং ময়া। তেষাং মধ্যে সহস্রঞ্চ সারাৎসারং পরাৎপরং॥ ৫॥ তত্রসারং সমুদ্ধৃত্য কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে! মম নাম শতঞ্চৈব কলৌ পূর্ণ ফলপ্রদম্। কেবলং স্তব পাঠেন মম তুল্যো ন সংশয়ঃ॥৬॥ পীঠাদি ন্যাসকং যুক্ত ঋষ্যাদি ন্যাস পূর্ব্বকম্। দেবতা বীজসংযুক্তং শৃণুস্ব পরমাদ্ভুতম্॥ ৭॥ নারদোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্। সদাশিবো মহেশানি! দেবতা পরিকীর্ত্তিতা॥ ৮॥ ষড়ক্ষর মহাবীজং চতুর্ব্বর্গ প্রদায়কম্ সর্ব্বাভীষ্ট প্রসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৯॥ মহাশূন্যে মহাকালো মহাকালী যুতঃসদা। দেহমধ্যে মহেশানি! লিঙ্গা কারেণ বেষ্টিতঃ॥ ১০॥ মূলাধারে স্বয়ম্ভূশ্চ কুণ্ডলী শক্তি সংযুতঃ। স্বাধিষ্ঠানে মহাবিষ্ণু স্ত্রৈলোক্যে পালকঃ সদা॥ ১১॥ মণিপুরে মহারুদ্রঃ সর্ব্বসংহার কারকঃ। অনাহতে ঈশ্বরোঽহং সর্ব্বদেবৈর্নিষেবিতঃ॥ ১২॥ বিশুদ্ধাখ্যে ষোড়শারে সদাশিব ইতি স্মৃতঃ। আজ্ঞাচক্রে শিবঃ সাক্ষাৎচিতিরূপেণ সংস্থিতঃ॥ ১৩॥ সহস্রারে মহাপদ্মে ত্রিকোণ নিলয়ান্তরে। বিন্দুরূপে মহেশানি! পরমেশ্বরঃ ঈরিতঃ॥ ১৪॥ বাহ্যরূপে মহেশানি! নানারূপ ধরোঽহ্যহম্। কৈলাসে জ্যোতীরূপেণ কৈলাসেশ্বর সংজ্ঞকঃ॥ ১৫॥ হিমালয়ে মহেশানি! পার্ব্বতী প্রাণবল্লভঃ। কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরশ্চৈব বানেশ্বর স্তথৈবচ॥ ১৬॥ শম্ভুনাথ শ্চন্দ্রনাথ শ্চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে। আদিনাথঃ সিন্ধুতীরে কামরূপে বৃষধ্বজঃ॥১৭॥ নেপালে পশুপতিনাথঃ কেদারে পার্বকেশ্বরঃ। হিঙ্গুলায়াং কৃপানাথো রূপনাথস্তদূর্দ্ধতঃ॥ ১৮॥ দ্বার-

কায়াং হরশ্চৈব পুষ্করে প্রমথেশ্বরঃ। হরিদ্বারে মহেশানি। গঙ্গাধর ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৯ ॥ কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেশো বৃন্দারণ্যেচ কেশবঃ। গোকুলে গোপিনীপূজ্যো গোপেশ্বর ইতীরিতঃ ॥ ২০ ॥ মথুরায়াং কংশনাথো মিথিলায়াং ধনুর্দ্ধরঃ। অযোধ্যায়াং কৃত্তিবাসাঃ কাশ্মীরে কপিলেশ্বরঃ ॥ ২১ ॥ কাঞ্চীনগরমধ্যে তু ময়াম ত্রিপুরেশ্বরঃ। চিত্রকূটে চন্দ্রচূড়ো যোগীন্দ্রো বিন্ধ্যপর্ব্বতে ॥ ২২ ॥ বান-লিঙ্গো নর্ম্মদায়াং প্রভাসে শূলভৃৎসদা। ভোজপুরে ভোজনাথো গয়ায়াঞ্চ গদাধরঃ ॥ ২৩ ॥ ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বর স্তথৈবচ। বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়েচ তারকেশ্বরঃ ॥২৪॥ ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি! রত্নাকর নদীতটে। ভাগীরথী নদীতীরে কপালেশ্বরঈরিতঃ ॥২৫॥ ভদ্রেশ্বরশ্চ দেবেশি! কল্যাণেশ্বর এবহি। নকুলেশঃ কালীঘট্টে—শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ ॥২৬॥ চাহংকোচ বধূপুরে জল্পেশ্বর ইতিস্থিতঃ। উৎকলে বিমলা ক্ষেত্রে জগন্নাথো হ্যহং কলৌ ॥২৭॥ নীলাচলারণ্য মধ্যে ভুবনেশ্বর ঈরিতঃ। রামেশ্বরঃ সেতুবন্ধে লঙ্কায়াং রাবণেশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥ রজতা-চলমধ্যেতু কুবেরেশ্বর ঈরিতঃ। লক্ষ্মীকান্তো মহেশানি! সদা শ্রীশৈলপর্ব্বতে ॥ ২৯ ॥ ত্র্যম্বকো গোমতীতীরে গোকর্ণে চ ত্রিলোচনঃ। বদরিকাশ্রম মধ্যে কপিলাথেশ্বরোহ্যহং ॥ ৩০ ॥ স্বর্গলোকে দেব দেবো মর্ত্ত্যলোকে সদাশিবঃ। পাতালে বাসুকীনাথো যমরাট্‌কালমন্দিরে ॥ ৩১ ॥ নারায়ণশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে হরিহর স্তথা। গন্ধর্ব্বলোকে দেবেশি! পুষ্পদন্তেশ্বরোহ্যহম্ ॥৩২॥ শ্মশানে ভূতনাথশ্চ গৃহেচৈব জগদ্‌গুরুঃ। অবতারে শঙ্করোঽহং বিরূপাক্ষ স্তথৈবচ ॥ ৩৩ ॥ কামিনীজন মধ্যেতু কামেশ্বর ইতীরিতঃ। চক্রমধ্যে কুলে-শশ্চ সলিলে বরুণেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥ আশুতোষো ভক্তমধ্যে শত্রূনাং ত্রিপুরান্তকঃ। শিষ্যমধ্যে গুরুশ্চাহং তথৈব পরমোগুরুঃ ॥ ৩৫ ॥ চন্দ্রলোকে সোমনাথঃ স্বর্ত্তাস্তুর্জ্ঞাভ্রমণ্ডলে। ত্রৈলোক্যে লোকনাথোঽহং রুদ্রলোকে মহেশ্বরঃ ॥ ৩৬ ॥ সমুদ্র মথনে চাহং নীলকণ্ঠ ত্রিলোকজিৎ। জম্বুদ্বীপে জগৎকর্ত্তা শাকদ্বীপে চতুর্ভুজঃ ॥ ৩৭ ॥ কুশদ্বীপে কপর্দ্দীশঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপে কপালভৃৎ। মণিদ্বীপে মীননাথঃ প্লক্ষদ্বীপে শশিধরঃ ॥ ৩৮ ॥ অহঞ্চ পুষ্করদ্বীপে পুরুষোত্তম ঈরিতঃ। দেবমধ্যে বাসুদেবো শক্রমধ্যে নিরঞ্জনঃ ॥৩৯॥ পুরাণে পরমেশানি! ব্যাসেশ্বর ইতীরিতঃ। আগমেনাগ ভট্টোঽহংনিগমে নাদরূপধৃক্ ॥৪০॥ সর্ব্বজ্ঞো জ্যোতিষাং মধ্যে যোগেশো যোগশাস্ত্রকে। দীনমধ্যে দীননাথ উমানাথ স্তথৈবচ ॥ ৪১ ॥ রাজরাজেশ্বরশ্চৈব নৃপানাং নগনন্দিনি। পরং ব্রহ্ম সত্যলোকে হ্যনন্তোঽস্মি রসাতলে ॥ ৪২ ॥ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং লিঙ্গরূপী হ্যহং প্রিয়ে। ইতি তে কথিতং

দেবি মম নাম শতোত্তমম্ ॥ ৪৩ ॥ পঠনাৎশ্রবণাচ্চৈব মহাপাতক কোটয়ঃ। নশ্যন্তি তৎক্ষণাদ্দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ অজ্ঞানিনাং জ্ঞানসিদ্ধি-র্জ্ঞানিনাং পরমং ধনং। অস্তি দীন দরিদ্রাণাং চিন্তামণি স্বরূপকং ॥ ৪৫ ॥ যোগিনাং পাপিনাঞ্চৈব মহৌষধিরিতি স্মৃতং। যোগিনাং যোগসারঞ্চ ভোগিনাং ভোগমোক্ষদং ॥ ৪৬ ॥ এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং বা পঠেৎ যদি। অথবা রজনীকালে নির্জ্জনে শিব সন্নিধৌ। যঃ পঠেৎ সাধক শ্রেষ্ঠঃ সএব শ্রীসদা-শিবঃ ॥ ৪৭ ॥ কৃষ্ণাং চতুর্দ্দশীং প্রাপ্য পঠেদ্ভক্তি পরায়ণঃ। স এব সর্ব্ব সিদ্ধীশো জায়তে ভূমিমণ্ডলে ॥ ৪৮ ॥ চতুর্দ্দশ্যা মমাবস্যাং সোমবারে বিশে-ষতঃ ॥ যঃ স্বয়ং তৎ প্রদোষেতু পূজয়িত্বা স্তবং পঠেৎ। তস্য সঙ্গে মহেশানি! তিষ্ঠামিচ সদাপ্রিয়ে ॥ ৪৯ ॥ যং যং কামমুপস্কৃত্য পঠেৎ স্তোত্র মনুত্তমম্। তং তং কাম মবাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥ জলে স্থলে চান্তরীক্ষে বিদেশে শত্রুসঙ্কটে। বনমধ্যে রণমধ্যে সভামধ্যে তথৈব চ ॥ ৫১ ॥ রাজ-দ্বারে মহারোগে মহাশোকে মহাভয়ে। সর্ব্বত্রৈবাশুভং হন্তি স্তব পাঠ প্রসা-দতঃ ॥ ৫২ ॥ আকর্ষণ বশীকার্য্যং মারণোচ্চাটনাদিকং। শান্তিপুষ্টিস্তম্ভনাদি পাঠ মাত্রং প্রজায়তে ॥ ৫৩ ॥ অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনং ॥ বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৪ ॥ বহু কিং কথ্যতে দেবি! শৃণু মৎ প্রাণবল্লভে। অসাধ্যং সাধয়েৎ সর্ব্বং স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ ॥৫৫॥ অহঞ্চ জগদাধারো মমাধারস্ত্বমেবহি। ত্বৎসমা প্রকৃতি র্নাস্তি মৎসমোনাস্তি পূরুষঃ ॥ ৫৬ ॥ তবযোনিং সমাসাদ্য সর্ব্বমেব করোম্যহম্। এতজ্‌জ্ঞানং মহেশানি! পাষণ্ডে মা বদেৎ কচিৎ ॥ ৫৭ ॥ মূর্খায় ভক্তিহীনায় দুষ্টায় শুদ্ধ-রাত্মনে। শিবভক্তি বিহীনায় শক্তি নিন্দা পরায় চ। ন প্রকাশ্যং মহাদেবি! প্রকাশাচ্ছিবহা ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥ শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় শিববিষ্ণু পরায় চ। অদ্বৈতভাবযুক্তায় দেবী ভক্তি পরায় চ। শত নাম মহাস্তোত্রং দেয়ং পুণ্যং মহেশ্বরি ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে শ্রীশিব পার্ব্বতী সংবাদে পীঠাদিক্রমেণ

শিবস্য শতনাম স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

মাকরী সপ্তমী স্নান।

সঙ্কল্পান্তে সাতটা আকন্দ পত্র ও সাতটা কুলপত্র মস্তকে রাখিয়া স্নানমন্ত্র পাঠান্তে স্নান করিবে, যথা—

সঙ্কল্প। অদ্যেত্যাদি মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে মাকরী সপ্তম্যাং তিথৌ অরুণোদয় বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহু শত সূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নান জন্য সমফল প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ ব্যাস কুণ্ডোদকে স্নান মহং করিষ্যে।

স্নান মন্ত্র,— ওঁ যদ্‌যজ্জন্ম কৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী।

তৎপরে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥
ওঁ সপ্তসপ্তিবহপ্রীত সপ্তলোক প্রদীপন।
সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥

গ্রহণকালীন স্নান মন্ত্র।

বিষ্ণুরোমিত্যাদি রাহুগ্রস্তে নিশাকরে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহু শত চন্দ্রগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নান জন্য ফল সমফল প্রাপ্তিকামঃ ;—স্নানমহং করিষ্যে।

সূর্য্যগ্রহণে রাহুগ্রস্তে দিবাকরে এবং বহু শত সূর্য্যগ্রহণকালীন বিশেষ পদ হইবে। কোন জলাশয়ে এবং কুণ্ডে স্নান করিলে সেই সেই জলাশয়ের বা কুণ্ডের নাম উচ্চারণ করিবে।

(অথ কুমারী পূজা)

এক বর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত সংস্কারবিহীনা কন্যাকে কুমারী বলে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ঐ সকল কন্যাই কুমারী পূজিতা হইতে পারেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কন্যাই ইহাতে শ্রেষ্ঠতমা, বয়স ভেদে কুমারীকে ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজা করিবার বিধি আছে,—

প্রথমতঃ আসনোপরি কুমারীকে বসাইয়া ধৌত পদদ্বয়ে অলক্তক এবং ললাটে সিন্দুর তিলক দিয়া দেবি বোধে ধ্যান করিতে হয়। যথা,—

ওঁ বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীম্।
নানালঙ্কার নম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যা প্রকাশিনীম্॥
চারুহাস্যাং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভাম্॥

এইরূপে ধ্যানান্তে মানসোপচারে অর্চ্চনা পূর্ব্বক পুনর্ধ্যানান্তে ষোড়শ বা দশোপচারে শক্ত্যনুসারে পূজা করিবে। অর্চ্চনার বিশেষ বিশেষ মন্ত্র যথা—আসন পূজাদি করিয়া ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ হেসৌঃ ইদমাসনং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ. হ্রীঁ এতৎ পাদ্যং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। শ্রীঁ ইদমর্ঘ্যং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ হেসৌঃ ইদমাচমনীয়ং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ স্বধা। (ঐঁ ইত্যাদি প্রকার মন্ত্রে আভরণ পর্য্যন্ত দিতে হইবে।) এষঃ মধুপর্কঃ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ স্বধা, ইদং পুনরাচমনীয়ং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ স্বধা। ইদং স্নানীয়োদকং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নিবেদয়ামি। ইদং বস্ত্রং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। (বস্ত্র নিবেদনান্তে অনেকে পরিধান করাইয়া দেন) ইদমাভরণং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। তদনন্তর হুঁ এষ গন্ধঃ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। হ্রীঁ এতানি পুষ্পাণি সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ বৌষট্। হেসৌঃ এষ ধূপ সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নমঃ। হেসৌঃ এতন্নৈবেদ্যং সন্ধ্যায়ৈ কুমার্য্যৈ নিবেদয়ামি। ঐঁ হ্রীঁ ইত্যাদিক্রমে পানার্ঘাদি দিবে। তৎপরে কুমারীষড়ঙ্গার্চ্চনা,—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ হেসৌঃ কুল কুমারিকে হৃদয়ায় নমঃ। হ্রৈং হৈং হ্রীং শ্রীং ঐং শিরসে স্বাহা। ওঁ শ্রীং শিখায়ৈ বষট্ ঐং কুল বাগীশ্বরি কবচায় হুং ঐং কুলেশ্বরি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ হ্রীং অস্ত্রায় ফট্। অনন্তর এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সপরিবারায় বালভৈরবায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং সিদ্ধজয়ায় পূর্ব্ব বক্ত্রায় নমঃ। (এইরূপ নিয়মে গন্ধপুষ্প দ্বারা) ঐং জয়ায় উত্তর বক্ত্রায় নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং কুব্জিকে পশ্চিম বক্ত্রায় নমঃ। ঐং কালিকে দক্ষিণ বক্ত্রায় নমঃ। ওঁ ভাস্করায় নমঃ। (এইরূপ নিয়মে) চন্দ্রায়, দিক্পালেভ্য, সন্ধ্যাদিভ্যঃ, বীরভদ্রায়ৈ, মহাকন্যায়ৈ, কৌলিন্যৈ, কুলগামিন্যৈ, অষ্টাদশ ভুজায়ৈ, কাল্যৈ, চণ্ডদুর্গায়ৈ।

তদনন্তর প্রাণায়ামান্তে শক্ত্যনুসারে মূলমন্ত্র জপ করিয়া "গুহ্যেত্যাদি" মন্ত্রে জপ সমর্পণ করতঃ পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে নমস্কার করিবে। যথা—

ওঁ নমামি কুলকামিনীং পরম ভাগ্য সন্দায়িনীং
কুমার রতিচাতুরিং সকল সিদ্ধিদানন্দিনীম্।

প্রবাল শুটিকাস্রজং রজত রাগ বস্ত্রান্বিতাম্।
হিরণ্য তুল ভূষণাং ভুবন বাক্ কুমারীং ভজে ॥

চণ্ড্যামেকং রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্য্যাৎ বিনায়কে। চত্বারি কেশবে কুর্য্যাৎ শিবেচার্দ্ধ প্রদক্ষিণং।

চণ্ডিকে একবার, সূর্য্যকে সপ্তবার, বিষ্ণুকে চারিবার, অন্যান্য সাধারণ দেবতাদিগকে তিন তিনবার এবং শিবকে অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিবে।

শ্রীশ্রীমৃত্যুঞ্জয় চন্দ্রশেখর স্তোত্রম্।

ওঁ নমশ্চন্দ্রশেখরায় ॥ ওঁ রত্নসানুস্সুরাসুরং রজতাহি সঙ্গনিকেতনং স্বর্য্য নিকৃত পন্নগেশ্বর মচ্যুতালয় সায়কং ক্ষিপ্রদগ্ধ পুরত্রয়ং ত্রিদশালয়ৈরভি বন্দিতং। চন্দ্রশেখর মাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ ॥ ১ ॥ পঞ্চপাদপ পুষ্প, গন্ধ, পদাম্বুজদ্বয় শোভিত ভাললোচনজাতপাবক দগ্ধ মন্মথ বিগ্রহং ভস্মদগ্ধ কলেবরং ভবনাশনং ভয়মব্যয়ঃ চন্দ্রশেখর ॥ ২ ॥ মত্তবারণ মোক্ষ চর্ম্মকৃতোত্তরীয়মনোহরং পঙ্কজাসনং পদ্মলোচনং পূজিতাঙ্ঘ্রি শিরোরুহং দেব সিন্ধু তরঙ্গ শিখর সিদ্ধ শৈল জটাধরং ॥ চন্দ্রশেখর ॥ ৩ ॥ কুণ্ডলী কৃত কুণ্ডলী অক্ষয় কুণ্ডলং বৃষবাহনং নারদাদি মুনীশ্বরৈঃ স্তুতি বৈভবং ভুবনেশ্বরং অন্ধকান্তকমাশ্রিতামরপাদপাংশুমলান্তকং ॥ ৪ ॥ ভেষজং ভবরোগিণাং অখিলাপদহারিণং দক্ষযজ্ঞবিনাশনং ত্রিগুণাত্মকং ত্রিলোচনং ভুক্তি মুক্তি ফল প্রদং নিখিল সঙ্ঘনিবর্হণং। চন্দ্রশেখর ॥ ৫ ॥ দক্ষরাজ সুপূজিতং ভগ-নেত্র্যহং ফণীভূষণং শৈলরাজসুতাপরিষ্কৃত চারু বাম কলেবরং ক্ষেড়নীলগলং পর সুরভি ধারিণং মৃগচর্ম্মিণং ॥ চন্দ্রশেখর ॥ ৬ ॥ ভক্তবৎসল মর্চ্চিতানিধি-মক্ষয়ং হরিদম্বরং সর্ব্বভূতপতিং পরাৎপরমপ্রমেয় মনুত্তমং লবণাম্বুজলে হুতাশন সোমরা নিলয়া কৃতং ॥ চন্দ্রশেখর ॥ ৭ ॥ বিশ্বসৃষ্টি বিধায়িনং পুনরেব পালন তৎপরং সংহরন্তমথ প্রপঞ্চমশেষ লোক নিবাসিনং ক্রীড়য়ন্ত মহর্ন্নিশং গণনাথ যূথসমাবৃতং ॥ চন্দ্রশেখর ॥ ৮ ॥ চন্দ্রচূড়াচলে চম্পকারণ্য দেব-ছুল ভং সর্ব্বদেব নিবাসিনং ভক্তিভাজনং ভক্ততারকং সলোক সিদ্ধ সমাধি সাধ্য রম্যহর্ম্ম্য নিকেতনং ॥ চন্দ্রশেখর ॥ ৯ ॥ মন্দাকিনীমণ্ডিত মৌলি-বিরাজিত মুক্তি কারণং নির্লোক শরণং শিবং কালভৈরবং কালনাশনং সিদ্ধপীঠ নিখিল বিশ্বব্যাপ্ত নিত্য চন্দ্রশেখরং ॥ চন্দ্রশেখর ॥ ১০ ॥ মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুনিবারণ চঞ্চল চন্দ্রশেখরং কলিগত কল্মষাপহং ব্রহ্মতারকং ভবপাশনাশ

হেতুক-ব্যাস-কৃত কাশী সিদ্ধিদং॥ চন্দ্রশেখর॥ ১১॥ মৃত্যুভীতিমৃকণ্ডু-সুনু-কৃত-স্তবং শিব সন্নিধৌ যত্র কুত্র যঃ পঠেৎ নহিতস্য মৃত্যুভয়ং ভবেৎ পূর্ণমায়ু মরোগিনং নিখিল ধর্ম্ম নিবর্দ্ধনং চন্দ্রশেখর পর্ব্বতস্য দদাতি সিদ্ধি মলৌকিকং॥ চন্দ্রশেখর॥ ১২॥ রুদ্রং পশুপতি স্থানং নীলকণ্ঠং উমাপতিং। নমামি শিরসা দেবং কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ১৩॥ নীলকণ্ঠং বিরূপাক্ষং নির্ম্মলং নিরুপদ্রপং॥ ১৪॥ কালকণ্ঠং কালমুক্তং কালাগ্নি কালনাশনং॥ নমামি॥ ১৫॥ বামদেবং জগন্নাথং দেবেশং বৃষভধ্বজং॥ নমামি॥ ১৬॥ দেবদেবং মহাদেবং লোকনাথং জগৎগুরুং॥ নমামি॥ ১৭॥ অনন্ত মধ্যগং শান্ত মক্ষমালাধরং হরং॥ নমামি॥ ১৮॥ অনন্ত পরমং নিত্যং কৈবল্য পদকারিণং॥ নমামি॥ ১৯॥ স্বর্গাপবর্গদাতারং সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারিণং॥ নমামি॥ ২০॥ বশিষ্ঠ উবাচ॥ মার্কণ্ডেয়-কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ॥ তস্য মৃত্যুভয়ং নাস্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহং॥ ২১॥ এতং স্তোত্রপ্রসাদেন মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ। জরামৃত্যুভয়ং ত্যক্ত্বা সপ্তকল্পান্ত জীবিতং॥ ২২॥ প্রাপ্নুয়াৎ স মহাযোগী তপঃ স্বাধ্যায়সংযুতঃ॥ ২৩॥

ইতি শ্রীনিগমকল্পে মার্কণ্ডেয়-কৃতং মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্রশেখর স্তোত্রং সমাপ্তম্॥

স্তোত্র।

নমো হরায় দেবায় ত্রিনেত্রায় ত্রিশূলিনে।
তাপসায় মহেশায় তত্ত্বজ্ঞান প্রদায়িনে॥
নমোঽস্তুজায় শুভ্রায় নমঃ কারুণ্যমূর্ত্তয়ে।
নমো দেবাদিদেবায় নমো বেদান্ত বাদিনে॥
নমঃ পরায় রুদ্রায় সুপরায় নমো নমঃ।
বিশ্বমূর্ত্তি মহেশায় বিশ্বাধারায় তে নমঃ॥
নমো ভক্ত ভবচ্ছেদ করুণায়ামলাত্মনে।
কালায় কালকালায় কালাতীতায় তে নমঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ায় নিত্যায় জিতক্রোধায় তে নমঃ।
নমঃ পাষণ্ডভঙ্গায় নমঃ পাপ হরায় তে॥
নমঃ পর্ব্বত রাজেন্দ্র কন্যকাপতয়ে নমঃ।
মূলাধার প্রবিষ্টায় মূলদীপায় তে নমঃ॥

নাভিকন্দে প্রবিষ্টায় নমো হৃদ্দেশবর্ত্তিনে।
সচ্চিদানন্দ পূর্ণায় নমঃ সাক্ষাৎ পরাত্মনে॥
নমঃ শিবায়াদ্ভুত তেজসে নমঃ,
নমঃ শিবায়াদ্ভুত বিক্রমায় তে।
নমঃ শিবায়াখিলনাথকায় তে,
নমঃ শিবায়ামৃত হেতবে নমঃ॥
য ইদং পঠতে নিত্যং স্তোত্রং ভক্ত্যা সুসংযতঃ।
তস্য মুক্তিঃ করস্থা স্যাচ্ছঙ্কর প্রিয় কারণাৎ॥
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং বিবাহার্থী গৃহী ভবেৎ।
বৈরাগ্য কামো লভতে বৈরাগ্যং ভবতারকম্॥
তস্মাদ্দিনে দিনে যত্নমিদং স্তোত্রং সমাহিতঃ।
পঠন্তু ভবনাশার্থ মিদং হি ভবনাশনম্॥

ইতি শ্রীসূত সংহিতায়াং জ্ঞানযোগ খণ্ডে দ্বিতীয়াধ্যায়ে
পরম শিব স্তোত্রম্॥

মুদ্রা।

মোদনাৎ সর্ব্বদেবানাং দ্রাবণাৎ পাপ সন্ততেঃ।
তস্মান্মুদ্রেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্র বেদিভিঃ॥

মুদ্রা সকল দেবগণের আমোদ-বর্দ্ধন করে এবং সর্ব্ব পাপ বিনির্ম্মুক্ত করে, এই জন্য মুনিগণ ইহাকে মুদ্রা নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

ধেনু-মুদ্রা—উভয় হস্তের অঙ্গুলি সকলকে পরস্পরের সন্ধি মধ্যগত করিয়া এক হস্তের অনামিকার অগ্রভাগ যোগ করিবে, ঐরূপ তর্জ্জনীর অগ্রভাগের সহিত মধ্যমার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিবে, ইহারই নাম ধেনু-মুদ্রা॥ ১॥

শঙ্খ-মুদ্রা—দক্ষিণহস্তের মুষ্টি দ্বারা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিয়া ঐ মুষ্টি চিৎ করিয়া রাখিবে, পরে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ চিৎ করিয়া বামহস্তের সমস্ত অঙ্গুলি প্রসারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাতে মিলিত করিয়া রাখিবে। এই মুদ্রার নামই শঙ্খ-মুদ্রা॥ ২॥

লিঙ্গ-মুদ্রা—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠকে উন্নত করিয়া বাম অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বন্ধন করিবে, পরে বামহস্তের অঙ্গুলি সকলকে দক্ষিণহস্তের সমুদয় অঙ্গুলি দ্বারা আবদ্ধ করিলে লিঙ্গ-মুদ্রা হয়॥ ৩॥

অঙ্কুশ-মুদ্রা—মধ্যমাঙ্গুলি সরল ভাবে প্রসারিত করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কোচিত করতঃ তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্বে সংযোজিত করিলে অঙ্কুশ-মুদ্রা হয়।

সংহার-মুদ্রা—বামহস্ত অধোমুখে এবং দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধমুখে রাখিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলি সকল পরস্পর গ্রথিত করতঃ হস্ত পরিবর্ত্তিত করিলে সংহার-মুদ্রা হয়।

মৎস্য-মুদ্রা—দক্ষিণহস্ত অধোমুখে রাখিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে বামপাণিতল সংস্থাপনপূর্ব্বক উভয় অঙ্গুষ্ঠ পরিচালিত করিলে তাহাকে মৎস্য-মুদ্রা বলে।

কূর্ম্ম মুদ্রা—বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীতে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠা সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নতভাবে রাখিবে, এবং বামহস্তের অনামিকা ও মধ্যমা দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে সংযুক্ত করিবে; পরে বামহস্তের পিতৃতীর্থে—অর্থাৎ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অধোমুখে সংলগ্ন করিবে; এবং দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত করিবে, ইহারই নাম কূর্ম্ম-মুদ্রা।

যোনি-মুদ্রা—মধ্যমাদ্বয় কুটিলাকৃতি করিয়া তর্জ্জনীর উপরিভাগে স্থাপন করিবে এবং কনিষ্ঠাদ্বয়কে অনামিকার মধ্যগত করতঃ সমস্ত অঙ্গুলি একত্র সংযুক্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অঙ্গুলি সমুদয়কে পীড়িত করিবে, ইহার নাম যোনি-মুদ্রা।

বিঘ্ন মুদ্রা—তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ এই সমস্ত অঙ্গুলি মুষ্টি বন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলির অধোমুখে দীর্ঘাকারে প্রসারিত করিলে বিঘ্ন-মুদ্রা হয়।

আবাহনাদি-মুদ্রা—উভয় হস্তের অঞ্জলি যোজনা করিয়া উভয়হস্তের অনামিকার মূলপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় আবদ্ধ করিলে আবাহনী-মুদ্রা হয়।

স্থাপনী-মুদ্রা—উক্ত আবাহনী মুদ্রাকৃত উভয় হস্তাঞ্জলি অধোমুখ করিলেই স্থাপনী-মুদ্রা হয়।

প্রবর।

শাণ্ডিল্য গোত্র—শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল প্রবরস্ত।

বাৎস্য গোত্র—ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ প্রবরস্ত।

(সাবর্ণ গোত্রেরও এই প্রবর)।

ভরদ্বাজ গোত্র,—ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য প্রবরস্ত।

কাশ্যপ গোত্র,—কাশ্যপ, অপ সার, নৈধ্রুব প্রবরস্ত।

মহান্তগণের পূর্ব্বপুরুষের নাম।

[এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।]

১। চৈন গির। ২। গণেশগির। ৩। কিষণগির। ৪। সহরগির। ৫। করুণাগির। ৬। জোয়ালগির।৭। গণ্ডিবন। ৮। রতনবন। প্রাণবন। গণ্ডিরবন। কিঙ্গলবন (১৮৫৯ খৃঃ)। কিশোর বন (১৯৩৩ খৃঃ) যতীন্দ্রবন। কুমুদবন।

৺ আদিনাথ ও চন্দ্রনাথ তীর্থের ইতিবৃত্ত।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে জনৈক মুসলমান মহেশখালির পূর্ব্বাংশের পাহাড়ে শিকার করিতে যায় এবং একটী হরিণ ঘটনাক্রমে শিকার করে। সেই হরিণকে জবাই করিবার উদ্দেশে, একখানা লৌহ নির্ম্মিত ছুরি শানাইবার জন্য ঐ আদিনাথ দেবের উপর স্পর্শ করা মাত্র লৌহ সোণা হইয়া যায়। পরে মুসলমান লৌহ সোণা হইল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ মূর্ত্তি সঙ্গে নিয়া বাড়ী যায়। রাত্রে তাহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়। "আমি যে স্থানে ছিলাম সেইস্থানে রাখিয়া দাও, আমি আদিনাথ দেব।" সে প্রথম স্বপ্নে মনযোগী না হওয়ায় তাহার পীড়া হয়, তৎপর বাধ্য হইয়া সে মৈনাক পর্ব্বতোপরি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, জনৈক ব্রাহ্মণ দ্বারা সেবা পূজার বন্দোবস্ত করে। মহেশ খালীদ্বীপে অনেক ইজারাদার বন্দোবস্ত ক্রমে তথায় যাইয়া দ্বীপ আবাদ করিতে না পারিয়া ফেল হইয়া আসে। অবশেষে ১৭৮০ খৃঃ দেওয়ান কালীচরণ রায় মহাশয় লবণ মহালের এজেন্ট ওয়ালিশ সাহেব হইতে ঐ দ্বীপ খরিদ করেন। তাহার সময় অনাবাদাবস্থায় পতিত ছিল। তাঁহার পরলোক গমনের পর প্রাতঃস্মরণীয়া প্রভাবতী ঠাকুরাণী উক্ত অনাবাদী দ্বীপ ও নাবালক পুত্র লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। ঘটনাক্রমে বর্ত্তমান সময় হইতে ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে, প্রসিদ্ধ সাধক প্রবর গোমতীবল মহোদয় ঐরাবতী স্নানাদি করিয়া, মহেশখালী দ্বীপে উপস্থিত হন। মহেশখালীস্থ প্রভাবতী ঠাকুরাণী তাঁহাকে তথায় রাখিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক দিবস থাকিয়া তথা হইতে নৌকা ছাড়িলেন। রাস্তায় তাঁহার তিন দিবস দিবারাত্র ভয়ঙ্কর জ্বর হয়।

রাত্রিতে মৈনাকেশ্বর আদিনাথ, তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করেন যে, আপনাতে ও আমাতে কোন বিভিন্ন ভাব নাই। আপনি পুনঃ মহেশখালী

যাইয়া মহান্ত পদ ধারণ ক্রমে আমার মাহাত্ম্য প্রচার করুন। তৎমতে তিনি পুনরায় মহেশখালী দ্বীপে আসিবামাত্র, তাঁহার জ্বর ভাল হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি তথায় যাইয়া মহান্ত হন। সঙ্গীয় সন্ন্যাসীগণ নানাবাদ্য বাজাইতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া প্রভাবতী ঠাকুরাণী মহেশখালীস্থ জনমণ্ডলী লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া, যথোচিত ভক্তি সহকারে উচিত ব্যবস্থা করেন।

৫০০।৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বাণারসলির গোঁসাই চট্টগ্রামে আসিয়া চন্দ্রনাথ-তীর্থ আবিষ্কার করেন ও শ্রীশ্রীশম্ভুনাথ দেবের মূল মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এবং তিনি স্বয়ং মহান্ত পদ ধারণ করেন। কেনারাম রতন মহান্ত মহারাজ দিল্লির দরবার হইতে নাখেরাজ বাহালী দেবোত্তর সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১১২৬ মগী জরিপে তাঁহার নাম দৃষ্ট হয়। ফটিক পুরী থানার এলাকায় সুভনপুরী গ্রামে তাঁহার নিজ দেবোত্তর জমিদারীতে উক্ত আদি মহান্তের সমাধি অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক শিবরাত্রিদিনে প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতিই তাঁহার সমাধির প্রতি ভক্তি করেন। উক্ত বাণারসলির মহান্ত মহাত্মার বংশের জনৈক মহান্ত জলগিরিগোঁসাই শম্ভুনাথের দ্বিতীয় বিষ্ণুনাট্ট মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তৃতীয় মন্দির অর্থাৎ প্রথম প্রবেশের চৌচালা মন্দির ৺ গোমতীবল মহান্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তদীয় চেলা ঈশ্বর রামরতন মহান্ত শম্ভুনাথ বাড়ী যাওয়ার রাস্তা, জয়াকুণ্ড, তাহার সিড়ি ও চট্ট-গ্রাম সহরস্থ ৺ করুণাময়ী কালীবাড়ী নির্ম্মাণ করেন। কিশোরধন মহান্ত মহারাজ সমাধি গ্রহণ করার পর তাঁহার চেলা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবল মহান্ত মহা-রাজ চন্দ্রনাথ, আদিনাথ প্রভৃতি সমস্ত তীর্থের গদি পান। তিনি ১৩১১ বাঙ্গালায়, ২৫শে ফাল্গুন তারিখে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রধন বাবাজীকে শাস্ত্রানুযায়ী চেলা করিয়া, ভাবী উত্তরাধিকারী করেন, ১৩০৪ বাঙ্গালা চৈত্র মাসের মহা-বিষুব সংক্রান্তি দিনেও শম্ভুনাথ বাড়ীস্থিত কিশোরধন মহান্ত মহারাজের সমাধি মন্দির ও শিব স্থাপন করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহান্তদের ও বর্ত্তমান মহান্ত মহারাজের সময়ের অনেক দলিলাদি আছে, যাহা জনসমাজে প্রকাশ করা আবশ্যক। এই পুস্তকে তাহা লিখিলে পুস্তকের কলেবর অত্যন্ত বৃহৎ হইবে বলিয়া ভবিষ্যতে প্রকাশের বাসনা রহিল।

নিবেদন।

পিতঃ জগদীশ্বর! যে মহাপুরুষ একদিন আপনার চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া আপনার গুণরাজি জগৎকে জানাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, যিনি আপনার পরম ভক্ত শৈব নামে বিখ্যাত ছিলেন, যিনি শৈশবে রাজকীয় বিদ্যালয়ে এফে অধ্যয়ন কাল অবধি আপনার নাম শুনিয়া আত্মহারা হইতেন, যিনি হিংস্র জন্তু পরিবেষ্টিত গিরিগুহায় অবস্থান করিয়া আপনার গুণজ্ঞাত হইতে চেষ্টিত ছিলেন, যে মহাপুরুষ লোকহিত কল্পে আত্মত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। যে মহাপুরুষ আপনাকর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পাগলের মত উদাস প্রাণে বিশ্বপ্রেমে বিমোহিত হইয়াও চন্দ্রশেখর-গহ্বরে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আপনার পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিতে আপনার আদিষ্ট এই চন্দ্রনাথ দর্পণ নামক গ্রন্থটি প্রকাশে জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন, আপনার সেই প্রিয় ভক্ত মহাপুরুষ ৺ প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায় আজ কালের কুটিল-গতিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন! একদিন আমার কোনও একজন আত্মীয় আমাকে বলিলেন "তুমি সেই মহাপুরুষের মহাকীর্ত্তি, চন্দ্রনাথ দর্পণটি পুনর্ব্বার মুদ্রিত করিয়া ৺ জগদীশ-চরণে সমর্পণ কর, তাহা হইলে শান্তি পাইবে।" সেই অবধি অতি যত্নসহকারে তাঁহার কৃত চন্দ্রনাথ দর্পণ নামক গ্রন্থখানি আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে চেষ্টিত হইয়া অদ্য চরণতলে অর্পণ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। পিতঃ! অধম ভ্রাতৃশোক যেন ভুলিতে পারে; ইহাই আপনার চরণতলে প্রার্থনা।

সন ১২৬০ মগী ১৩ই চৈত্র সোমবার প্রদোষ সময়ে আপনার সম্মুখের আঙ্গিনায় শিব নাম করিতে করিতে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূজ্যপাদ শৈবশ্রেষ্ঠ ৺ প্রাণকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিয়তির বিধান অনুসারে আপনার শান্তিময় নিকেতনে প্রবেশ করিয়াছেন।

যে সোমবার প্রদোষে ভবদীয় অমল-চরণ-কমলে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক স্থির শান্তভাবে অবস্থিত গতপ্রাণ, প্রাণকুমারকে শিবভক্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার পুরোহিত ও অগ্রজ শ্রীযুক্ত হরকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি একত্রিত হইয়া শ্মশানের প্রজ্বলিত চিতানলে দাহ করিতে লাগিলেন। সেই সময় এই বালকের ক্রন্দন ধ্বনিতে বোধ হয় তোমারও শান্তিভঙ্গ হইয়াছিল। আজ তোমার চরণতলে গ্রন্থখানি সমর্পণ করিয়া শান্তিলাভ করিলাম। ইতি—

আপনার সেবকাধম—শ্রীসূর্য্যকুমার অধিকারী। সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।